বারাব্বাস

পার লাগের্কভিস্ট

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

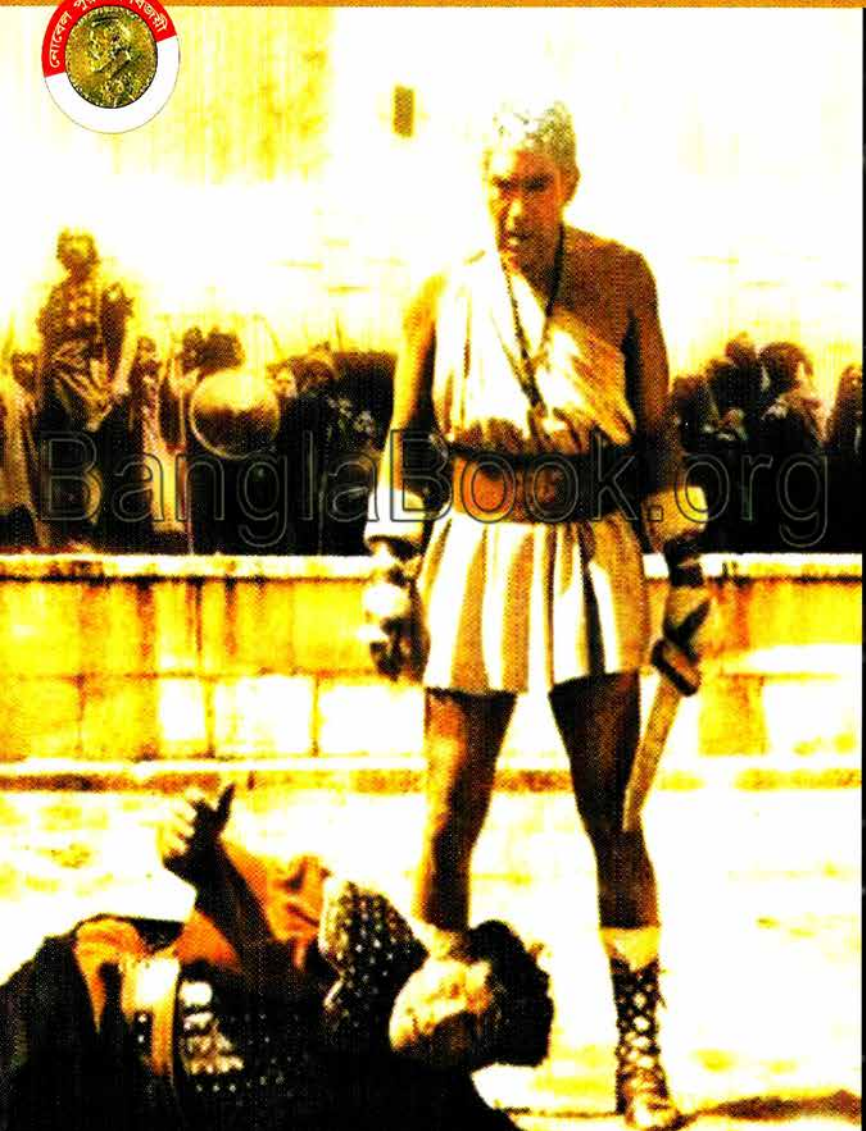

অনুবাদ—বিমল সরকার

BanglaBook.org

এটি হচ্ছে লাগের্কভিস্টের সেই
ঈর্ষণীয় সাফল্য—যা শিল্পের মধ্যে
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের
দোদুল্যমানতার সমঝোতা—যে
কোনো সৃষ্টিকে যা চিরায়ত করে;
মৃত্যুর অনুভূতিকে নির্ভয় ও নির্ভার
করে।...সুইডিশ ভাষারই এ গৌরব,
যা বারাব্বাস সৃষ্টি করতে পারে।
—আঁদ্রে জিদ

বারাব্বাসের শক্তি হচ্ছে সেই শক্তির
দ্বন্দ্ব—যা সময়কে বাঁধে কালোত্তর
বন্ধনে।
—নিউইর্য়ক টাইম্‌স

দ্রুত, অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর এগ্রন্থ
পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দেয় তার
অস্তিত্বের ভিত্তি পর্যন্ত।
—আটলান্টিক মানথ্‌লি

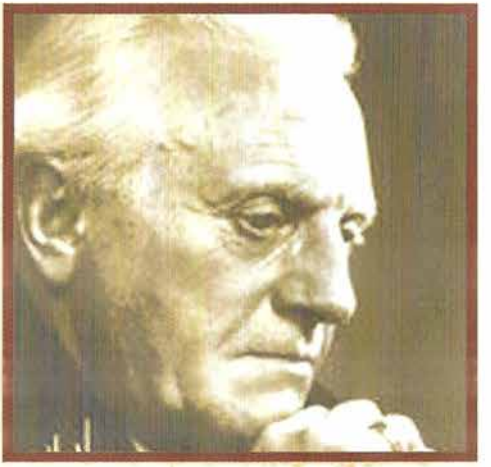

পার ফেবিয়ান লাগের্কভিস্টের জন্ম সুইডেনে ১৮৯১-এ। একুশ বছর বয়সে উপসালার পাঠ শেষ করে তিনি প্যারিসে পাড়ি জমান এবং জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ সেখানেই কাটান। প্রথম জীবনে কবি, এরপর ঔপন্যাসিক এবং শেষে সমালোচক হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও তার প্রধান সাহিত্যকর্ম 'নাটক'।

'দ্য ডোয়ার্ফ' (১৯৪৪) 'বারাব্বাস' (১৯৫০) এবং 'সিবিল' (১৯৫৬) লাগের্কভিস্টের অসাধারণ উপন্যাস-ট্রিলজি। অস্বাভাবিক ও জটিল চরিত্রের নিপুণ রূপকার হিসেবে তিনি এতটাই খ্যাতি পান যে এসব ক্ষেত্রে তাকে শেক্সপীয়ার ও ইবসেনের চেয়েও উঁচু মানের শিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৫১-তে লাগের্কভিস্ট নোবেল পান বারাব্বাস উপন্যাসের জন্য।

বারাব্বাস সেই হতভাগ্য, সমাজচ্যুত পতিত ক্রীতদাস–যাকে মুক্তি দিয়ে যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে, তার বাকি জীবন কারাগারের বাইরে কাটলেও শৃংখল ছিল উপেক্ষার, যন্ত্রণার, ঘৃণার। আজো খ্রিষ্ট-বিশ্বাসীরা বারাব্বাসকে 'পাপী' মনে করে। সেই পাপীর জীবনালেখ্যই এ-বই, যা একাধারে অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিহীনতার বিপক্ষে শক্ত দলিল ; নিয়তির সঙ্গে বুদ্ধির অন্ধ-লড়াইয়ের নির্মম, কিন্তু অনুগ্র-কাহিনী।

www.BanglaBook.org

বুলবুল সরওয়ার অনুবাদ শুরু করেন আশির দশকে। তার শিশুতোষ ভাষ্যে ঠাঁই পান তলস্তয় (কতটুকু জমি চাই), ভিকতার হুগো (লা মিজারেবল), হেমিংওয়ে (ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি), আর্থার কোনান ডয়েল (লস্ট ওয়াল্ড) এবং শেক্সপীয়ার (নানা কাহিনী)।

কর্মজীবনে বুলবুল মুগ্ধ হন মীর তকি মীর, মীর্জা গালিবসহ ক্লাসিক উর্দু কবিদের দ্বারা।

রাজিবপুর থানা হেল্‌থ কমপ্লেক্সের হ্যারিকেনের আলোয় আবার তিনি ফিরে আসেন গদ্যে–কুরবান সাঈদের 'আলী অ্যান্ড নিনো' অনুবাদের মাধ্যমে। এরপর প্রকাশিত হয় মুন অভ ইজরাইল (হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড/সেবা) এবং কুয়ো ভাদিস (হেনরী সিংকিবীচ/ঐতিহ্য)। এবার তিনি অনুবাদ করলেন আরো একটি নোবেলজয়ী উপন্যাস–বারাব্বাস।

সরওয়ারের বিষয় নির্বাচন তাৎক্ষণিকতার বাইরে চিরায়ত শান্তির জগত। যে জীবন দেখার বাসনা তাকে ভ্রমণে উৎসাহী করে, তারই অন্বেষণ বোধ হয় অনুবাদেও খোঁজেন তিনি। বৈশ্বিক অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা তার গ্রন্থ নির্বাচনেও ধরা পড়ে।

তিনটি অনুবাদসহ তার এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ষোলো। জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ বুলবুল সরওয়ার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার জন্ম ১৯৬২ এর ২৭ নভেম্বর ; গোপালগঞ্জ।

www.BanglaBook.org

বারাব্বাস

মূল

পার লাগের্কভিস্ট

অনুবাদ

বুলবুল সরওয়ার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঐতিহ্য

বারাব্বাস

মূল : পার লাগের্কভিস্ট

অনুবাদ : বুলবুল সরওয়ার

প্রকাশক

ঐতিহ্য

রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

পৌষ ১৪১৮

জানুয়ারি ২০১২

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

মুদ্রণ

ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য

একশত আশি টাকা

BARABBAS by Par Lagerkvist, Translated by Bulbul Sarwar.

Published by Oitijjhya.

Second Print: January 2012

website: www.oitijjhya.com

Email: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 180.00 US$ 7.00

ISBN 984-776-399-2

The Online Library of Bangla Books

BanglaBook.org

উৎসর্গ

আমার প্রিয় আপাকে

ভূমিকা

মানুষের মাঝে যে অপরিমেয় দুর্জ্ঞেয় শক্তি—তা যে বিদ্যা কিংবা যুক্তির ধার ধারে না—বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুদুটো বিশ্বযুদ্ধ আর সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের পাশাপাশি উত্থান সেই সত্যকেই উজ্জ্বল করে তোলে। সৈনিক রেমার্কের হাতে লিখিত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে যুদ্ধ বিরোধী কথামালা *অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট* থেকে *দ্য রোড ব্যাক* উল্টোদিকে, আলবেয়ার কামুর হাতে *আউটসাইডার* এর মতো জগাখিচুড়ি জীবনের গান। এরই পাশাপাশি, যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমা বিশ্বকে তীব্র স্ববিরোধীতায় নাড়া দিয়ে প্রকাশিত হয় বারাব্বাস—ধর্মানুসারী বিবেককে আষ্টেপৃষ্ঠে আহত করে। এবং বলাই বাহুল্য, অনিবার্য হয়ে ওঠে মননের সংঘর্ষ। ইউরোপিয়ান পাঠক, যারা প্রধানত রোমান চার্চের অনুসারী, লাগের্কভিস্টকে চিহ্নিত করেন প্রথাবিরোধী, ধর্মদ্রোহী, অশ্লীল লেখক হিসেবে। প্রতিরোধে, সত্যিকারের রসজ্ঞ মুক্তমনা সাহিত্য রসবোদ্ধাদের চাপে বইটি পরের বছরই নোবেল জয় করে (১৯৫১)। যে বারাব্বাসকে নিয়তিও ঠাঁই দেয়নি—সেই লড়াকু, একগুঁয়ে এবং শ্রীহীন ক্রীতদাস বিংশ শতাব্দীর মধ্যপ্রান্তে এসে ঈশ্বরের বদলে আত্মসমর্পণ করে অসীম অন্ধকারের কাছে।

এই অত্যাশ্চর্য চরিত্রের স্রষ্টা পার লাগের্কভিস্টকে আধুনিক সুইডিশরা শেক্সপিয়ারের চেয়ে বড়ো কাহিনীকার, গলস্ওয়ার্দির চেয়ে নিপুণ কথক এবং বার্নাড শ'র চেয়ে তুখোড় নাট্যকার মনে করে। কেন তাদের এই শ্রদ্ধার আতিশয্য ? কারণ, লাগের্কভিস্টের রচনা মানুষের মনের বিশ্লেষণ ; যুক্তি বা উচিতের দোহাই নয়। টলস্টয় যে কারণে বাইবেলীয়, মার্ক টোয়েন যে চপলতায় লঘু, রবীন্দ্রনাথ যে ভাবালুতায় ধোঁয়াটে—তার সবগুলো অভাব যেন পূরণ করার পণ করেছিলেন ইংরেজি না জানা এই সুইডিশ লেখক। নোবেল কমিটিও বলছেন, 'ইংরেজিতে লিখলে তিনি যুগের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রচনাকার হিসেবে স্বীকৃত হতেন ; তাঁর নৈতিক মূল্যায়ন হত কার্ল মার্কসের চেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য।' যদিও পুরস্কার প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে লাগের্কভিস্ট নমনীয় কণ্ঠেই উচ্চারণ করেন, 'আমি একজন ধর্মপ্রাণ নাস্তিক—এর বেশি কিছু নই !'

দক্ষিণ সুইডেনের এক রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে এই মহান শিল্পীর জন্ম ১৮৯১ এর ২৩ মে। একুশ বছরেই উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে তিনি প্যারিসে পাড়ি জমান এবং জড়িয়ে পড়েন সমকালীন শিল্প আন্দোলন

এক্সপ্রেশনিজমে। প্রথম জীবনে কবি, এরপর ঔপন্যাসিক এবং শেষে সমালোচনায় খ্যাতি এলেও তার প্রধান রচনা ছিল নাটক। নিরাসক্তি এবং নৈর্ব্যক্তিকতা প্রকাশে পৃথিবীর খুব কম লেখকই লাগের্কভিস্টের মতো জটিল ও অস্বাভাবিক চরিত্র নিয়ে কাজ করেছেন। 'যেন অচেনা মানুষের কারিগর করেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল ; তাই বিতর্ক কখনো ছেড়ে যায়নি, পর করেনি বিরোধী শিবির।' নিজেই কবুল করেছেন বারবার ।

যিশুর সংক্ষিপ্ত জীবন, ক্রুশে আত্মত্যাগ, পুনর্জন্ম এবং 'পৃথিবীর রাজা' হবার খ্রিষ্টীয় চেতনার সাথে পরিচিত আধুনিক মনন যেসব অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য দেখে প্রশ্ন তোলেন, সেসব দ্রোহী ধারণাকে এক সুতায় গাঁথা মালার নামই যেন *বারাব্বাস*। যারা আধুনিক হয়েও ভীরু, দাম্ভিক হয়েও কাপুরুষ, শিক্ষিত হয়েও মিথ্যাচারী—বারাব্বাস তাদের সামনে নিয়তির অন্ধ আক্রোশে বলি হওয়া এক সাহসের আইকন—কোনো বিশ্বাস, প্রথা কিংবা অনাগত স্বর্গ যাকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়নি। বারাব্বাসের মৃত্যু হয়েছে, যেভাবে সকল সাধারণ জীবনের ইতি হয়, কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্যে অলৌকিক ভাবাবেগ আরোপ করেননি লেখক। সমালোচকরা বলতে বাধ্য হয়েছেন, এ যেন ধর্মের উপস্থাপনার আড়ালে নাস্তিকতার স্বয়ং প্রকাশ আদমের অনিবার্য সহযাত্রী হিসেবে ইবলিশের উপস্থিতি। এই দ্বৈততা—খ্রিষ্টের সহযাত্রী হয়েও তার ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার ধৃষ্টতা—লাগের্কভিস্টের দুর্লভ রচনাশৈলীর বলিষ্ঠ প্রমাণ ; যা নাস্তিকতা না হয়েও প্রতিবাদ এবং স্বাধীন মানব চিত্তের চিরায়ত বিদ্রোহের দলিল।

বিশ্ব সাহিত্যে যেসব বই ক্ষুদ্র আয়তন নিয়েও বিশাল পাঠক গোষ্ঠীকে আলোড়িত করতে পেরেছে— *সিদ্ধার্থ* কিংবা *ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি*—তাদেরই স্বগোত্রীয় বারাব্বাস। আধুনিক মানুষের আত্মার সংকট এবং ধর্ম ধর্মহীনতার লড়াইয়ে এ এক দুধারী তলোয়ার: প্রতীকে-যুক্তিতে-সত্যে সমুজ্জ্বল হয়েও নিরাভরণ চাবুকের আন্দোলনের মতো তীব্র হয়েও অ-নাটুকে। আত্মজিজ্ঞাসা, কিংবা যে আকুতি মানুষকে মোক্ষে পৌঁছায়, বারাব্বাস সেই সব অনিসন্ধিৎসু আত্মার কাছে চিরকালীন কুহেলী শক্তির আধার।

***

এ বই আমি কেন অনুবাদ করতে প্ররোচিত হয়েছি, তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। হয়ত আমার শৈশবের রঙ্গমঞ্চ, যার বেশির ভাগ দৃশ্য হিন্দু-খ্রিষ্টান সমাজের গীতিকাব্য কিংবা আমার তরুণ বয়সের অতি আবেগ, যা আমাকে 'জিহাদের' স্রোতে ভাসিয়ে নিতে চেয়েছিল ; না হয় আমার নিয়তি—যা আমাকে যুক্তিহীনভাবে হাঁটিয়েছে *আলী ও নিনো* এবং *মুন অভ ইজরাইল* কিংবা *কুয়ো ভাদিস*-এর পথে। এর কোনটি বিধিলিপি, আর কোনটি প্রভাব, যা আমাকে

বারাব্বাসের ভেতরে টেনে নিয়েছে—সেই অনিশ্চিত কারণ খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত যা দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি—তা হল বর্তমান বিশ্বে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস। পরিণতিতে, একথাই আজ আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, অদৃশ্য শূন্যে কোনো ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, বুকের ভেতরে সত্যের অনুপস্থিতিই অধর্ম। সেই 'সত্তা'কে ঘুমিয়ে পড়তে না দেয়াই আমার কাজ—সাহিত্যচর্চা কিংবা বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ।

শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বারাব্বাস অনুবাদ করেছিলেন বহু আগে তার সুকর্ম থেকে সাহায্য না নিয়ে পারিনি। সহায়তা দিয়েছেন নোবেল কমিটির কালচারাল বিভাগ মার্কিন প্রবাসী বন্ধু শামীমুল হক খান এবং আমার স্ত্রী দিলরুবা মনোয়ার। ওমর মুখতার খ্যাত অভিনেতা এন্থনী কুইনের (বারাব্বাসে) অনবদ্য অভিনয় দেখেও প্রেরণা পেয়েছি অনুবাদে। সর্বোপরি ছিল *ঐতিহ্যের* স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইমের প্রাণময় উৎসাহ। এঁদের সকলের কাছেই আমার অপরিশোধ্য ঋণ।

লেখা কেমন হল, তা এই মোবাইল ইন্টারনেটের যুগেও কেউ জানাতে চায় না কেন, সেটা আমার কাছে রহস্য। তবু অপেক্ষা করে থাকি, যদি কারো ফিসফিসানি শোনা যায় যদি পিওন এসে বলে, আপনার চিঠি এসেছে ! (বারাব্বাসেরও কোনো বন্ধু ছিল না ; কিন্তু বইটি শেষ করার পর, বিশ্বাস করি, আপনিও সেটা অস্বীকার করবেন। কেউ না কেউ অবশ্যই আছে দূরে কিংবা সুদূরে)। প্রেম ও শান্তির সেই প্রতীক্ষাই তো জীবন—সে আলো হোক কিংবা অন্ধকার !

স্কুল অফ সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫।

বুলবুল সরওয়ার
১৪/০৯/২০০৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

কীভাবে তাদের ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কারা তার চারপাশে এসে সমবেত হয়েছিল, সবাই তা জানে। দাঁড়িয়েছিল মা মেরি, মেরি মাগদালেন, ভেরোনিকা, সিরিনের সাইমন আর এরিমিথিয়ার যোশেফ। সাইমন ক্রুশটিকে বহন করে এনেছিল ; যোশেফ তার শবদেহকে আচ্ছাদিত করেছিল।

ঢালু প্রান্তরের আরেকটু নিচে, আরো একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির উপরেই তার দৃষ্টি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে তার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে আসছে। লোকটির নাম বারাব্বাস।

তার বয়স তিরিশ। শক্তসমর্থ চেহারা। গায়ের রং ফ্যাকাশে। লালচে দাড়ি ; ঘন কালো চুল। ভুরু ঢাকা চোখ এমনভাবে গর্তে বসা—মনে হয়, আত্মগোপন করতে চাচ্ছে। চোখের নিচেই গভীর ক্ষতচিহ্ন। যদিও দাড়িতে ঢাকা পড়ে সেটি প্রায় দেখাই যায় না।

প্রাসাদের গেট থেকে সারা পথ লোকটাকে অনুসরণ করে এসেছে সে। তবে জনতার ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দেয়নি। ক্রুশবাহী লোকটি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। নইলে ক্রুশটি তারই উপর এসে পড়ত। বাকি পথ ক্রুশ বহন করে নিয়ে এসেছে সাইমন।

রোমান সৈন্যগুলোকে বাদ দিলে জনতার মধ্যে বেশির ভাগই পুরুষ। বদমাশ একদল ছেলেও জুটে গেছে। কাউকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলেই এরা জুটে যায়। আমোদ পায়। আজ ছেলেগুলোও খুব বেশি দূর আসেনি। যাবার আগে লোকটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছে তারা। সেই লোকটি—যার ঠিক চোখের নিচেই গভীর কাটা দাগ।

মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার শক্তি তার নেই। সত্যি বলতে কী, সে এখানে আসতেই চায়নি জায়গাটাকে অপবিত্র মনে করে সে। বারাব্বাসের ধারণা, কেউ এখানে এলে তার

BanglaBook.org

আত্মার খানিকটা এখানেই থেকে যায়। সর্বত্র মড়ার খুলি, হাড়গোড়, আর ভাঙা ক্রুশের ছড়াছড়ি। ক্রুশগুলোকে কেউ ছোঁয় না বলেই পড়ে থাকে। সে ই এসে দাঁড়িয়েছে কেন ? ওই লোকটিকে তো সে চেনে না। চেনার দরকারও নেই। তবু সে এখানে এসেছে কেন ?

মুমূর্ষু লোকটির দিকে সে তাকিয়ে দেখল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে আছে। শীর্ণ শরীর। হাত দুখানি কমনীয়। কখনো পরিশ্রমসাধ্য কোনো কাজ করেছে বলেও মনে হয় না। চিবুকে হালকা একগুচ্ছ দাড়ি। শিশুর মতো লোমহীন বুক। লোকটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে দেখামাত্রই বারাব্বাসের মনে হয়েছিল, কী একটা রহস্য যেন লোকটাকে ঘিরে আছে। রহস্যটা ঠিক কী, তা সে ধরতে পারেনি। হয়ত, অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টি তার ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটির মাথার চারদিকে আশ্চর্য আলোক ছটা। বারাব্বাস হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে বাধ্য হয়েছিল। খানিক বাদে সেই আলোক চক্র মিলিয়ে গেল। বারাব্বাসের দৃষ্টি ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। লোকটি যে রহস্যময়, এ অনুভূতি তার এখনো কাটেনি। আর পাঁচজনের মতো নয় এ লোক। সে যে বন্দি, তাকেও যে বারাব্বাসের মতো মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, তা যেন ভাবাই যায় না। ব্যাপারটা কেন ঘটল, তা সে বুঝতেও পারছে না। না বুঝলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তার অবাক লাগল, এমন শান্ত লোককে কেউ মৃত্যুদণ্ড দেয় ? লোকটি যে নির্দোষ, দেখেই তো তা বলে দেয়া যায়।

...লোকটিকে ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হল আর বারাব্বাসের শৃঙ্খল খুলে বলা হল, তোকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এতে তার কোনো হাত ছিল না ।

আগের বিচারে দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তারপর সাবাথ ডে'র মুক্তি প্রথায় দাবি উঠল যে একজনকে ছেড়ে দেয়া হোক। তাকেই যে ছেড়ে দেয়া হবে, বারাব্বাস তা ভাবতেও পারেনি। প্রহরীরা এসে তার শিকল খুলে দিয়ে বলল, যা ভাগ্ তুই মুক্ত। অন্য লোকটির পিঠে ক্রুশ চাপিয়ে চাবুক উঁচিয়ে হাটতে বলা হল

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে ছিল বারাব্বাস। সৈন্যরা তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্জন করে উঠল, হাঁ করে দেখছিস কী ? যা, পালা !

সিঁড়ি বেয়ে, জনতার ভিড় ঠেলে, বাইরে বেরিয়ে এল সে। লোকটি ক্রুশ বহন করে অগ্রসর হচ্ছে। বারাব্বাস তাকে অনুসরণ করতে লাগল। কেন, সে জানে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ওর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখছে !

ক্রুশের চারপাশে যারা সমবেত হয়েছে, স্বেচ্ছায় এসেছে ওরা। কিন্তু এই অপবিত্র জায়গাটায় না এলেও ওরা পারত কে ওদের আসতে বাধ্য করেছে ? লোকটার ওরা কে ? আত্মীয়বান্ধব ? এতগুলো ? দেখে তো মনে হয় না।

BanglaBook.org

বধ্যভূমিতে এসেও ওদের যেন ক্ষোভ নেই। বারাব্বাস অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

উনি বোধহয় মা। লোকটার সঙ্গে চেহারার মিল নেই। শুধু মা'র কেন, কারুরই মিল নেই ওর সঙ্গে। মার চেহারা চাষীমেয়ের মতো। বিষণ্ন এবং কঠিন। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সারাক্ষণ অশ্রু মুছছেন। কাঁদছেন কিন্তু নিঃশব্দে। অন্যরাও শোক বিহ্বল। কিন্তু মা'র শোক অন্যরকম। অন্যরাও তাকিয়ে আছে ; কিন্তু মা তাকিয়ে আছেন অন্যভাবে। উনিই যে মা, তার ব্যতিক্রমী শোক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার কষ্টই সব থেকে বেশি। চোখে তার ভর্ৎসনাও ফুটে উঠেছে। ছেলেকে যতই ভালোমানুষের মতো লাগুক, নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছে। গুরুতর কোনো অপরাধ। নইলে প্রাণদণ্ড হবে কেন ? মার হয়ত ধারণা, ছেলে নির্দোষ। সব মা-ই তাই মনে করে। ছেলে শত অপরাধ করুক, সে অপরাধকে তারা অপরাধ গণ্য করে না। তবুও মৃত্যুদণ্ডের শোকে তিনি বদলেছেন ; চোখের ভর্ৎসনা লুকাতে পারেননি।

বারাব্বাসের মা নেই বাবাও না বাবা-মার কথা সে শোনেওনি কোনোদিন। তার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলে কেউ অশ্রু ফেলত না। অথচ ওর আত্মীয়-বান্ধবেরা সারাক্ষণ বুক চাপড়াচ্ছে ; কাঁদছে। নিঃশব্দ কিন্তু অবিরাম সে কান্না।

ডানদিকের ক্রুশটিতে যাকে বিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তাকে চেনে। সে-ও ওকে দেখছে। কী ভাবছে ও, কে জানে। হয়ত ভাবছে, বারাব্বাস ওর যন্ত্রণা উপভোগ করতে এসেছে। ভাবলে ভাবুক। ওর শাস্তিতে বারাব্বাস খুশি হয়েছে। তবে না, ওসব ভেবে সে আসেনি। কিন্তু কেন এসেছে সে ?

মাঝখানের লোকটির দিকে সে আর তাকাচ্ছে না। ওর জন্যেই এসেছে সে। কী যেন একটা আকর্ষণ আছে। সেই জাদুই বারাব্বাসকে বধ্যভূমিতে টেনে এনেছে। কী সেই ক্ষমতা ? দেখে তো মনে হচ্ছে, ভারি দুর্বল। পাশাপাশি তিনজন ক্রুশবিদ্ধ লোকের মধ্যে ওর যন্ত্রণাই তো বেশি দেখা যাচ্ছে। অন্য দুজনও কষ্ট পাচ্ছে, তবে অতটা নয়। মাঝের লোকটির থেকে তারা ঢের শক্তিমান। ঘাড় খাড়া করে রাখার শক্তিও ওর নেই। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে।...

অতি কষ্টে মুখ তুলে চাইল সে ! হাড় জিরজিরে লোমহীন বুক। শ্বাস টানতেও ভারি কষ্ট হচ্ছে। শুকনো ঠোঁটে জিভটাকে বুলিয়ে নিল কয়েকবার। তারপর গোঙাতে লাগল। কী যেন বলতে চায়। তেষ্টা পেয়েছে বোধহয়।

গড়ানো ঢালু জমির নিচের দিকে সান্ত্রীরা পাশা খেলছে।... সৈন্যরা মহা বিরক্ত। লোকগুলো মরতে বড়ো সময় নেয় যতক্ষণ বেঁচে আছে, পাহারা দিতে হবে। পাশা খেলে এই বাজে অপেক্ষা ভুলে থাকতে চায় তারা।... তেষ্টায় লোকটা গোঙাচ্ছে। সান্ত্রীদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ; তারা নির্বিকার। আত্মীয়দের মধ্যে

BanglaBook.org

কে একজন এগিয়ে এসে পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে লাঠির ডগায় করে পুঁটলিটাকে এগিয়ে দিল। বিস্বাদ নোংরা পানি। লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখে প্রহরীরা হেসে উঠল।

বীভৎস যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছে লোকটা। চোখে নিরুপায় চরম নৈরাশ্যের দৃষ্টি তার। আর দেরি নেই ; মৃত্যু আসন্ন আত্মীয়বন্ধুরা তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছে। যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু আসে, বারাব্বাস ভাবল, ততই ভালো এই যন্ত্রণা ওকে সহ্য আর করতে হয় না। মৃত্যু আসুক। মৃত্যু এলে বারাব্বাস আর দাঁড়িয়ে থাকবে না ; চলে যাবে এ নিয়ে সে চিন্তাও করবে না কোনোদিন

পাহাড়ের উপর হঠাৎ যেন অন্ধকার নেমে এল। সূর্য ডুবে গেল নাকি ? ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির আর্ত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল: ঈশ্বর ! তুমি আমায় ত্যাগ করলে কেন ?

মৃত্যুপথযাত্রীর কণ্ঠ বড়ো করুণ।

কথাটার মানে কী ? আর এই ভর দুপুরেই চারদিক অন্ধকার কেন ? বারাব্বাস কোনোটারই কারণ খুঁজে পেল না।

পাশাপাশি তিনটি ক্রুশ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তেই যে বিপদ এগিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। ভয়ঙ্কর বিপদ ! সান্ত্রীরা লাফিয়ে উঠে দৃঢ়মুষ্টিতে তাদের অস্ত্র আঁকড়ে ধরল। ওই অস্ত্রই তাদের সম্বল। বর্শা হাতে তারা ফিসফাস কথা কইতে লাগল নিজেদের মধ্যে। তীব্র ভয় পেয়েছে ওরা আগের সেই হাসির চিহ্নমাত্রও নেই। সংস্কারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে ওদের প্রশিক্ষণ ; ওদের দম্ভ !

বারাব্বাসও ভয় পেয়েছে। আলোর চিহ্ন ফুটে উঠতেই সে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল চতুর্দিকে খুব ধীরে ধীরে আলো ফুটছে যেন ভোর হল। পাহাড়ের উপরে, অলিভ গাছের পাতায় পাতায় আলোর ছোঁয়া লাগল। স্তব্ধ পাখিরা ফের গান গেয়ে উঠল। হতভম্ব বারাব্বাস সব দেখতে লাগল।

লোকটি মারা গেছে।

আত্মীয়-বন্ধুরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কান্না নয়, বিলাপ নয় ক্রুশবিদ্ধ লোকটির দিকে তারা অপলকে তাকিয়ে আছে। সান্ত্রীরাও স্তম্ভিত। কারুর মুখেই কথা নেই।

বারাব্বাসের এবার ছুটি ! যেখানে খুশি সে চলে যেতে পারে যা হবার হয়ে গেছে। সূর্য উঠেছে। সবকিছু আগের মতোই স্বাভাবিক।

তার আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। থাকার মানেও হয় না। যাবার আগে সে দেখল, ক্রুশ থেকে দেহটিকে ওরা নামিয়ে এনেছে। দুজনে সেই দেহের উপরে সাদা কাপড় বিছিয়ে দিল। তারপর শবদেহটিকে সযত্নে বহন করে চলল বাকিরা

BanglaBook.org

লোকটিকে ওরা আলতো হাতে ধরেছে, যেন ব্যথা না লাগে। বারাব্বাসের অবাক লাগল। লোকটি তো মরে গেছে, তবু এত সতর্কতা কেন ? এরা সব আশ্চর্য মানুষ ! মার চোখে পানি নেই। ছেলের মৃতদেহের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। তার বাদামি কঠিন মুখে যত দুঃখ, তার চাইতে বেশি কষ্ট যেন হৃদয়ে। তিনি নির্বাক হয়ে হাঁটছেন। কোনো কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না।

শোকার্ত মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। পুরুষরা বহন করছে শব দেহ ; মেয়েরা পিছু পিছু হাঁটছে। একটি মেয়ে যেন কী বলল মাকে, তারপর আঙুল তুলে বারাব্বাসকে দেখিয়ে দিল। চলতে চলতেই মা ফিরে তাকালেন। দুঃখ আর ভর্ৎসনা যেন তার দুই চোখে এসে ভর করেছে। সে দৃষ্টি ভুলবার নয়।

মিছিল এগিয়ে চলল। সামনেই গলগথা সড়ক। সেখানে এসে বাঁ দিকে মোড় নিল তারা।

পিছন পিছন এগিয়ে চলছে বারাব্বাস। মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। খানিক এগিয়েই উদ্যান। পাহাড়ের গা কেটে কবর বানানো হয়েছে। মৃতদেহটিকে সেই গহ্বরের মধ্যে নামিয়ে সবাই প্রার্থনা করল। তারপর বিরাট একখণ্ড পাথর দিয়ে গহ্বরের মুখ বন্ধ করে চলে গেল সবাই।

বারাব্বাস সমাধি ভূমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে পাপী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করেনি। তার প্রার্থনা কেউ গ্রহণ করবে না। তাছাড়া মৃত লোকটিকে সে চেনেও না। একটা অচেনা লোকের জন্যে সে প্রার্থনা জানাবে কেন ? নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর জেরুজালেমের দিকে রওনা হল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

গেট অব ডেভিড থেকে খানিকটা এগোতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটি তার চেনা। উপরকার ঠোঁটটি ঈষৎ চেরা। রাস্তার পাশে একটা বাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। প্রথমটায় এমন ভাব দেখাল যেন বারাব্বাসকে দেখতেই পায়নি। তার অবজ্ঞা বারাব্বাসের চোখ এড়াল না। বুঝল, মেয়েটি তাকে আশা করেনি। সে হয়ত ভেবেছে, বারাব্বাস মরে গেছে।

দুজনে দুজনের কাছে গিয়ে পৌঁছল। অথচ এর দরকার ছিল না। তার সঙ্গে কথা বলতে যাবারও দরকার ছিল না বারাব্বাসের। নিজের আচরণে সে নিজেই অবাক। মেয়েটিও বিস্মিত। মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে সে। চাউনিটা লাজুক।

কী যে তারা চায়, কেউই খুলে বলল না। গিলগল থেকে কোনো খবর এসেছে কিনা, বারাব্বাস শুধু এটুকু জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি জবাব দিল সংক্ষেপে। তার কথাগুলো খানিকটা জড়ানো এভাবেই ও কথা বলে। বারাব্বাসকে বলল সে, আপাতত কোথাও যাচ্ছে না।

আজকাল থাক কোথায় ?

মেয়েটি জবাব দিল না। পোশাক তার শতছিন্ন, অনাবৃত পা ধূলিধূসর। কথা আর জমল না। পাশাপাশি নীরবে পথ চলতে লাগল তারা।

রাস্তার ধারেই একটি বাড়ির দরজা খোলা। ভিতর থেকে হুল্লোড়ের শব্দ আসছে। বাড়িটাকে তখনো তারা ছাড়িয়ে যায়নি। স্থূলাঙ্গিনী একটি মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল। চেঁচিয়ে ডাকল বারাব্বাসকে। মদ খেয়ে পাগলের মতো হাত পা ছুড়ছে। বোঝা গেল, বারাব্বাসকে দেখে খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছে সে। ঝামেলা না বাড়িয়ে বারাব্বাস যদি ভিতরে এসে ঢোক, শাসিয়ে বলল সে, তাহলেই আমি শান্ত হব।

সঙ্গে একটি মেয়ে থাকা বারাব্বাস ইতস্তত করতে লাগল। মেয়েটি দুজনকেই ধরে ভিতরে নিয়ে গেল।

BanglaBook.org

দুটি পুরুষ আর তিনটা মেয়ে বসে জটলা করছে বারাব্বাসকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল তারা। জায়গাটা ঈষৎ অন্ধকার বারাব্বাস সবাইকে দেখতে পায়নি প্রথমে। অন্ধকারটা সয়ে আসতেই ঘরের চেহারা ফুটে উঠল তার চোখে।

টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে সবাই। বারাব্বাসকে আদর করে কাছে বসাল তারা। একই সঙ্গে সবাই কথা বলতে শুরু করায় কারুর কথাই বোঝা যাচ্ছে না এটুকু শুধু বোঝা গেল যে তারা খুব খুশি বারাব্বাসের সামনে মদের পাত্র এগিয়ে দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করল সবাই বারাব্বাসকে যে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং তার জায়গায় যে আর একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, এটিই তাদের আনন্দের কারণ সেই আনন্দের তোড়ে তারা উচ্ছল যে যার পাত্রে মদ ঢেলে নিল আবার। বন্ধুদের ধারণা, বারাব্বাস খুব ভাগ্যবান পুরুষ ; তাকে স্পর্শ করলেই কপাল খুলে যাবে একটি মেয়ের আর তর সইল না। বারাব্বাসের জামার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সে তার রোমশ বক্ষ স্পর্শ করল। মোটা মেয়েটি সশব্দে হেসে উঠল।

চুপচাপ মদ পান করছে বারাব্বাস। অদ্ভুত এক শূন্যতা আশ্রয় করেছে তাকে। দৃষ্টি সামনের দিকে কিন্তু মুখে কথা নেই। গাঢ় বাদামি গর্তে বসা চোখ দেখে মনে হয়, আত্মগোপন করতে চাইছে সে দুটো। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সে। সবাই অবাক। তবে মাঝে মাঝেই তার এরকম ভাবান্তর হয়। বন্ধুরা জানে।

পানপাত্র নিঃশেষ হতেই মেয়েরা সেটি পূর্ণ করে দিচ্ছে। চুপচাপ সে মদ খেয়ে যেতে লাগল।

বন্ধুরা আর স্থির থাকতে পারল না। কী হয়েছে ? অমন গুম হয়ে বসে আছ কেন ?

স্থূলাঙ্গি মেয়েটি তাদের নিরস্ত করল। দু হাতে সে বারাব্বাসের কণ্ঠ বেষ্টন করে দাঁড়াল। তারপর বন্ধুবান্ধবদের দিকে তাকিয়ে বলল, বারাব্বাসের স্তব্ধতায় অবাক হবার কারণ নেই। দীর্ঘদিন সে বন্দি ; মারা গিয়েছিল বললেই চলে। যাকে একবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, মৃত্যুকে সে নিশ্চিত জানে। তারপর যদি তাকে মুক্তিও দেয়া হয়, সে আর স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না বারাব্বাসেরও স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

তার কথায় সবাই হেসে উঠল মেয়েটি রাগ সামলাতে না পেরে সাফ জানিয়ে দিল, ফের যদি তারা ওরকম হাসে তো বারাব্বাস আর তার সঙ্গের মেয়েটিকে ছাড়া সবাইকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। নতুন মেয়েটিকে যদিও সে চেনে না, তবু তাকে তার ভালোই লেগেছে। মেয়েটিকে একটু বোকা বোকা মনে হলেও তার ভালো লেগেছে।

লোক দুটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল মেয়েটির হুমকি শুনে তারা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির তোড়টা একটু থিতিয়ে আসার পর ফিসফাস কথা শুরু হল

BanglaBook.org

আবার। বারাব্বাসকে তারা জানাল, আজ রাতেই পাহাড়ে ফিরে যাবে তারা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরেই রওনা হবে। ভেড়া বলি দিতে এসেছিল জেরুজালেমে। ভেড়াটির খুঁত থাকায় সেটিকে বিক্রি করে তার জায়গায় দুটি পায়রা বলি দিয়ে এসেছে। পকেটে আরো কিছু পয়সা আছে ; তাই ফুর্তি করতে আসা। বারাব্বাসকে নতুন আস্তানার ঠিকানা দিয়ে তারা বলল, জায়গাটা চিনতে পেরেছ ? যাবে তো সেখানে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল বারাব্বাস ; দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিল না

বারাব্বাসের জায়গায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে. একটি মেয়ে তার সম্পর্কে বলতে শুরু করল... তাকে একদিন দেখেছি। সবাই বলাবলি করছিল, লোকটা নাকি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়ায় কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে নাকি।

সে তো অনেকেই করে, তাতে সমস্যা কী ?

লোকটা নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো অপরাধ করেছে। নইলে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হত না।

লোকটার চেহারাও আমার মনে আছে একেবারে অস্থিচর্মসার।

অন্য একটি মেয়ে বলল, লোকটাকে আমি দেখিনি, তবে তার অনেক গল্প শুনেছি। সে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, এখানকার মন্দির একদিন ধসে পড়বে। বিরাট ভূমিকম্পে জেরুজালেম ধ্বংস হবে। শুধু তাই না, খুব বড়ো অগ্নিকাণ্ডে আকাশ আর পৃথিবীও ভস্ম হবে। বদ্ধ পাগল আর কী ! পাগলামির জন্যেই ক্রুশবিদ্ধ করা হল লোকটাকে।

আর একজন বলল, লোকটা গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করত প্রায়ই তাদের বলত যে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবে। শুধু গরিব নয়, বেশ্যারাও নাকি স্বর্গলাভ করবে ; কথা শোন ! হাসতে হাসতে সবাই গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বারাব্বাস এতক্ষণ তাদের কথা শুনে যাচ্ছিল তার ভাবালুতা একটু একটু কেটে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াতেই মোটা মেয়েটি তার গলা জড়িয়ে ধরে জোর করে বসিয়ে বলল, ক্রুশবিদ্ধ লোকটি কে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই যেই হোক, মরে এতক্ষণে কাঠ হয়েছে। তার বদলে বারাব্বাস যে মুক্তিলাভ করেছে, এতেই সে সুখী খুব সুখী।

বারাব্বাসের ঠোঁট কাটা সঙ্গিনী এতক্ষণ জবুথবু বসেছিল। আলাপ-আলোচনায় তার তেমন উৎসাহ নেই আসলে চাপা উত্তেজনা নিয়ে সে মৃত লোকটির বর্ণনা শুনে গেছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখে তাকিয়ে রইল সঙ্গীর দিকে সারা মুখ তার ভয়ে সাদা। চাপা ফ্যাসফেসে গলায় সে চিৎকার করে উঠল, বারাব্বাস ! তুমি বারাব্বাস ?

BanglaBook.org

তেমন আশ্চর্য কিছু নয় বারাব্বাসকে সে তার নাম ধরে সম্বোধন করেছে মাত্র ! কিন্তু অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন ?

সবাই বুঝল, বারাব্বাস অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। দৃষ্টি তার অস্থির ; যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে ঘটুক, তাদের তো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। তাছাড়া, বন্ধু হিসেবে বারাব্বাস চমৎকার যদিও একটু খামখেয়ালি। সব সময় ওকে ঠিক বোঝা যায় না

মেয়েটি আবার জড়সড় হয়ে বসেছে তবে দৃষ্টি তার বারাব্বাসের উপরেই নিবদ্ধ চোখ দুটিতে আগুন

মোটা মেয়েটি উঠে গিয়ে বারাব্বাসের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এল শয়তানরা ওকে না খাইয়েই রেখেছে বারাব্বাসের সামনে খাবারের থালাটা এগিয়ে দিল সে সামান্য রুটি, নুন আর এক টুকরা শুকনো মাংস। বারাব্বাস অল্প কিছু মুখে দিয়ে বাকিটা সঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটি পশুর মতো গোগ্রাসে খেতে শুরু করল তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল

বন্ধুরা স্তম্ভিত মেয়েটা কে ?

বারাব্বাস কোনো জবাব দিল না নিজের ব্যাপারে সে বরাবরই চাপা। বন্ধুরা তা জানে তারাও চুপ করে থাকল

বারাব্বাস মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করত, বলছিলে না ? কী রকম অদ্ভুত কাণ্ড ? আর সে প্রচারই করত কী ?

মেয়েরা বলল, লোকটা অসুস্থ লোকদের সারিয়ে তুলত। ভূতপ্রেত তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল তার শোনা যায়, মরা মানুষকেও সে বাঁচিয়ে তুলেছে। তবে কথাগুলো কদ্দুর সত্যি, তা তারা জানে না সম্ভবত সত্যি নয়। তার প্রচারণা সম্পর্কেও তাদের ধারণা নেই। কে একজন এ সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছে। গল্পটা নাকি ওই লোকটাই ছড়িয়েছে বিয়ে না কী উপলক্ষে কে একজন বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে। কিন্তু কেউই নাকি তার বাড়িতে ভোজ খেতে আসেনি এত খাবার নষ্ট হয়ে যাবে ? উপায় না দেখে লোকটা রাস্তা থেকে সব গরিব-দুঃখীদের জুটিয়ে আনল ঈশ্বর তাতে খুব চটে গিয়েছিলেন তা না, তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন বোধ হয় ! আসল কথা... কী যে হয়েছিল, তা এখন আর মনে নেই।

বারাব্বাস চুপচাপ ব্যাপারটা অদ্ভুত। অন্য মেয়েটি যখন বলল যে লোকটা নিজেকে এই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা মনে করত, তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না চুপচাপ সে তার দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল ; গভীর সমস্যায় সে ডুবে গেছে আপনমনেই সে বলল, ত্রাণকর্তা ? না না, নিশ্চয়ই নয় !

BanglaBook.org

এক বন্ধুও সায় দিয়ে বলল, ত্রাণকর্তা হলে তার বদলে সান্ত্রীরাই মারা পড়ত। ত্রাণকর্তা যে কাকে বলে, তা সে খুব ভালো জানে

ঠিক। আর একজনও সায় দিয়ে বলল, সেক্ষেত্রে ক্রুশ থেকে নেমে এসে উল্টো সবাইকে হত্যা করত সে।

ঠিক বলেছ। ত্রাণকর্তাকে কি আর ক্রুশে মারা যায় ? যত সব উদ্ভট কথা !

চিবুকে হাত রেখে চুপ করে বসে রইল বারাব্বাস দৃষ্টি তার মাটির উপরে নিবদ্ধ। না, ত্রাণকর্তা নয় সে অসম্ভব।

ও হে বারাব্বাস, বিড়বিড় না করে একপাত্র খেয়ে নাও দেখি। এক বন্ধু পাঁজরে খোঁচা মারল তার রসিকতা বারাব্বাস গায়ে মাখল না মদের ভাড় শেষ করে মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। মেয়েরা আবার সেটাকে ভরে দিল। আবার তা শেষ হল নেশা ধরে গিয়েছে বারাব্বাসের, তবে তার ভাবান্তর এখনো কাটেনি।

লোকটা আর একটা খোঁচা দিয়ে বলল, ওসব ভাবনা চিন্তা রাখ ; মদ খেয়ে একটু চাঙা হয়ে নাও। কোথায় এতক্ষণ ক্রুশের উপরে ঝুলে মরতে, তার বদলে দিব্যি ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে ফুর্তি করছ। নাকি এতেও শান্তি নেই ? আসল কথা হচ্ছে, বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছ।

আস্তে বলল সে, তাতে আর সন্দেহ কী !

দুই চক্ষুর মধ্যে তার যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব ছড়িয়েছিল, ধীরে ধীরে তা মুছে আসতে লাগল। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। মদ্যপানের ফাঁকে এটা-ওটা কথা বলতে বলতে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসল বারাব্বাস, সূর্যের আলো নিভে হঠাৎ অমন অন্ধকার হয়ে গেল কেন ?

কিসের অন্ধকার ? বন্ধুরা অবাক হয়ে বলল, কই ? কখন ?

সে কি ! দুপুর বেলা সব যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তোমরা লক্ষ করনি ?

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

বিস্মিত বারাব্বাস এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বন্ধুরা স্পষ্ট বলল, কোথাও তারা অন্ধকার দেখতে পায়নি। শুধু তারা কেন, জেরুজালেমের যে কোনো লোককে বারাব্বাস জিজ্ঞেস করে দেখুক, সবাই একই উত্তর দেবে। তার কি সত্যিই মনে হয়েছিল যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে ? ভর দুপুরেই ? কী আশ্চর্য ! দীর্ঘদিন অন্ধকূপে বন্দি হয়ে থাকায় অমন মনে হয়েছে তার।

মোটা মেয়েটিও সায় দিয়ে বলল, কারাগার থেকে আচমকা বাইরে এসেছে বলেই সূর্যের আলোতে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক নয় কি ?

বারাব্বাস তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখে তার সংশয় সংশয়টা ধীরে ধীরে নিভে আসতেই যেন সে সোজা হয়ে বসতে পারল হাত বাড়িয়ে মদের পাত্র কাছে টেনে চুমুকেই নিঃশেষ করে সামনে এগিয়ে ধরল। তার এখন আরো মদ চাই ; আরো।

BanglaBook.org

সকলেই পানোন্মত্ত। বারাব্বাসও। এতক্ষণে নেশা জমে উঠেছে। এ নেশাটা অন্যরকমের। আগে যেমন মদ্যপান করত, এখনো করছে বিষণ্ন ভাবও আর নেই। খুব বেশি কথা বলছে না, কিন্তু বলতে চাইছে কারারুদ্ধ অবস্থায় কী দুঃখে তার দিন কাটত ! যন্ত্রণায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে গেল ! অবাক কাণ্ড একবার ধরার পর কাউকে কি ওরা ছেড়ে দেয় ? নেহাত কপাল ভালো, তাই ছাড়া পেয়েছে। যে লোকটাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তার জায়গায় অবশ্য একজনকে ছেড়ে দেবারই নিয়ম কিন্তু সে একজন যে বারাব্বাসই হবে, তা কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল ? ভাগ্যই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে

বন্ধুরা যখন আনন্দে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে চতুর্দিকে হুল্লোড় করতে লাগল তার আর কুণ্ঠা রইল না। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করে চলল যত নেশা, তত আনন্দ ; যত আনন্দ, তত উন্মাদনা

***

গরম পড়েছে। গাত্রাবাস খুলে ফেলে সে মাটির উপরে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পাশের মেয়েটিকে জড়িয়ে নিল। মেয়েটি হেসে বারাব্বাসের কণ্ঠ আলিঙ্গন করল। মোটা মেয়েটি তাকে সরিয়ে বলল, হ্যাঁ, এতক্ষণে তুমি ধাতস্থ হয়েছ সুস্থ হয়েছ দীর্ঘ বন্দি জীবনে তোমার মন অবসন্ন হয়েছিল। এতক্ষণে অবসাদ কাটল।

বারাব্বাসের সারা মুখ সে চুমুতে ভরে দিল আদর করে তার লালচে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে লাগল।

বারাব্বাসের স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় সবাই খুশি। যেটুকু সংকোচ জমে ছিল এতক্ষণ, তা-ও রইল না। শরীরে নেশা আর আনন্দের আগুনে সবাই অস্থির। মাসের পর মাস তারা মদ খায়নি ; স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে আসেনি। লোকসানটাকে তাই চড়া হারে পুষিয়ে নিচ্ছে একটু বাদেই পাহাড়ে ফিরে যাবে সবাই। যাবার আগে জেরুজালেমে আসার আনন্দটাকে পূর্ণ করে নিতে চায়। তার উপরে বারাব্বাস ছাড়া পেয়েছে ; আনন্দটা পুরোমাত্রায় হওয়া চাই।

ঝাঁঝালো মদ শিরায়-শিরায় আগুন জ্বেলে দিল। মোটা মেয়েটি বাদে সব কটি মেয়েকেই একে একে পর্দার আড়ালে টেনে নিয়ে গেল তারা। যখন ফিরে এল, তখন তাদের জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে মুখ রক্তবর্ণ। যে যার মদের পাত্র নিয়ে ফের কলরবে মত্ত হয়ে উঠল তারা আনন্দটাকে পুরোমাত্রায় চেয়েছিল তারা ; তা-ই পেয়েছে নিয়তি আজ সদয় !

BanglaBook.org

চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে চামড়ার পোশাকে শরীর আবৃত করে লোক দুটি সবাইকে বিদায় জানাল।

রাস্তা প্রায় অন্ধকার একটু বাদে মেয়ে তিনটিও পর্দার পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল নেশায় তারা টলছে। সর্বাঙ্গ ক্লান্ত, অবসন্ন অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল জেগে আছে শুধু স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটি আর বারাব্বাস মেয়েটি বলল, তাদেরও একটু আনন্দ করা উচিত বারাব্বাসের উপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা গেছে, তাতে তারও আনন্দ প্রয়োজন। শুধু কি কারাবাসের যন্ত্রণা ? আর একটু হলে তো মৃত্যুই ঘটত তার এখন প্রশান্তিও দরকার

মেয়েটি তাকে ছাদের উপরে নিয়ে গেল সেখানে তালপাতার ছাউনি দেয়া ছোট্ট একটি ঘর এটি তার গ্রীষ্মাবাস। সেখানে শুয়ে পড়ল তারা মেয়েটি তাকে ছুঁতেই উন্মত্ত হয়ে উঠল বারাব্বাস। চতুর্দিকের সবকিছু বিলুপ্ত হল দেহের নিচে

অর্ধেক রাত পার করে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ল

বারাব্বাসের চোখে ঘুম নেই ; দৃষ্টি তার আকাশের দিকে বধ্যভূমিতে আজ যা যা ঘটেছে সেই সব আবার তার মনে পড়ল মনে পড়ল সেই মানুষটিকে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে প্রাণ দিয়েছে আর সেই অন্ধকার ! সত্যিই কি আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ? দেখতে ভুল হয়নি তো তার ? কিন্তু সান্ত্রীরা যে ভয়ে চমকে উঠেছিল, বারাব্বাসের তা স্পষ্ট মনে আছে। নাকি শুধু গলগথায় অন্ধকার নেমেছিল ? তাই হবে বোধ হয়। না কি সবই সে ভুল দেখল ? আশ্চর্য ! আবার তার সেই লোকটির কথা মনে পড়ল। ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি

বারাব্বাসের ঘুম এল না চুপ করে শুয়ে রইল সে মাথার উপরে তালপাতার ছাউনি তার মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়। তারাহীন অন্ধকার আকাশ। বোবা আকাশ !

শুধু গলগথায় নয়, সারা কেনানেই এখন অন্ধকার !

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

পরদিন শহর ঘুরতে বার হয়ে শত্রু-মিত্র অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। সকলেই বারাব্বাসকে দেখে বিস্মিত। দু একজন তো এমন ভয় পেল যেন ভূত দেখছে। বারাব্বাসের সেটা ভালো লাগল না। এরা কি জানে না যে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ? তার জায়গায় আরেক জনকে যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, তা এরা বুঝবে কখন ?

প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। এতদিন সে অন্ধকূপে বন্দি হয়ে ছিল, চোখ দুটি হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে ! নয়ত আলো সয় না কেন ? ছায়ায় ছায়ায় সে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা উপাসনালয়ের দিকেই গেছে। সারি সারি স্তম্ভ ছাড়িয়ে একটি তোরণের তলায় গিয়ে বসল সে। জায়গাটা ছায়াবৃত। মনে হল, এখানে চোখের কষ্ট একটু কম !

অপরিচিত কয়েকজন লোক আগেই সেখানে বসে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। তাকে দেখে তারা খুশি হয়নি। এমনিতেই তারা নিচু গলায় কথা কইছিল, স্বরটি আরো নিচুতে নামিয়ে এনে চোরা চাউনিতে চাইতে লাগল তার দিকে। মাথামুণ্ড কিছুই বোধগম্য হল না তার। গোপন কোনো শলা-পরামর্শ করছে বোধ হয়। করুক। বারাব্বাসের কী ?

লোকগুলোর মধ্যে একজন তার বয়সী। মুখে লালচে দাড়ি চুল। দীর্ঘ, কোঁকড়ানো চুল ; দাড়ির সঙ্গে এসে মিশেছে। মুখটা ভরাট, গোলগাল ; ভারিক্কি চেহারা। হাত দুটি রুক্ষ, বেশভূষা অপরিচ্ছন্ন। কারিগর বোধ হয়। যেই হোক, আর যাই হোক, বারাব্বাসের কিছু যায় আসে না। তা সত্ত্বেও সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। চেহারায় তার বৈশিষ্ট্য নেই ; তবে হ্যাঁ, চোখ দুটি ভারি নীল।

দেখে মনে হচ্ছে লোকটি শোকে মুহ্যমান। চারপাশের সবার চেহারা একইরকম বিষণ্ন ! পরিচিত কেউ বোধ হয় মারা গেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ

BanglaBook.org

নিশ্বাস শুনে বারাব্বাস বিস্মিত হল ছি ছি, পুরুষ হয়েও এরা এত দুর্বল ? সে জানত মেয়েরাই শুধু কাঁদে। পুরুষরাও যে কাঁদতে পারে তা তার জানা ছিল না। আজ জানল। হতাশায় মুখ ঘুরিয়ে নিল বারাব্বাস। কিন্তু কান তো আর বন্ধ না। যাকে নিয়ে তাদের এই আলোচনা—মাত্র কালই নাকি তাকে মারা হয়েছে। কালই ? কে সে ?

উৎকণ্ঠ হয়ে উঠল বারাব্বাস। কিন্তু না, ততক্ষণে ওরা গলা নিচু করে ফেলেছে।

চারদিকে লোকজনের ভিড়। চিৎকার, হট্টগোল সব কথা তার কানে আসছে না কিন্তু যেটুকু এল তাতেই বুঝল, সেই লোকটি সম্পর্কেই ওরা কথা বলছে। গলগথার সেই লোকটি বারাব্বাসের বদলে যে কাল...

কী আশ্চর্য ! একটু আগে সে নিজেও এই চিন্তা করছিল। এ তো সেই জায়গা, যেখানে প্রথম সে তাকে দেখতে পায়। ওই যে ওখানেই তো লোকটা ক্রুশের ভারে নুয়ে পড়েছিল। ওরা কেন সেই লোকের কথা বলাবলি করছে ? তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী ? অত ফিসফিস করেই বা কথা বলছে কেন ? ভারিক্কি লোকটির কথাই মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ; বাদবাকি সবার গলাই নিচু।

ওরা সেই অন্ধকার সম্পর্কে বলছে ! কাল সেই যে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল—তাই নিয়ে ; আশ্চর্য !

বারাব্বাসের অস্থিরতা ওদের চোখ এড়াল না। চুপ হয়ে গেল তারা। বহুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। বারাব্বাস বুঝতে পারল যে লুকিয়ে ওরা তাকে লক্ষ করছে। খানিক বাদে ভারিক্কি লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা একজনকেও বারাব্বাসের ভালো লাগেনি।

এখন তারা দুজন। সে আর ভারিক্কি লোকটা। বারাব্বাসের ইচ্ছে হচ্ছে ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু কীভাবে যে শুরু করবে, সেটাই বুঝতে পারছে না। লোকটিকে চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। আপন মনে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন ; মাথা নাড়ছেন সরল লোক নিশ্চয়ই। মনের ভাব গোপন রাখতে জানে না। বারাব্বাস আর থাকতে পারল না সরাসরি জিজ্ঞাসা করল তাকে, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কী ?

প্রশ্ন শুনে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকালেন। চোখ দুটি নীলাভ। বিস্মিতও। খানিকক্ষণ তাকিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জেরুজালেমেই থাক ?

না।

কিন্তু কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি এখানকারই বাসিন্দা ?

আমার বাড়ি খুব দূরে নয় কথাবার্তায় তাই জেরুজালেমের টান আছে। আমি থাকি পূর্বদিকের ওই পাহাড়ে।

শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। জেরুজালেমের লোকদের তিনি বিশ্বাস করেন না। বিন্দুমাত্রও না এরা সব ডাকাত। শয়তানিতে এদের জুড়ি নেই।

BanglaBook.org

বারাব্বাস শুনে হাসল বলল, আমারও একই মত। কিন্তু আপনি কোথাকার লোক ?

আমার বাড়ি অনেক দূরে।

বলতে বলতে তার নীলাভ চোখ দুটি উদাস হয়ে উঠল। বারাব্বাসকে তিনি জানালেন, নিজের গ্রাম ছেড়ে তার আসার ইচ্ছে ছিল না। শুধু জেরুজালেমেই নয়, কোনোখানেই তিনি যেতে চাননি কিন্তু তাকে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কী করবেন তিনি, তার এতে হাত ছিল না যে ! বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন

আর কি কখনো বাড়ি ফেরা হবে ? বড়ো ইচ্ছে ছিল, জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবো। তা কি আর ভাগ্যে ঘটবে ?

বারাব্বাস আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনার বাধা কোথায় ? ইচ্ছে করলেই তো আপনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। পারেন না ?

না

কেন ? যেতে চাইলে আপনাকে আটকাবে কে ? নিজের ইচ্ছেটাই তো আসল কথা।

না। বিষণ্ন গলায় তিনি বললেন, তা সত্যি নয়।

আশ্চর্য ! তাহলে বলতে হবে আপনার ইচ্ছে আর আপনার স্বপ্ন এক নয়।

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে বললেন, আমার প্রভুর তাই ইচ্ছে।

প্রভু ! চমকে উঠল বারাব্বাস।

হ্যাঁ, আমার প্রভু তা তুমি চমকে উঠলে কেন ? তুমি কি তাকে চেন না ?

কে সে ? আমি কোনো প্রভুকে চিনি না।

সত্যিই চেন না ? গলগথার পাহাড়ে কাল তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে ; শোননি ?

প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, জানি না তো ! কিন্তু কেন ? ক্রুশবিদ্ধ করা হল কেন ?

এ তার ভাগ্য।

ভাগ্য ! ভাগ্যে কি বলা হয়েছিল যে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে ?

হ্যাঁ। নিজেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করবেন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও এর উল্লেখ ছিল

তাই ? বারাব্বাস স্তম্ভিত হয়ে জানাল, আমি কখনো ধর্মগ্রন্থ পরিনি। এসব জানি না।

BanglaBook.org

আমিও পড়িনি তবে শুনেছি—সেখানে এর উল্লেখ আছে।

হতেও পারে ! বারাব্বাস ভাবল কিন্তু তার খটকা গেল না। এমন কী করেছিলেন তিনি যে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল ? ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত।

কেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে গেলেন, আমিও বুঝতে পারছি না। মরলেনই যদি—তো অমন বীভৎসভাবে মরতে গেলেন কেন ? অবশ্য আগেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এভাবেই তাকে মরতে হবে। এই নাকি তার ভাগ্য ! নিয়তিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

বিষণ্ণভাবে মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, এ তিনি নিজেই জানতেন। বহুবার তিনি বলেছেন যে আমাদের মঙ্গলের জন্যেই তাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। আমাদের কল্যাণের জন্যেই মৃত্যুবরণ করবেন তিনি।

আমাদের জন্যে ? বারাব্বাস চোখ তুলে চাইল। দৃষ্টিতে তার অবিশ্বাস্য বিস্ময় !

হ্যাঁ, আমাদের জন্যে। আমাদের জন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি নির্দোষ ; নিষ্পাপ। তা সত্ত্বেও তীব্র যন্ত্রণাসহ বীভৎস মৃত্যুকে বরণ করলেন শুধু আমাদের জন্যে তিনি অপরাধী নন ; অপরাধী আমরা। অপরাধীর শাস্তি মৃত্যু। আমাদেরই মরার কথা। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের সকল শাস্তি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

বারাব্বাস স্তব্ধ। দৃষ্টি তার পথের দিকে। সে দৃষ্টি শূন্য, অর্থহীন।

তার কথা আগে বুঝতে পারিনি। এখন পারছি সবকিছুই এখন পরিষ্কার

আপনি তাকে চিনতেন ?

হ্যাঁ, চিনতাম। গোড়া থেকেই আমি তার সঙ্গে ছিলাম

আপনারা এক জায়গার লোক ?

সেকথার উত্তর দিলেন না তিনি আপন মনে বললেন, যখন যেখানে তিনি যেতেন, আমিও তার সঙ্গে গেছি।

কেন ?

কেন ? তাকে দেখলে এপ্রশ্ন তুমি করতে না।

মানে ?

মানে কিছু না, তার অলৌকিক ক্ষমতা যখন যাকে তিনি বলেছেন 'আমাকে অনুসরণ কর', সে তাকে অনুসরণ করেছে কেউ তার নির্দেশ অমান্য

BanglaBook.org

করতে পারেনি। সে এক আশ্চর্য মানুষ তাকে চিনলে তুমিও সেই ক্ষমতার পরিচয় পেতে।

বারাব্বাস খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল অতই যদি ক্ষমতা তো ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা পড়লেন কেন ?

ওইখানেই ভুল আমিও এ ভুল করেছি এখন তো অনুশোচনার অন্ত নেই। আর পাঁচজন জ্ঞানীগুণীর সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে তার বীভৎস মৃত্যুর তাৎপর্য নিয়ে এখন আর সন্দেহ নেই এ মৃত্যু তিনি আমাদের জন্যেই বরণ করেছেন নিরপরাধ হয়েও তিনি আমাদের কল্যাণে নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছেন। আবার তিনি ফিরে আসবেন পূর্ণ গৌরবে আত্মপ্রকাশ করবেন পুনর্জীবন লাভ করবেন

মরা মানুষ জীবন লাভ করবে ! কী বলছেন আপনি ? আপনার কি মাথা খারাপ ?

না অনেকের ধারণা, কাল সকালেই তিনি জীবিত হবেন নিজেই একথা বলে গেছেন তিনি। বলেছেন, মাত্র তিনদিন নরকে অবস্থান করে ফিরে আসবেন তিনি আমি অবশ্য নিজের কানে শুনিনি। কিন্তু অনেকেই শুনেছে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে...

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বারাব্বাস মাথা নাড়ল।

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না।

কেমন করে হবে ? তুমি তো তাকে চেন না চিনলে অবিশ্বাস করতে না। আমরা তাকে চিনি, এবং বিশ্বাস করি। না করার কারণও নেই মৃতদেহে যিনি প্রাণসঞ্চার করতে পারেন, বেঁচে ওঠা কি তার কাছে দুঃসাধ্য কাজ ?

মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার ! তাও করেছেন তিনি ?

এ আমার স্বচক্ষে দেখা

সত্যি ?

সত্যি। ইচ্ছে করলে তিনি সবই পারতেন সে ক্ষমতা তার ছিল নিজের স্বার্থেও সেই ক্ষমতাকে তিনি কাজে লাগাতে পারতেন তা তিনি করেননি। কেন করেননি, সেটাই রহস্য ! এতই যদি তার ক্ষমতা, তো অন্যের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন কেন—এই তো তোমার প্রশ্ন ? আমিও এর কূলকিনারা করতে পারিনি

সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন যে তিনি বেঁচে উঠবেন ?

করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি বেঁচে উঠবেন এ নিয়ে দ্বিধা সংশয় নেই ফিরে এসে আবার পূর্ণ মহিমায় আবির্ভূত হবেন এ শুধু আমার কথা নয় ; যারা

BanglaBook.org

জ্ঞানী, যারা পণ্ডিত—তারাও বিশ্বাস করেন। সেই পরমলগ্ন থেকেই নবযুগের সূচনা হবে। মানব পুত্র আপন হাতে রাজ্যভার তুলে নেবেন।

মানবপুত্র ?

হ্যাঁ, নিজেকে তিনি এই নামেই অভিহিত করেছিলেন।

মানবপুত্র—!

হ্যাঁ, তাই। তবে অনেকে বিশ্বাস করেন যে... না, তা আমি বলতে পারব না।

বারাব্বাস আরো খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কী বিশ্বাস করে অনেকে ?

অনেকে বিশ্বাস করে যে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরেরই পুত্র।

ঈশ্বরের পুত্র ? ঈশ্বরের পুত্র একজন মানুষ ?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তা কি সত্যি হয় ? শুনে আমার ভয় করত তিনি যেমন ছিলেন তেমনই সাদামাটাভাবে যদি ফিরে আসেন, তাহলেই আমি খুশি হব

বারাব্বাস অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যত সব বাজে কথা ঈশ্বরপুত্র হলে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা যেত ? ঈশ্বরপুত্র—ছি ! আপনি এসব বিশ্বাস করেন ?

না সেকথা আমি আগেই বলেছি। চাও তো আবার বলি।

বারাব্বাস সেকথায় কান দিল না। উত্তেজনায় তার চোখের নিচের কাটা দাগ লাল হয়ে উঠেছে। এ যারা বিশ্বাস করে তারা পাগল ; বদ্ধপাগল ! ঈশ্বরপুত্র হয়ে তিনি এই গাঁয়ে-গঞ্জে ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন ? যত সব বুজরুকি !

না না, ওভাবে বোলো না আমি নিজে ওকথা বিশ্বাস করি না ; কিন্তু এটা অসম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও তো তাকে আসতেই হত। না হয় এখানেই এলেন ; এখান থেকেই কাজ শুরু করলেন ! এতে অবাক হবার কী আছে ?

বারাব্বাসের ইচ্ছে হল হো হো করে হেসে ওঠে ; কিন্তু সে হাসতে পারল না। তার অবসন্ন লাগছে। অধৈর্য হয়ে সে তার কাঁধ নড়াচড়া করতে লাগল

শুধু তাই নয়, তার মৃত্যুর সময় যেসব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে, সেটাও একবার ভেবে দেখ।

কী আশ্চর্য ব্যাপার ?

সে কী, চারদিক যে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কেউ তোমায় বলেনি ?

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস। সত্যিই তাহলে অন্ধকার নেমে এসেছিল ?

শুধু অন্ধকার নয়, ভূমিকম্পও হয়েছিল গলগথা পাহাড়ের উপরে ক্রুশটাকে যেখানে পোঁতা হয়েছিল, সে জায়গাটা ফেটে একেবারে চৌচির !

BanglaBook.org

হতেই পারে না। আপনি বানিয়ে বলছেন। কী করে আপনি জানলেন যে জায়গাটা ফেটে গেছে ? আপনি কি নিজে দেখেছেন। আপনি কি সেখানে ছিলেন ? চুপ করে রইলেন কেন ?

হঠাৎ লোকটির মুখের চেহারা পালটে গেল। মনে হল লজ্জা পেয়েছেন অস্বস্তি বোধ করছেন বারাব্বাসের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে বললেন, নিজে আমি কিছুই দেখিনি। সত্যি-মিথ্যা সঠিক জানি না।

চুপ করে বসে রইলেন তিনি। মাঝে মাঝে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। একসময় বারাব্বাসের গায়ের উপর হাত রেখে অস্ফুটে বললেন, তিনি আমার প্রভু কিন্তু এই বীভৎস মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। ভয়ে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম। আমি ভীরু। প্রাণভয় আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি যে আমার প্রভু তাও আমি অস্বীকার করেছি। কী করে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন ? আমার এই পাপের জন্যে যখন তিনি কৈফিয়ত চাইবেন, আমি কী উত্তর দেব ?

আবেগে তার শরীর কাঁপতে লাগল, এ পাপ আমি কেন করলাম ? কেন করলাম ?

মাথা তুললে বারাব্বাস দেখল, তার আয়ত নীল চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

কী আমার দুঃখ, তুমি জানতে চেয়েছিলে। এবার জেনেছ আমি যে কেমন লোক, তাও জেনেছ। আমার ঈশ্বর আর আমার প্রভুও তা জানেন। আমি ভীরু। আমি অপরাধী আমার এই অপরাধ কি তারা ক্ষমা করবেন ?

বারাব্বাস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

একথা সে খুব ভেবেচিন্তে বলেনি বললে লোকটা খুশি হবে তাই বলল। তাছাড়া লোকটিকে তার ভালোই লেগেছে। যদিও, কেন তার অনুতাপ তা সে জানে না। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি তার সঙ্গীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কে না করে ?

বারাব্বাসের হাত দুটিকে তিনি তার মুঠোয় তুলে অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই তিনি আমায় ক্ষমা করবেন ? সত্যি বলছ তুমি ?

রাস্তা দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল। দীর্ঘকায় সেই লোকটিকে দেখে তারা কাছে এগিয়ে এল। বারাব্বাসের উপর প্রথমে তাদের চোখ পড়েনি। চোখ পড়তেই তারা চেচিয়ে উঠল, এ কী ! আপনি কার সঙ্গে কথা কইছেন ? একে চেনেন ?

না, চিনি না তবে এর সঙ্গে কথা বলে ভারি শান্তি পেয়েছি।

সে কী ! এ যে সেই লোক ! এর বদলেই তো প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

বারাব্বাসের হাত দুটি তার মুঠোর মধ্যেই বন্দি ছিল চমকে হাত দুটি ছেড়ে দিলেন তিনি তার ত্রস্ত ভাবটিকেও লুকিয়ে রাখতে পারলেন না অন্যরাও ভীত—তবে সেই ভয়কে তারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি তারা হাঁপাচ্ছে বারাব্বাস চলে গেলেই যেন তারা বাঁচে।

লজ্জায় কুণ্ঠায় বারাব্বাস অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—দূর হ, নাস্তিক ! দূর হ !

এর জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছিল বারাব্বাস। জামাটা গায়ে চাপিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তায় নামল সে নিঃসঙ্গ রৌদ্রময় পথ একা একা সে পথে নেমে এল একবারও পিছনে তাকাল না

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

ঠোঁট কাটা মেয়েটির সে রাতে ঘুম এল না। একটু বাদেই সূর্য উঠবে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে চিন্তা করতে লাগল, কী অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে। সে আর ঘুমাবে না ; বাকি রাত জেগেই থাকবে

ডাঙ্ গেটের বাইরে খড়কুটো বিছিয়ে সে শুয়ে আছে চারপাশে রুগ্ন ভিখারিদের গোঙানি। ঘুমের মধ্যেও ওদের শান্তি নেই একজন কুষ্ঠরোগী ওপাশেই থাকে। যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠলে সে উঠে দাঁড়ায় তার পায়ের ঘণ্টা থেকে টুং টাং শব্দ ভেসে আসছে। মেয়েটি সেই শব্দ শুনছে চতুর্দিকে স্তূপীকৃত আবর্জনার দুর্গন্ধ গন্ধটা আগে অসহ্য লাগত। এখন সব কিছুই সয়ে গেছে

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই...সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই... কী হবে ? রোগীরা সব সুস্থ হয়ে উঠবে ? অভুক্তরা খেতে পাবে ?

কথাটা বিশ্বাস হতে চায় না এ ও কি সম্ভব ? স্বর্গের দরজা খুলে যাবে, দেবদূতেরা পৃথিবীতে নেমে এসে সবাইকে খাদ্য বিলিয়ে দেবে ? সবাইকে না হোক, গরিবদের নিশ্চয়ই খাওয়াবে। এখানে, এই ডাঙ্ গেটের সামনের জমির উপরে, সাদা কাপড় বিছিয়ে সবাই খেতে বসবে। সবাই ? বিশ্বাস করা শক্ত। শক্তই বা কেন ? সবকিছুই তখন পাল্টে যাবে, কোনো কিছুই তো আগের মতো থাকবে না তার এই পোশাকটাও কি পালটে যাবে ? সাদা হবে, নাকি, নীল ? ঈশ্বরপুত্রের পুনর্জীবন লাভে নতুন যুগের সূচনা হবে। সবকিছু তিনি পাল্টে দেবেন

শুয়ে শুয়ে সে তাই চিন্তা করতে লাগল

কাল... কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই... তার ভাগ্য ভালো যে কথাটা সে শুনতে পেয়েছে

কুষ্ঠরোগীটার ঘণ্টাধ্বনি এগিয়ে আসে লোকটাকে সে চেনে দিনের বেলায় কেউ তাকে আসতে দেয় না শুধু যে তাকেই দেয় না, তা নয় ; কাউকেই না

BanglaBook.org

উপত্যকার নিচে কিছু জায়গা তাদের জন্যে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। সেখানেই তারা থাকে। রাত্রে সে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে আসে সঙ্গী চায়। আজ জীবন্ত আলোয় তাকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুপুরীর জায়গাটা কেমন ?... তিনি এখন সেখানে কেমন চেহারা জায়গাটার ?

পাশের লোকটা শুধু বৃদ্ধই নয়, অন্ধও ঘুমের মধ্যে সে কঁকিয়ে উঠল রুগ্ন একটি যুবক শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। সারাক্ষণ তার শ্বাসের শব্দ শোনা যায়। তার পাশে গ্যালিলির এক বুড়ি। একটা হাত তার অনবরত কাঁপে ওর উপর নাকি কিসের ভর হয়। লোকদের ধারণা, ঝরনার কাছে থেকে যদি কেউ খানিকটা কাদামাটি এনে তাদের শরীরে ছুঁইয়ে দেয়, তাহলে তারা ভালো হয়ে উঠবে। এরা আবর্জনা থেকে খাবার খুঁটে খায়। এরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু কী সৌভাগ্য, কাল থেকে এদের দুঃখ ঘুচবে। কাল থেকে কেউ আর গোঙাবে না। সব যন্ত্রণার অবসান হবে।.

স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা নেমে আসবে তাদের নিশ্বাসে ঝরনার জল পবিত্র হয়ে উঠবে। যে জলে অবগাহন করলে কোনো রোগের চিহ্ন থাকবে না। কুষ্ঠরোগীরাও কি ভালো হয়ে উঠবে ? নিশ্চয়ই উঠবে। কিন্তু... কিন্তু তাদের সেই ঝরনার জলে স্থান দেয়া হবে তো ? কেউ তাদের বাধা দেবে না ? ভাবতেই অবাক লাগে। ভারি অবাক লাগে !

এমনও হতে পারে, ঝরনার জলে হয়ত কিছুই হল না। কিন্তু তা নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাবে না স্বর্গের দূতরা বাতাসে ভর দিয়ে এই গে-হিনম উপত্যকা থেকে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে। তাদের পাখার অবিশ্রান্ত ঝাপটায় যে ঝড় উঠবে, সেই ঝড়ের ঝাপটায় রোগ শোক দুর্ভাগ্য সব বিদায় নেবে। পৃথিবী হবে নির্মল। জরা মৃতুহীন !

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল ঈশ্বরপুত্রকে দেখার প্রথম দিনটির কথা। ইচ্ছে করলেই সে তাকে দুঃখমোচনের জন্যে অনুরোধ করতে পারত। অনায়াসেই তিনি তাকে সারিয়ে তুলতে পারতেন সে ক্ষমতা যে তার ছিল, সে তা জানত। তবু সে তাকে বিরক্ত করেনি। সত্যিই যারা দুঃখী, সত্যিই যারা দুস্থ, তাদের সকলকেই তিনি সাহায্য করতে চেয়েছেন। সে কেন তার একার কথা বলে তাকে বিরক্ত করতে যাবে ?

তার মনে পড়ছে আর লজ্জা হচ্ছে। রাস্তার পাশে ধুলোর মধ্যেই সে নতজানু হয়ে বসেছিল। তিনি এগিয়ে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, তুমি কি আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর ?

না প্রভু। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।

তিনি মুখ তুলে চাইলেন দৃষ্টি দিয়েই যেন তার সব বেদনা মুছিয়ে দিলেন। তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন তুমি আমার সাক্ষী।

BanglaBook.org

অদ্ভুত ! সব কিছুই ভারি অদ্ভুত লাগছিল। কথাটার মানে কী ? কিসের হয়ে সে সাক্ষ্য দেবে ? তার মতো দরিদ্র, সম্বলহীনা মানুষ কিসের সাক্ষ্য দেবে ? অবিশ্বাস্য ! অথচ তার মনের দ্বিধা উপলব্ধি করতে প্রভুর সেদিন অসুবিধে হয়নি। কেনই বা হবে ? তিনি যে ঈশ্বরপুত্র।

সব এখন মনে পড়ছে। তার চোখের বিষণ্ন দৃষ্টি, হাতের মধুর সৌরভ—সব। নীল আকাশের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। তার বিস্ফারিত দুই চোখে নক্ষত্রের ছায়া পড়ছিল। অনেক নক্ষত্র !... আজ পথে সে অনেক নক্ষত্র দেখেছে। অনেক আচ্ছা, ওই নক্ষত্রগুলো আসলে কী ? সে তা জানে না। শুধু জানে, ঈশ্বর ওদের সৃষ্টি করেছেন। মরুভূমির উপর যে আকাশ, সে আকাশে অনেক নক্ষত্র ; পাহাড়ের উপরে যে আকাশ সেখানেও। গিলগলের পাহাড়েও। সে রাতে এখানে একটিও নক্ষত্রও জ্বলছিল না ; একটিও না।

বাড়ির কথা মনে পড়ছে তার। দুপাশে দুটি দেবদারু গাছের মাঝখানে তাদের বাড়ি। তীব্র অভিশাপ নিয়ে সে যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছিল, মা দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না। তারপর থেকেই দুর্দশার শুরু। মার অভিশাপ থেকে যেন আত্মগোপন করতে চাইছিল আরেক ভীরু মা।

এখন তার কোনো দুঃখ নেই ; সবকিছুই সহ্য হয়ে এসেছে। অন্ধ লোকটি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে কুষ্ঠরোগীর ঘণ্টাধ্বনি কানে পৌঁছেছে তার। দূর হ ! দূর হ এখান থেকে ! অন্ধকারেই দৃষ্টিহীন লোকটা চেঁচিয়ে উঠল দূর হ ! এখানে তোর কী দরকার ?

ধীরে ধীরে, রাত্রির আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সেই ঘণ্টাধ্বনি। অন্ধ ফের শুয়ে পড়ল। চোখের উপরে হাত রেখে সে বিড়বিড় করতে লাগল: দূর হ ! দূর... !

মৃত্যুর পরে শিশুরাও কি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে পৌঁছায় ? তাই যায় বোধ হয়। কিন্তু যারা মাতৃজঠরেই মারা গেছে, তারা ? তারাও কি যায় সেখানে ? না না, তারা কি অত যন্ত্রণা সইতে পারে ? না কি, তাদেরও নিয়ে যায় ? সে জানে না... কিছুই জানে না সে।

তোর সন্তান অভিশপ্ত হোক... ! তার কানে বাজছে নিষ্ঠুর যাজকের সেই বাণী।

নতুন যুগের সূর্যোদয় হতে চলেছে। এবার নিশ্চয়ই তারা শাপমুক্ত হবে। কে জানে এসব সত্যি কিনা...

তোমার সন্তান অভিশপ্ত হোক ! মনে পড়তেই সে শিউরে উঠল।

আজকের এই রাত্রি কি আর পোহাবে না ? কত দেরি সূর্যোদয়ের ! যুগ যুগ কি সে এই বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে থাকবে ? চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে ; নক্ষত্রগুলো সরে গেছে বহুদূরে। শহর প্রাচীর আবছাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছে।

BanglaBook.org

প্রাচীরে সে তিনবার মশাল জ্বলে উঠতে দেখল। তার মানে, প্রহরী বদল হল। রাত্রি তাহলে শেষ হয়ে এসেছে ? শেষ রাত্রি... !

মাউন্ট অব অলিভের উপরে শুকতারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আজ ওটাকে খুব বড়ো দেখাচ্ছে। এত দীপ্তি আগে ছিল কি ? দুটি হাত সে তার শীর্ণ বুকের উপর চেপে ধরল। দু চোখে তার আশ্চর্য প্রতীক্ষা !

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি দ্রুত সামনের অন্ধকারে হারিয়ে গেল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

রাস্তার ওপাশে কাঁটাঝোপে বহুক্ষণ একটি লোক আত্মগোপন করে আছে ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছে, জায়গাটি ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সেদিকেই সে তাকিয়ে আছে মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে আজকের এই রাত্রি বুঝি শেষ হবে না লোকটি বারাব্বাস

মৃতের পক্ষে যে পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়, তা সে জানে। তা সত্ত্বেও সে অপেক্ষা করছে ব্যাপারটাকে যাচাই করবে সে। রাত থাকতে থাকতেই এসে কাঁটাঝোপের আড়ালে বসে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছে সে নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত বারাব্বাস কেন সে এসেছে ? কী তার দরকার এখানে ?

একটু বাদেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবার কথা বারাব্বাস আশা করেছিল, অনেকেই দেখতে আসবে কিন্তু কেউ আসেনি ; কেউই না। বারাব্বাসের অস্বস্তি লাগছে অন্য কেউ তাকে দেখে ফেলুক, তা চায় না বলেই সে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু না, একটু সামনেই, রাস্তার ঠিক মাঝখানে কে যেন নতজানু হয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, সে তো কারুর পায়ের শব্দ শোনেনি। তাহলে ও এল কখন ? স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না তবে পোশাক দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রীলোক। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি

ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে সূর্যের প্রথম রশ্মি সমাধিস্থানে এসে বিদ্ধ হল। হাঁ কপাল, সমাধি যে শূন্য ! বিস্মিত চোখে সেই গহ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল বারাব্বাস ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে ওখানে যে সমাহিত করা হয়েছে, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। বিরাট ওই পাথরখণ্ড দিয়ে গহ্বরের মুখও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তা-ও দেখেছে সে তাহলে ?

একটু বাদেই তার হুঁশ হল না কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়। তার আসার আগেই পাথরটিকে ওখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সমাধিও নিশ্চয়ই এইমাত্র শূন্য হয়নি, বহুক্ষণ ধরেই শূন্য পড়ে আছে এ নিশ্চয়ই শিষ্যদের কাণ্ড ! রাতের অন্ধকারেই তারা কাজ হাসিল করেছে

BanglaBook.org

স্বচ্ছন্দে এখন তারা রটিয়ে বেড়াবে যে, তাদের প্রভু পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

কথা ছিল, সূর্যোদয়ের সময়েই সেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে শিষ্যরা সেকথাই বলেছিল। অথচ নিজেরাই তারা আসেনি। বারাব্বাস স্পষ্ট বুঝতে পারল, কেন আসেনি। বুঝতে পারল, শিষ্যরা এবার সাধু সাজবে।

পা-পা করে বাইরে বেরিয়ে এল সে সমাধিটিকে কাছে থেকে দেখবে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটি তখনো পথের উপরে বসে আছে। এক পা এগিয়েই সে অবাক এ যে সেই ঠোঁট কাটা মেয়েটি ! বারাব্বাস আর এগোল না বিহ্বল চোখে মেয়েটিও সমাধির দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর কাউকেই সে দেখতে পাচ্ছে না ঠোঁট দুটি অল্প খোলা। উপরের ঠোঁটের কাটা দাগটিকে অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে !

বারাব্বাস লজ্জা পেল এখানে, এইভাবে যে ওকে দেখতে পাওয়া যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি। আরেকটি দিনের কথা তার মনে পড়ল। সেদিনও মেয়েটির মুখ এমন বিহ্বল দেখাচ্ছিল। সেদিন বারাব্বাসও লজ্জা পেয়েছিল নাহ, সেসব নিয়ে আজ সে মাথা ঘামাবে না।

মেয়েটিও তাকে দেখতে পেয়েছে। দু চোখে তারও বিস্ময়। বারাব্বাস যে এখানে আসবে, মেয়েটি আশাই করেনি। বারাব্বাস নিজেই কি পেরেছিল ? নিজে কি সে কম বিস্মিত ?

বারাব্বাস যদি ভান করতে পারত যে সে নেহাতই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে, তাহলেই খুশি হত। কিন্তু ভান করা কি এত সোজা ? যদি বা করে, মেয়েটি কি বিশ্বাস করবে ? করবে না। বারাব্বাস তা জানে চোখেমুখে নিরীহভাব ফুটিয়ে তুলে সে প্রশ্ন করল: তুমি ! তুমি এখানে বসে রয়েছ কেন ?

প্রশ্নটা মেয়েটার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না সে নড়ল না পর্যন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি তার সমাধির দিকেই নিবদ্ধ। সেদিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল: ঈশ্বরপুত্র পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

সামান্য কয়েকটি কথা কিন্তু আশ্চর্য, তাতেই যেন বারাব্বাসের অস্বস্তি হতে লাগল দুর্বোধ্য অনুভূতি যেন তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল স্তম্ভিতের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গিয়ে ঢুকল কবরের ভেতর মৃতদেহের চিহ্ন পর্যন্ত নেই !

ফিরে এসে দেখে মেয়েটি তখনো একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভক্তি আর আনন্দে সারামুখ তার উদ্ভাসিত বারাব্বাসের দুঃখ হল। বোকা মেয়ে, কারসাজিটা বুঝতে পারেনি। বারাব্বাস ধরিয়ে দিতে পারে কিন্তু থাক এমনিতেই সে তাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে আর দুঃখ দেবে না। যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বলল সে, ক্রুশবিদ্ধ সেই লোকটি বেঁচে উঠেছে নাকি ? কেমন করে বাঁচল ?

banglabook.org

বিস্মিত মেয়েটি তার দিকে তাকাল বারাব্বাস কি জানে না একটু আগেই স্বর্গের এক দেবদূত নেমে এসেছিলেন ? দুবাহু তার প্রসারিত বাহু তো নয়, যেন বর্শাফলক সেই বর্শা এসে সমাধিস্থানের উপরে বিদ্ধ হল উন্মুক্ত হল সমাধি গহ্বর এই অলৌকিক ঘটনা সে তার নিজের চোখেই দেখেছে তুমি কি দেখতে পাওনি ?

বারাব্বাস বলল না, আমি দেখতে পাইনি

অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখতে হয়নি বলে বারাব্বাস নিশ্চিন্ত বোধ করল। চোখ দুটি তার সেরে উঠেছে তাহলে ! নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে আগের মতো আর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি সে আর ক্রুশবিদ্ধ লোকটির বশীভূত নয়। সে মুক্ত

মেয়েটি উঠল না সেই একই ভঙ্গিতে বসে রইল একটু আগে যা সে দেখেছে সেই স্মৃতিতেই তার চক্ষু দুটি দীপ্তিময়

কিছুক্ষণ বাদে সে উঠল যে পথটি শহরের দিকে গেছে, সেই পথেই পাশাপাশি হেঁটে চলল তারা পথে বিশেষ কথা হল না। যেটুকু হল, তার থেকেই বারাব্বাস বুঝতে পারল ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় মেয়েটির প্রগাঢ় বিশ্বাস কথায় কথায় তাকে সে ঈশ্বরপুত্র বলে উল্লেখ করছে। কী সে প্রচার করত—জিজ্ঞাসা করেছিল বারাব্বাস মেয়েটি জবাব দেয়নি

পথের মোড়ে এসে থেমে দাঁড়াল তারা। মেয়েটি যাবে গে-হিনম উপত্যকার পথে, আর বারাব্বাস যাবে গেট অব ভেভিডে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আবারও বারাব্বাস তাকে প্রশ্ন করল: কী সে প্রচার করত ?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটি। লাজুকের মতো একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে বলল: পরস্পরকে ভালোবাস

বলে সে আর দাঁড়াল না।

BanglaBook.org

ছয়

জেরুজালেমে তার কোনো কাজ নেই, তা সত্ত্বেও সে রয়ে গেল নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছে বারাব্বাস, কিন্তু জবাব পায়নি কাজকর্মেও তার মন নেই উদ্দেশ্যহীনের মতো এখানে-ওখানে সে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধবরা পাহাড়ের আস্তানায় যাবার জন্যে তাকে অনুরোধ জানিয়ে গেছে ; তাও সে যায়নি তার আচরণে যে তারা বিস্মিত—বারাব্বাস তা জানে। এ এক অদ্ভুত রহস্য ; এবং এ রহস্যের সে কূলকিনারা খুঁজে পায় না।

স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটি ভেবেছিল, তার টানেই বারাব্বাস নড়তে পারছে না। কিন্তু তার ভুল ভেঙেছে একটু অভিমান হয়েছিল প্রথমটায় পরে বুঝতে পেরেছে, এখানে মান-অভিমানের প্রশ্ন নেই পুরুষমাত্রই অকৃতজ্ঞ বিশেষ করে সেই পুরুষ, অনায়াসেই যে তার বাঞ্ছিত বস্তু পেয়েছে। অভিমানকে আমল না দেবার আর একটা কারণ, শয্যাসঙ্গী হিসেবে বারাব্বাসকে তার ভালো লাগে এমন পুরুষের আদরেই না সুখ তাছাড়া বারাব্বাসের উপরে অন্য কোনো টান নেই

বারাব্বাসেরও যে কারুর প্রতি টান নেই, তাও সে জানে কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না কখনো করেনি যে পুরুষ অন্য কোনো মেয়ের প্রতি আসক্ত নয়, সে যদি একটু দুঃখও দেয় ক্ষতি কী ! এক এক সময় কান্না পায় তার তা পাক, কান্নাতেও কি সুখ থাকতে পারে না ? জীবনে অনেকবার, অনেকের সঙ্গেই সে প্রেমে পড়েছে ; দুঃখ পেয়েছে। প্রেমকে সে তাচ্ছিল্য করে না ; মরতেও চায় না প্রেমের জন্য !

কিন্তু কেন বারাব্বাস জেরুজালেমেই রয়ে গেল ? কেন এমন ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায় সে ? অনেক ভেবেও তার হদিস পায়নি মেয়েটি বারাব্বাস অকর্মণ্য পুরুষ নয় জীবনে কোনো বিপদকেই সে গ্রাহ্য করেনি সেই লোক চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছে ; নিষ্কর্মার মতো সময় কাটাচ্ছে—এটা অবাক কাণ্ড !

সেই অদ্ভুত ঘটনার পর থেকে, ক্রুশবিদ্ধ হতে হতে ছাড়া পেয়ে যাবার পর থেকেই, বারাব্বাসের এই ভাবান্তর গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় চুপচাপ শুয়ে মেয়েটি

BanglaBook.org

তাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই সে একসময়ে হেসে উঠল—বারাব্বাস তার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হ্যাঁ এটাই, এটাই এই অস্বাভাবিকতার কারণ !

ক্রুশবিদ্ধ লোকটির শিষ্যদের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় বারাব্বাসের। স্বেচ্ছায় নয়, আকস্মিক রাস্তাঘাটে কিংবা হাটে বাজারে তাদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই কথা কইতে ইচ্ছে হয়। সেই লোকটার অদ্ভুত উপদেশ সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করে: পরস্পরকে ভালোবাস !

বারাব্বাস আজকাল মন্দিরের দিকেও যায় না বড়ো রাস্তাগুলোও সে ত্যাগ করেছে। শহরের নিচের দিককার গলিঘুঁজিতেই সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। এখানকার কারিগর আর ফেরিওয়ালারা সরল মানুষ। এদের মধ্যে অনেকেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটির ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তোরণের নিচে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের চাইতে এই দরিদ্র লোকগুলো অনেক ভালো

তাই বলে এদের কথাবার্তায় তার আস্থা জন্মেছে তা নয়। লোকগুলো কেমন বোকার মতো কথা বলে। এদের বিশ্বাস, প্রভু পুনর্জীবন লাভ করে স্বর্গ থেকে এসে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সবার মুখেই সেই কথা। শেষ পর্যন্ত বারাব্বাসের ধারণা হল যে, এগুলো শেখানো বুলি। তবে তিনি ঈশ্বরপুত্র কিনা, তা নিয়ে এদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। কেউ বিশ্বাস করে ; কেউ করে না। বিশ্বাস না করার বড়ো কারণ, অনেকেই স্বচক্ষে তাকে দেখেছে ; তার সঙ্গে কথা বলেছে। ঈশ্বরপুত্র হলে কি তাকে দেখা যায় ? না কি তার সঙ্গে কথা বলা এত সহজ ? একজন আবার বলল, সে তাকে একজোড়া জুতো তৈরি করে দিয়েছিল। তার পায়ের মাপ নিতে গিয়ে সে তাকে স্পর্শও করেছে। কোনো কাণ্ড ! যে লোককে ছোঁয়া যায়—সে ঈশ্বরপুত্র কীভাবে হয় ? অনেকের আবার বিশ্বাস, স্বর্গে ঈশ্বরের পাশেই তিনি আসন গ্রহণ করবেন। তার আগে অবশ্য পাপ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

কেমন ধরনের মানুষ এরা ?

***

বারাব্বাসের বিশ্বাস আর তাদের বিশ্বাস যে এক নয়, বেশিদিন তা চাপা রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই তারা সতর্ক হয়ে গেল। কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই তাকে জানিয়ে দিল যে তাকে তারা পছন্দ করে না। এ অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু নয়। তা সত্ত্বেও সে দুঃখিত হল অবিশ্বাস আর অবহেলা তার গা সওয়া। চিরকাল সবাই তাকে

BanglaBook.org

এড়িয়ে গেছে ; তার থেকে দূরে থেকেছে। সে কি তার চেহারার জন্যে, না কি চোখের নিচের ওই ক্ষত চিহ্নটির জন্যে—তা সে জানে না। না কি তার গর্তে বসা চোখ দুটির জন্যে ভালো করে যা কাউকে ঠাহর পর্যন্ত করতে পারে না ! কিন্তু কারণ যাই হোক, লোকে তাকে ভয় করে ! এসব দুঃখ সে গায়েই মাখে না। কিন্তু আজ সে দুঃখবোধ করল।

যাদের আচরণে তার দুঃখ, তারা আরো সতর্ক হল। গভীর বিশ্বাসের বন্ধনে তারা ঐক্যবদ্ধ। বাইরের কাউকে তারা বিশ্বাস করে না, কাছে ঘেঁসতেও দেয় না। নিজেদের মধ্যেই মাঝে মাঝে সভার আয়োজন করে ; সবাই মিলে বড়ো একখানা রুটি ভেঙে খেতে বসে। কে বলবে, এরা একই পরিবারের লোক নয় ? এই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করার ব্যবস্থাটাও বোধ হয় তাদের সেই পরস্পরকে ভালোবাসার অঙ্গ বাইরের কাউকে কি এরা ভালোবাসে ? বলা শক্ত।

তার মানে এই নয় যে, বারাব্বাসও তাদের ভোজের অনুষ্ঠানে বসতে চায়। না, কারুর সঙ্গেই সে বাঁধা পড়তে রাজি নয়। সে যা, সে তাই নিজের এই স্বাতন্ত্র্যই সে ভালোবাসে।

কিন্তু আশ্চর্য, কদিন যেতে না যেতেই, সে আবার তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল। এমনকি, এমন ভান করতেও তার দ্বিধা হল না যে, সে তাদেরই বিশ্বাসের সঙ্গী তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, নইলে সে আগেই তাদের দলে যোগ দিত।

শুনে তারা বলল, যে আদর্শ প্রভু প্রচার করে গেছেন বারাব্বাস যাতে তা বুঝতে পারে, তার জন্যে তারা চেষ্টা করবে। বলল বটে, কিন্তু তারা খুশি হয়নি।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। নতুন কাউকে পেলে তাদের খুশি হবার কথা। বারাব্বাসের ক্ষেত্রে তারা খুশি হতে পারছে না। এই না পারার দুঃখে তারা নিজেরা যতটা ম্রিয়মাণ, বারাব্বাসও ততটা। কেন তারা তাকে বিশ্বাস করছে না, বারাব্বাস জানে। লজ্জায় তৎক্ষণাৎ সে চলে এল। তার চোখের নিচের ক্ষতচিহ্নটি ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে।

নিজের চোখে যাকে সে মরতে দেখেছে, কেমন করে সে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করবে ! তিনি যে পুনর্জীবন লাভ করেননি, করতে পারেন না, সে বিষয়ে বারাব্বাস নিশ্চিত। সব কিছুই মনগড়া ; কল্পনা বিলাস। কারুর পক্ষেই পুনর্জীবন লাভ সম্ভব নয়। বারাব্বাস যে মুক্তি পেয়েছে, তাতে কারো কোনো হাত ছিল না। যে কাউকেই তারা ছেড়ে দিতে পারত। তাকে দিয়েছে, এ তার সৌভাগ্য ঈশ্বরপুত্র ? অসম্ভব ! যদি ধরেও নেয়া যায় যে তিনি তাই, তবে তো তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন ! একি ভয়ঙ্কর ইচ্ছা ! তার কি তাহলে যন্ত্রণা

BanglaBook.org

ভোগেরই বাসনা হয়েছিল ? তিনি যদি ঈশ্বরপুত্রই হবেন তো এই যন্ত্রণাকেও তো এড়িয়ে যেতে পারতেন। অথচ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন নিজের প্রাণের বিনিময়ে বারাব্বাসের জন্যে তিনি মুক্তি এনে দিয়েছেন হয়ত তিনি বলেছেন—ওর পরিবর্তে আমাকেই তোমরা ক্রুশবিদ্ধ কর তা বললেও তিনি ঈশ্বরপুত্র নন ; হওয়া অসম্ভব !

আশ্চর্য পন্থায় তিনি তার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন দৃশ্যত মনে হয়, তার এতে কোনো হাত ছিল না ; অন্যের সিদ্ধান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি ! কিন্তু বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়ে তিনি নিজেকে যে হত্যা করালেন—তার ইচ্ছা যে এর মধ্যে নিহিত নয়, কে বলবে !

এরা বলে, তাদের জন্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সত্য হলেও সেটা গৌণ। বারাব্বাসের জন্যেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন এরা তার নিকট-সঙ্গী বারাব্বাস নিকটতর। সম্পূর্ণ পৃথক এক বন্ধনে সে তার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। এরা অবশ্য বারাব্বাসকে পরিহার করতে চায় তা করুক তাতে তার কী যায় আসে ? কেননা, যন্ত্রণা থেকে, মৃত্যু থেকে, মুক্তিদানের ব্যাপারে তাকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সে-ই তার নির্বাচিত পুরুষ। সে-ই তো সেই ভাগ্যবান।

বারাব্বাস কি এদের 'ভ্রাতৃত্ব' 'ভোজ অনুষ্ঠান' আর এই 'পরস্পরকে ভালোবাসা'র তোয়াক্কা করে ? মোটেই না নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সে ভালোবাসে। ঈশ্বরপুত্রের কাছেও সে তার এই স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়নি এদের মতো নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি।

স্বেচ্ছায় কেউ মৃত্যুবরণ করে ! অযথা কেউ যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় ? ভাবতেও তার বিশ্রী লাগছে। মনে সেই দুর্বল মানুষটির ছবি ভেসে উঠল হাত দুখানি অসহায়ভাবে দুদিকে ঝুলে পড়েছে। যন্ত্রণায় কণ্ঠরুদ্ধ ! আর এই যন্ত্রণা নাকি নিজের ইচ্ছাতেই তিনি বরণ করেছেন। এ কী বীভৎস ইচ্ছা ! বারাব্বাসের এসব ভালো লাগে না। এরা যে তাকে শ্রদ্ধা করে তাই নয় তার সেই যন্ত্রণা, তার সেই ভয়াবহ মৃত্যু—সব কিছুই এদের কাছে শ্রদ্ধার ব্যাপার মৃত্যুকেও এরা ভালোবাসে। বীভৎস, বীভৎস ! সারাটা মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এদের সঙ্গে সে আর কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখবে না। সব কিছুই তার বিস্বাদ লাগছে

মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে অনন্তকাল সে বাঁচতে চায়। সে জানে, এই প্রবল জীবনতৃষ্ণার জন্যেই তার মৃত্যু হয়নি কত লোকই তো ছিল বেছে বেছে ঠিক তাকেই ছেড়ে দেয়া হল কেন ? ধরা যাক, সবই তিনি জানতেন। বারাব্বাস যে মরতে চায় না, যন্ত্রণাভোগেরও যে তার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই, তাও জানতেন বলেই

BanglaBook.org

বারাব্বাসের জায়গায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পরিবর্তে এটুকুই শুধু চেয়েছিলেন যে, বারাব্বাস তার সঙ্গে গলগথার পাহাড় পর্যন্ত যাবে, তার মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করবে। মৃত্যুর প্রতিই নয়, মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতেও তার অসীম বিতৃষ্ণা। তা সত্ত্বেও সে গলগথার পাহাড়ে গিয়েছে ; গিয়ে তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখেছে।

কুমার গলি থেকে বেরিয়ে এসবই চিন্তা করছিল সে এদের সঙ্গে সে যোগদান করতে চেয়েছিল। এরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে

বারাব্বাস প্রতিজ্ঞা করল, কোনোদিনই সে আর এখানে আসবে না

BanglaBook.org

সাত

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা মোটেই টিকল না পরের দিনই সে এল এসে বুঝতে পারল, নিজেদের আচরণে এরা লজ্জা পাচ্ছে। বারাব্বাসকে তারা বলল, তাদের ধর্মবিশ্বাসের কোনটা বারাব্বাস বুঝতে পারে না—তা যদি সে খুলে বলে, তাহলে তারা তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে

বারাব্বাস বলতে যাচ্ছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে হেঁয়ালি। পুনর্জীবনে সে বিশ্বাস করে না মরা মানুষ কি কখনো বেঁচে উঠতে পারে ?

যিনি সব চাইতে বুড়ো, বারাব্বাসকে বললেন তিনি, সত্যিই প্রভু মৃতকে জীবনদান করেছেন মৃত্যুর পর বেঁচে উঠেছে এমন কাউকে কি বারাব্বাস দেখতে চায় ? যদি তাকে দেখতে চায় তো সন্ধ্যা নাগাদ তারা তাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

বারাব্বাস হকচকিয়ে গেল। এতখানি সে আশা করেনি। সে ভেবেছে বড়জোর এরা যুক্তি দেখাবে যুক্তিতর্কের পথে না গিয়ে সরাসরি যে এরা প্রমাণ দিতে চাইবে, তা সে ভাবেনি। এটা যে একটা বুজরুকি তাতে তার সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও সে ভয় পেল। লোকটির সঙ্গে দেখা করতে চায় না সে। কিন্তু এখন আর তা বলা যায় না। এদের প্রভু যে শক্তিশালী, তা উপলব্ধি করাবার জন্যেই বারাব্বাসকে তারা সুযোগ দিয়েছে ভান করে হলেও তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত

সারাটা দিন গভীর উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটল তার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সে যখন কুমার গলিতে ফিরে এল—তখন সন্ধ্যা। কাজকর্ম চুকিয়ে লোকজন দোকানপাট বন্ধ করছে। শহরের ফটক পার হয়ে মাউন্ট অব অলিভের দিকে এগোতে লাগল তারা সে আর অল্পবয়সী একটি ছেলে এই ছেলেটিই তাকে লোকটির কাছে নিয়ে যাবে।

পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি গ্রাম ; তার উপকণ্ঠেই লোকটির বাড়ি ঘরের মধ্যেই সে বসে আছে। হাত দুটি টেবিলের উপর প্রসারিত দু চোখে অসীম শূন্যতা তারা যে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, এ যেন সে টেরই পায়নি

BanglaBook.org

বারাব্বাসের সঙ্গী তাকে শুভেচ্ছা জানাতেই তার হুঁশ হল ধীরে ধীরে মাথা তুলে চাইল সে অদ্ভুত নিস্তরঙ্গ গলায় বসতে বলল তাদের

ছেলেটি জানাল, তারা কুমার গলি থেকে এসেছে।

বারাব্বাস তার ঠিক সামনাসামনি বসেছে। লোকটির কণ্ঠস্বরই শুধু নয়, চেহারাও অদ্ভুত বিবর্ণ কঠিন মুখ ; গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে এমন নিষ্প্রাণ চেহারা সে আর দেখেনি মুখ তো নয়, যেন মরুভূমি কর্কশ উষর রিক্ত কাঠিন্য সেখানে

ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, সত্যিই আমার মৃত্যু হয়েছিল চারদিন চাররাত্রি কবরে ছিলাম আমি তারপর প্রভু আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন পুনর্জীবন লাভের পর দৈহিক শক্তিও ফিরে পেয়েছি আমাকে বাঁচিয়ে প্রভু প্রমাণ করেছেন যে তিনিই ঈশ্বরপুত্র।

নানা বিষয়ে আরো কিছুক্ষণ কথা হল তাদের প্রভু আর তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কেই ঘুরে ফিরে আলোচনা বারাব্বাস শুধু শুনে যাচ্ছিল সঙ্গী ছেলেটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল যে, সে তার বাবা আর মার সাথে দেখা করতে যাবে এই গ্রামেই তারা থাকেন

বারাব্বাসের ইচ্ছে ছিল না এখানে একলা থাকে লোকটির সামনে একা একা বসে থাকতে হবে ভাবতেই তার ভয় হল কিন্তু বিদায় নেয় কীভাবে !

কোনো অজুহাত তার মাথায় এল না একদৃষ্টে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—সে চোখে কোনো ভাষা নেই বারাব্বাসের অস্বস্তি হতে লাগল নির্বাক চোখ দুটি তাকে ভীত করে তুলছে ! পালাতে পারলেই যেন বাঁচে সে।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ। তারপর সে জিজ্ঞেস করল: আমাদের প্রভুকে তুমি বিশ্বাস কর না, তাই না ? বিশ্বাস কর না যে তিনি ঈশ্বরেরই পুত্র, ঠিক ?

একটু ইতস্তত করল বারাব্বাস তারপর বলল, হ্যাঁ।

এছাড়া কী বলত সে ? মিথ্যাও যদি বলত তো নির্বাক ওই দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হত না। এটা জানে বলেই সে সত্যি বলল। না, ঈশ্বরপুত্রে সে বিশ্বাস করে না।

লোকটি অল্প মাথা দুলিয়ে বলল, শুধু তুমি নও, অনেকেই বিশ্বাস করে না কাল আমার মা এখানে এসেছিলেন। তিনিও করেন না। অথচ এই সত্য ! তার ক্ষমতার আমিই সাক্ষ্য।

বারাব্বাস বলল, সেই জন্যেই এত সহজে তুমি বিশ্বাসী হতে পেরেছ। তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত

সে জানাল, প্রভু তাকে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে এনেছে বলে রোজ সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করে

মৃত্যুপুরী ! বারাব্বাস স্তম্ভিত হয়ে বলল, সে জায়গা আবার কোথায় ? তুমি সেখানে ছিলে ?

BanglaBook.org

বারাব্বাসের অস্থিরতাকে একটিমাত্র কথায় নিভিয়ে দিয়ে বলল সে, না, মৃত্যুপুরী আসলে কোথাও না। আমাকে তার কিছু বুঝতে হয়নি আমি মারা গিয়েছিলাম এবং যে মারা যায় সে জানে যে, মৃত্যু আসলে কিছুই না।

কিছুই না ?

না

বারাব্বাস তার দিকে অদ্ভুত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তার চোখ বিস্ফারিত

মৃত্যুপুরী বলতে কী বোঝায়, তুমি জানতে চাও ? ও আসলে কিছুই বোঝায় না সে জায়গা আছে, আবার নেইও

বারাব্বাস কৌতূহলে তাকিয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে সে যে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে, তেমন শক্তিও যেন তার নেই

সে জায়গা আছে, কিন্তু নেইও আসলে তা কিছুই নয় কিন্তু একবার যারা সেখানে গেছে, তারা জানে যে, কিছু না হয়েও তাই সব কিছু

চুপ করে আবার বলল সে, তুমি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছ। কেন করেছ আমি জানি না অন্য আর কেউ এ প্রশ্ন তোলেনি। জেরুজালেম থেকে প্রায়ই কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের কাছে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলি। শুনে যাদের বিশ্বাস হয়, তারা দীক্ষা গ্রহণ করে। অনেকেই এভাবে দীক্ষা নিয়েছে। প্রভুর কাছে আমার অনেক ঋণ। এভাবেই সেই ঋণ কিছুটা পরিশোধ করছি। প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ আসে। পুনর্জীবন লাভের কথা তাদের আমি বলেছি ; মৃত্যুপুরীর কথা নয় কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করেনি তুমিই প্রথম।

ঘর অন্ধকার লোকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে একখণ্ড রুটি আর একটু নুন বের করে আনল। রুটিটাকে ভেঙে খানিকটা নিজের জন্যে রাখল ; বাকিটা এগিয়ে দিল বারাব্বাসকে উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে অনুজ্জ্বল প্রদীপ থেকে বিষণ্ণ, নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছে। চুপচাপ তারা খেতে বসল, কারুর মুখেই কথা নেই।

কুমার গলির লোকদের মতো এর কাছে বাছ বিচার নেই। সবাই এখানে সমান তবুও অস্বস্তি হতে লাগল বারাব্বাসের। তার হলদে আঙুলে এগিয়ে দেয়া রুটির টুকরো মুখে দিয়ে বারাব্বাসের মনে হল, সারা মুখ লাশের গন্ধে ভরে উঠেছে।

বারাব্বাসের সঙ্গে লোকটার একত্র আহারের অর্থ কী ? নিশ্চয়ই গূঢ় কোনো তাৎপর্য আছে ! কী সেটা ?

খাওয়া শেষ হলে বারাব্বাসকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে। প্রার্থনা জানাল, জীবন তার শান্তিময় হোক।

উত্তরে অস্ফুট কী বলে বেরিয়ে এল বারাব্বাস অন্ধকারের মধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রাস্তা নেমে গেছে কী এক চিন্তা মাথায় নিয়ে সে সামনের দিকে পা বাড়াল।

***

BanglaBook.org

স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটি রাতে অবাক হয়ে গেল বারাব্বাস যেন আজ উন্মুক্ত সম্ভোগে তার এত আগ্রহ আগে দেখেনি মনে হল, বারাব্বাস কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায় শুয়ে শুয়ে মেয়েটি স্বপ্ন দেখতে লাগল যেন বারাব্বাস তার প্রেমে পড়েছে

কুমার গলির দিকে না যেয়ে সলোমন গেটের কাছে বসে রইল বারাব্বাস কুমার গলিরই কে যেন ওখান দিয়ে আসছিল বারাব্বাসকে দেখে জিজ্ঞেস করল, সন্দেহ দূর হয়েছে ? মরা মানুষকেও যে বাঁচিয়ে তোলা যায়, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো ?

বারাব্বাস বলল, তাদের প্রভুই যে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তা সে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু পুনর্জীবন দানের অধিকার তার নেই মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলে তিনি অন্যায় করেছেন

লোকটি কোনো কথা বলতে পারল না। মুখ তার ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে

বারাব্বাসও রাগে মুখ ঘুরিয়ে নিল

কথাটা চাপা রইল না কুমার গলি কলুপাড়া, চামার গলি, তাঁতি মহল্লা—সব জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ল যে বারাব্বাসের বিশ্বাস পাল্টায়নি। দুদিন বাদেই সে কুমার গলিতে গিয়েছিল গিয়ে দেখল কেউ তাকে বিশ্বাস করছে না। সবাই সন্দেহের চোখে দেখছে। কেমন থমথমে আবহাওয়া। তারা খোলাখুলিভাবেই বলা শুরু করছে, এত ঘনঘন সে এখানে আসছে কেন ? কী চায় সে ? তাদের সঙ্গে তার মেলামেশারই বা উদ্দেশ্য কী ? সে কি গুপ্তচর ?

প্রশ্ন শুনে বারাব্বাস স্তম্ভিত। শুধু দেখল, ক্রোধে উত্তেজনায় লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছে। লোকটিকে সে চেনে না দেখে মনে হয়, কাপড়-চোপড় রং করা পেশা তার

বারাব্বাস বুঝল যে, তার মন্তব্যে এদের আঘাত লেগেছে বুঝল, এরা আর তার প্রতি প্রসন্ন নয়। কেউই তার সঙ্গে মেশে না ; কথা বলে না। সকলেই তাকে সন্দেহ শুরু করেছে। তারা জানতে চায়, আসলে সে কে ?

এবং যা অনিবার্য তা-ই ঘটল একদিন। কথাটা প্রায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল যে, এ-ই সেই লোক ! এরই পরিবর্তে তাদের প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। এরই জায়গায় প্রাণ দিয়েছেন ঈশ্বরপুত্র। এ-ই সেই বারাব্বাস !

ঘৃণা, বিদ্বেষ আর ক্ষোভে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠল বারাব্বাস ততক্ষণে আত্মগোপন করেছে ; সে আর এখানে ফিরে আসবে না। কোনো দিন না

তবু তাদের শান্তি নেই তাদের ক্রোধ যেন ছড়িয়ে পড়ছে জেরুজালেমের প্রতিটি দেয়ালে: কোথায় বারাব্বাস ? কোথায় সেই পাপিষ্ঠ ?

BanglaBook.org

আট

সেই যে বারাব্বাস মোটা মেয়েটির বাড়িতে ঢুকেছে, আর বেরোয়নি পর্দার পিছনে সে শুয়ে থাকে, আর ভাবে কারুর সঙ্গেই সে কথা বলে না স্থূলাঙ্গিনী মেয়েটির সঙ্গেও না। বাড়িতে খুব যদি হই-হল্লা হয় তো চুপচাপ সে ছাদে আশ্রয় নেয় গোলমাল থামলে নিচে আসে দিনের পর দিন এভাবে কাটতে লাগল বারাব্বাসের কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না সামনে যদি কেউ খাবার এগিয়ে দেয় তো খায়, নইলে খায় না। কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ নেই ; সব কিছুই নির্লিপ্ত।

কী হয়েছে ওর ? অনেক ভেবেও মেয়েটি কোনো হদিস পেল না। অথচ বারাব্বাসকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস তার নেই। সে বুঝতে পেরেছে, বারাব্বাস একলা থাকতে চায়। তা-ই থাক কোনো কথার জবাব দেয় না আজকাল ; চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবে বারাব্বাসের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ?

হঠাৎ তার সন্দেহ হল। যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, বারাব্বাস তার শিষ্যদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করেছে। তারাই কোনো মন্ত্র দেয়নি তো ? হবে বোধ হয় এরপর থেকেই বারাব্বাসের ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। তারপর থেকেই সে গুম এ নিশ্চয়ই তাদের কাজ। নিজেরা ওরা উন্মাদ বারাব্বাসকেও উন্মাদ বানিয়ে ছাড়বে। তাছাড়া আর কী ! ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে তো তারা তাদের ত্রাণকর্তা মনে করে। মনে করে—তিনিই তাদের দুঃখ দূর করবেন। শুধু কী তাই ? সেই ত্রাণকর্তাই নাকি জেরুজালেমের সিংহাসনে এসে বসবেন ! সব বদ্ধ পাগল আর বারাব্বাস কিনা শেষকালে এই পাগলদের সঙ্গে গিয়ে মিশতে শুরু করল ছি ছি, ওর লজ্জাও করল না ? তারা নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়েছে যে, তাদের প্রভু নির্দোষ এক মহাপুরুষ !

বারাব্বাস হয়ত কারো প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে থাকার লজ্জাতেই কথা কইতে পারছে না ভাবছে, এর চাইতে সে নিজে মরলেই ভালো ছিল না মরার

BanglaBook.org

লজ্জাতেই সে যেন জীবন্মৃত। বারাব্বাস একটা বোকা ! আপন মনেই মেয়েটি হেসে উঠল।

বারাব্বাসের সঙ্গে এ নিয়ে সে খোলাখুলি কথা বলবে।

কিন্তু না, কথা বলা হয় না। কী এক কারণে বারাব্বাসের সঙ্গে কেউ ব্যক্তিগত কথা বলার সাহস পায় না মেয়েটিও না এবং আগের মতোই তার দিন কাটতে লাগল উদ্বেগে। দুর্ভাবনার অবসান তো হলই না, উল্টো আরো আকাশ পাতাল চিন্তায় নিজেই পাগল হয়ে উঠল। বারাব্বাসের কি অসুখ হয়েছে ? কঠিন কোনো অসুখ ? তাই হবে হয়ত অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে সে বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ ইলায়াহু ওর চোখের নিচে যেখানটায় ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল, সেই ক্ষতচিহ্নটা ছাড়া কোথাও রক্তের কোনো আভাস নেই ! এই কি সেই দুর্দান্ত বারাব্বাস ?

কারুর আত্মা ওর শরীরে এসে বাসা বেঁধে যা খুশি ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে না তো ? সে আত্মা কার ? ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যে মারা গেছে, তারই নয় তো ? তাই হবে। বারাব্বাসের অনিষ্ট করতে চায় সে। মৃত্যুর মুহূর্তে তার আত্মা বারাব্বাসের ওপর ভর করেছে। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করা হয়েছে তাকে ; আর এদিকে দোষী হওয়া সত্ত্বেও বারাব্বাসকে তার জায়গায় মুক্তিদান করা হয়েছে। বারাব্বাসের ওপরে তাই সে প্রতিশোধ নিতে চায়। তা-ই যদি না হবে তো ছাড়া পাবার পর থেকেই বারাব্বাসের এই পরিবর্তন কেন ? প্রথম দিনেই তার যে পরিবর্তন মেয়েটির চোখে পড়েছিল, দিন দিনই তার মাত্রা বেড়ে চলেছে।

কিন্তু বারাব্বাস কি তা জানে ? জানে যে ক্রুশবিদ্ধ লোকটার আত্মা শেষকালে তারই শরীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে ? মৃত্যুর পরেও যে সেই লোকটা বারাব্বাসেরই দেহের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, বারাব্বাস কি বোঝে সেকথা ?

না ! সে হয়ত কিছুই টের পায়নি। পায়নি বলেই অবস্থা এত খারাপ ! আরেকজনের আত্মাকে সে বহন করে বেড়াচ্ছে, নিজে অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে। কী দুর্ভাগ্য !

বেচারার দিকে তাকালেও এখন কান্না পায় মেয়েটির বারাব্বাসের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই মেয়েটির দিকে সে তাকায় না পর্যন্ত। রাত্রিতেও তাকে তার দরকার পড়ে না এই দুঃখটাই মর্মান্তিক। বারাব্বাস চায় না তাকে। তা সে বোঝেও। এত অবহেলার পরেও সে বারাব্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। যদিও বুক ফেটে তার কান্না আসে !

বারাব্বাসকে কি আর ফিরে পাবে ? ক্রুশবিদ্ধ লোকটির আত্মাকে দূর করে দিয়ে বারাব্বাসকে পাবার কোনো উপায় তার জানা নেই। এমন শক্তসমর্থ মানুষ কিনা শেষে এই হয়ে গেল ! মেয়েটি ভয়কাতুরে নয় ; তবু তার ভয় ভয় করতে লাগল

BanglaBook.org

না, ঠিক ভয়ও নয় উপায়হীনতার তীব্র অস্বস্তিই তাকে অস্থির করে তুলেছে। মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, পৃথুলা বারাব্বাসই তার উপযুক্ত পুরুষ কী ভাবছে বারাব্বাস ? ভাবছে কি যে, তারই আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল ? তা যে হয়নি, মেয়েটি তাতে সুখী। এছাড়া তার আর কোনো সান্ত্বনা নেই

ভাবতে ভাবতেই সে বুঝল যে, সব কিছুই আসলে তার কল্পনা। সত্যি মিথ্যা কিছুই সে জানে না কী যে হয়েছে বারাব্বাসের, আদৌ তার উপরে কারুর ভর হয়েছে কিনা, তাও না। তবে তার দিকে আর বারাব্বাসের নজর নেই। অথচ সে বারাব্বাসকেই ভালোবাসে তার উপেক্ষা সত্ত্বেও ভালোবাসে এ তার মূর্খতা ছাড়া কী ! দুচোখ তার অশ্রুতে ভরে উঠল।

***

দিন দুয়েক বারাব্বাস শহরে বেরিয়েছিল ঘুরতে ঘুরতেই একদিন নিচের গুদাম ঘরে এসে হাজির হল দেয়ালের গায়ে দু চারটে ঘুলঘুলি দিয়ে অল্প আলো আসে বাকিটা অন্ধকার দম আটকা বাতাসের সঙ্গে কাঁচা চামড়ার তীব্র গন্ধ মনে হচ্ছে এটা চামড়ার গুদাম। অথচ এটা চামড়া গলি নয়। জায়গাটা কেড্রন উপত্যকার দিকে। এখানে আবার চামড়ার গুদাম ছিল কবে ? বারাব্বাস অবাক হল তারপরেই বুঝল পাহাড়ের মন্দিরে যে পশু বলি দেয়া হয়, তার চামড়া এখানে শুকিয়ে নেয়া হয়। জায়গাটা এখন পরিত্যক্ত। দেয়াল ঘেঁসে সারি সারি গামলা বসানো। তার ভিতর থেকে উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। মেঝের উপরে রাশ রাশ আবর্জনার জঞ্জাল এখানে এরা কারা জমায়েত হয়েছে ?

দরজার এক কোণে সে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে। ঘরের মধ্যে যারা একত্রিত হয়েছে তারা সবাই প্রার্থনা করছে। একদৃষ্টিতে বারাব্বাস তাদের লক্ষ করছে। ঘুলঘুলির কাছে যারা বসে আছে, একমাত্র তাদেরকেই দেখা যাচ্ছে ; আর কাউকে না। তবে না দেখেও বারাব্বাস বুঝল যে, এ ঘরের সব জায়গাতেই, এমনকি আনাচ-কানাচের অন্ধকারেও লোক ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তাদের প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে কখনো সেই প্রার্থনা উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে, আবার খাদে মিলিয়ে যায়। জেগে থাকে গুঞ্জন সেই মিলিত কণ্ঠগুঞ্জন যখন নিচু গ্রাম থেকে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, সারা ঘর গমগম করছে। মনে হয় যেন কী এক আবেগে এরা উন্মত্ত। কোনোকিছুর দিকেই এদের লক্ষ নেই। আর সেই উন্মত্ততার আবেগ একটু থিতিয়ে আসতে না আসতেই কেউ একজন উঠে দাঁড়ায় তাদের প্রভু যে কত মহান, কত শক্তিশালী, তাই বর্ণনা করতে থাকে। সবাই চুপ হয়ে শোনে নিস্তব্ধ, কিন্তু উন্মুখ। বর্ণনা শুনে মনে হয় এরা যেন প্রত্যক্ষদর্শী লোকটির কথা থেকে তারা শক্তি আর উদ্যম সংগ্রহ করে। তারপর আবার প্রার্থনা। আবার সেই মিলিত গুঞ্জন সুরের আঘাতে সারা ঘর ঝংকৃত হয়ে ওঠে

BanglaBook.org

প্রার্থনার মধ্যে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে। তার কাছের লোকটি মধ্যবয়সী গাল দুটি গর্তে বসা ; মাথা থেকে ঘাম ঝরছে। কথা শেষ করে সে মেঝের উপর শুয়ে কপাল দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। তাদের প্রভুই যে সবকিছু নন, তারও উপরে যে একজন ঈশ্বর আছেন, হঠাৎ যেন সেকথা তার মনে পড়েছে।

দূরে আর একজন উঠে দাঁড়াল। গলাটা মনে হল চেনাচেনা। মুখের উপরে আলো পড়ায়। বারাব্বাস তাকে চিনতে পারল। গ্যালিলির সেই লাল দাড়ি লোকটি। অন্যদের মতো তিনি উত্তেজিত নন, আপন ভাষায় ধীরে ধীরে কথা বলছেন। জেরুজালেমের বাসিন্দারা এ ভাষা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এরা করছে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে। কথাগুলো নতুন কিছু নয়। প্রথমটায় তিনি প্রভুর কথা বললেন তার শক্তি, তার মাহাত্য বর্ণনা করলেন। বললেন, তাকে যারা বিশ্বাস করে, তারই জন্যে তাদের নিপীড়ন সহ্য করতে হবে। প্রভু সেকথাই বলে গেছেন। সে অত্যাচার যদি আসেই—শান্তচিত্তে তারা তা বরণ করে নেবে। সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যেও তারা মনে রাখবে যে, তাদের প্রভুকেও একদিন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তার মতো অতখানি শক্তি তাদের নেই। তারা দুর্বল তারা অক্ষম। তবু, যন্ত্রণার সেই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও তারা বিশ্বাসভঙ্গ করবে না ; প্রভুকে তারা অস্বীকার করবে না।

বারাব্বাসের মনে হচ্ছিল, কথাগুলো যেন তিনি অন্যদের উদ্দেশ্যে নয়, নিজের উদ্দেশেই বলছেন। শ্রোতারা আরো কিছু আশা করেছিল। তিনিও একটু থেমে আবার বললেন, প্রভু তাকে একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন, সেটি আজ সবাইকে তিনি শোনাবেন।...

প্রার্থনা শুনে সারা ঘর প্রশংসামুখর। কেউ কেউ অভিনন্দন জানাতেও এগিয়ে এল। বারাব্বাস তাদের অনেককেই চিনতে পারল। এরাই একদিন তাকে বলেছিল, 'দূর হ, নাস্তিক ! দূর হ !'

আরো দু-একজন প্রভু সম্পর্কে দু চার কথা বলল। সারা ঘরে যেন তীব্র আনন্দ ঘনীভূত হচ্ছে। আনন্দের আবেগে দুলছে কেউ কেউ। বারাব্বাসের মনে হল, এরা মন্ত্রমুগ্ধ। চুপচাপ সে দেখে যেতে লাগল।

আচমকা ভিড়ের মধ্যে উঠে দাঁড়াল ঠোঁটকাটা সেই মেয়েটি। হাত তার শীর্ণ বুকের উপরে জড়ো করা ; মুখ বিবর্ণ। সেই বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখের উপরে খানিকটা সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সমাধিভূমির পাশে আকস্মিক সেই যে একদিন দেখা হয়েছিল, তারপর ওর সাথে আর দেখা হয়নি। বারাব্বাসের মনে হল, এ কদিনে মেয়েটি আরো রোগা, আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গাল দুটি গর্তে বসা দৃষ্টি বিস্ফারিত। পোশাকও শতছিন্ন। সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কেউই তাকে চেনে না। মনে হল তারা বিস্মিত। অথচ কেন এই বিস্ময়, তাও সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না

BanglaBook.org

মেয়েটিও কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না কিছু বলুক আর নাই বলুক, বারাব্বাসের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তবু তার অস্বস্তি হতে লাগল। কী বলবে ও ?

স্পষ্টই মেয়েটি ভয় পেয়েছে। কারো দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই তার। যেন দু চার কথা বলে পালাতে পারলেই বাঁচে এতই যদি ভয়, তো এখানে না এলেই পারত

ঈশ্বরপুত্রের অলৌকিক শক্তি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে সে কথাই সে জানাতে চায় পৃথিবীর তিনি ত্রাণকর্তা তার অসীম শক্তিতে আস্থা জানিয়ে সে শুরু করল এমনিতেই জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে সে তার উপরে এত লোক দেখে ভয়ে কাঁপছে কোনো কথাই গুছিয়ে বলতে পারল না শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তারা খুবই হতাশ হয়েছে দু একজন লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল। মেয়েটির শেষ কটি কথা বারাব্বাস শুনতে পেল—'প্রভু, তুমি আমাকে সাক্ষ্য হতে বলেছিলে ; তোমার আদেশ আমি পালন করলাম।' বলে সে অন্যদের উৎসুক দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতেই যেন হঠাৎ বসে পড়ল

শ্রোতারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে প্রায় কিছুই বলতে পারেনি মেয়েটি তার এই অক্ষমতার জন্যেই যেন অনুষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এরপর যে অন্য আলোচনা জমবে না, তাও সবাই বুঝে গেছে। সকলেই বাড়ি যেতে উন্মুখ বারাব্বাসকে যারা নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লোকটি নেতা গোছের উঠে দাঁড়িয়ে সে জানাল, কেন তারা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্যে এমন জায়গা বেছে নিয়েছে—তা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছেন পরের বার তারা অন্য কোথাও মিলিত হবে কোথায়, তা বলা যাচ্ছে না প্রভুর আশীর্বাদে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্যেও নিরাপদ কোনো জায়গা খুঁজে বের করা হবে প্রভুই তাদের রক্ষক, তারা তো মেষপালকমাত্র ! তাদের তিনি পরিত্যাগ করবেন না। আর...

বারাব্বাসের কানে গেল না বাকি কথা। ততক্ষণে সে বাইরে চলে এসেছে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কদর্য লাগছে ছি ছি মানুষ এত বোকা হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

দু একদিন পরেই নির্যাতন শুরু হল বিচারের নামে বীভৎস অত্যাচার ডাঙ্ গেটের সেই লোকটি, সারাক্ষণই যে হাঁপাত, অন্ধ বুড়ো, একদিন জেরুজালেমের আদালতে এল সেখানে সে বলল, ডাঙ্ গেটে আমাদের আস্তানার কাছে একটি মেয়ে আশপাশের লোকদের মধ্যে যা তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। বলছে, তার এক ত্রাণকর্তা আছেন পৃথিবীকে তিনি নাকি পাল্টে দেবেন এই পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন, তারপর নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় হবে। তার কথা ছাড়া অন্য কারো কথা সেখানে খাটবে না বলুন, এ কি মিথ্যে নয় ? মিথ্যে রটানো ছাড়া মেয়েটির কোনো কাজ নেই ? সর্বনাশা মেয়ে ! পাথর ছুড়ে হত্যা করলে তবেই এর উপযুক্ত জবাব হয়।

বিচারক বুদ্ধিমান লোক। শুনেই অভিযোগ নিতে রাজি নন বুড়োকে সব খুলে বলতে বললেন তিনি প্রথমত, এই ত্রাণকর্তাটি কে ?

বুড়ো বলল, অতশত সে জানে না। তবে এই লোককে বিশ্বাস করার অপরাধে আরো অনেককে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটিকে সে বলতে শুনেছে, এই ত্রাণকর্তাই তার প্রভু। তিনি সবাইকে রক্ষা করবেন। কুষ্ঠরোগীদের সরিয়ে না দিয়ে তাদের রোগমুক্ত করবেন কুষ্ঠরোগীরা অবাধে সব জায়গায় যেতে পারবে। বড়ই ভয়ের কথা। এখন তবু তাদের সঙ্গে একটা ঘণ্টা থাকে। ঘণ্টার শব্দ শুনে সুস্থ লোকেরা সরে যেতে পারে তাও যদি না থাকে তো যে কোন সময় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যারা অন্ধ, যেমন আমি, আমার তো নিস্তারই নেই।

বিচারক তার চিবুকের ডগায় মৃদু মৃদু টোকা মারতে লাগলেন অন্ধ বুড়ো পর্যন্ত সেই শব্দ শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি প্রশ্ন করলেন: মেয়েটিকে কেউ বিশ্বাস করে ?

নিশ্চয়ই করে। ডাঙ্ গেটের ওখানে একদল মূর্খ লোক আছে, এই ধরনের রটনা পেলে তারা অন্যকিছু শুনতেই চায় না। সব চাইতে বেশি বিশ্বাস করে কুষ্ঠরোগীরা। সময় অসময় নেই, মেয়েটি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে

BanglaBook.org

কুষ্ঠরোগীদের জন্যে যে জায়গাটা ঘিরে দেয়া হয়েছে, কয়েকবারই মেয়েটি সেখানে গিয়েছে। এ নিয়ে কানাঘুষারও অন্ত নেই মেয়েটি নাকি তাদের কাছে গিয়ে নষ্টও হয়েছে মেয়েটির এখনো বিয়ে হয়নি কিন্তু বিয়ে না হলেও ও মেয়ে কুমারী নয়। লোকে বলে, একটি ছেলে হয়েছিল তার—নিজেই সে তাকে হত্যা করেছে তবে সত্যি মিথ্যা আমি জানি না পাঁচজনে পাঁচকথা বললে তো দু-চারটে আমার কানেও আসে চোখ দুটি অন্ধ হলেও কানে তো ঠিকই শুনতে পাই। অন্ধ হওয়া বড়ো দুর্ভাগ্য, হুজুর ; বড়ই দুর্ভাগ্য !

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, যে লোকটিকে সে ত্রাণকর্তা রটিয়ে বেড়ায়, ওর দ্বারা তার কি অনেক শিষ্য জুটেছে ?

নিশ্চয়ই কারণ প্রত্যেকেই চায় সেরে উঠতে। মেয়েটি রটিয়েছে যে, কানা হোক, খোঁড়া হোক—সবাইকে তিনি সারিয়ে তুলবেন। পৃথিবীর কোনোখানেই দুঃখ রাখবেন না ডাঙ্ গেটে তো নয়ই, কোনোখানেই না শুনে শুনে অঢেল শিষ্য জুটেছে তার এখন অবশ্য তারা চটাচটি করছে মেয়েটি তাদের কথা দিয়েছিল, শিগ্‌গিরই প্রভুর দেখা পাওয়া যাবে কিন্তু তার দেখা নেই। সবাই তাই মেয়েটিকে সর্বক্ষণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। তবে কুষ্ঠরোগীরা তাকে এখনো বিশ্বাস করে। যেভাবে মেয়েটি তাদের কানে রাতদিন মন্ত্র ঢালছে, বিশ্বাস না করে উপায় কী ! এমন কথাও সে তাদের বলেছে যে, কুষ্ঠরোগীদের তো কেউ মন্দিরে ঢুকতে দেয় না, প্রভু তাদের মন্দিরেও নিয়ে যাবেন।

কুষ্ঠরোগীদেরকে ? কী সর্বনাশ !

নইলে আর বলছি কী, হুজুর ?

মেয়েটি কি পাগল ? পাগল ছাড়া কেউ বলে একথা ?

মেয়েটি তো কিছু বলে না, তার প্রভুই তাকে দিয়ে বলান প্রভুর নাকি অসীম ক্ষমতা কোনো কিছুই তার অসাধ্য নয় ; তিনি ঈশ্বরপুত্র।

ঈশ্বরপুত্র ?

হ্যাঁ, তাই।

একথা বলে মেয়েটি ?

শুধু কী বলে, এ তার দৃঢ় বিশ্বাস আস্পর্ধার বহরটা একবার দেখুন, স্বচক্ষে যাকে সবাই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে দেখেছে, সে কিনা ঈশ্বরপুত্র ! মেয়েটিও তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু এই অপরাধেই ওর শাস্তি হওয়া উচিত লোকটিকে যারা ক্রুশে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, ভেবে-চিন্তেই তো দিয়েছিলেন। ঠিক কিনা ?

আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম

তবে তো আপনি সবই জানেন

BanglaBook.org

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ বিচারক আবার তার চিবুকের ডগায় টোকা মারছেন অন্ধ বুড়ো বুঝল যে তিনি গভীর চিন্তারত এক সময় সেই স্তব্ধতা ভেঙে বললেন তিনি, মেয়েটির অদ্ভুত বিশ্বাসের জন্যে আদালত তার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে

বুড়ো তাকে ধন্যবাদ জানাল দেয়াল ধরে ধরে সে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল বুড়োকে সাহায্য করার জন্যে বিচারক একজন ভৃত্য পাঠালেন মেয়েটি যে সত্যিই অপরাধী, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে তাকে শেষ প্রশ্ন করলেন, মেয়েটির বিরুদ্ধে তোমার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ আছে ?

আক্রোশ ! আক্রোশ কেন থাকবে ? কারুর বিরুদ্ধেই আমার কোনো আক্রোশ নেই। আমি অন্ধ, কারো চেহারা দেখিনি আমার কেন আক্রোশ থাকবে ? যা সত্যি, তাই আপনাকে জানালাম।

ভৃত্যটি তাকে বাইরে দিয়ে এল। ফটকের বাইরে তার সাহায্যকারী ছেলেটি তখনো অপেক্ষা করছে অন্ধ বুড়ো হাতড়ে হাতড়ে তার হাত ধরল তারপর দুজনে মিলে ডাঙ্ গেটের দিকে রওনা হল।

***

রায় দেয়া হল দ্রুত ; মেয়েটি অপরাধী এই অপরাধের জন্যে তাকে হত্যা করা হবে।

শহরের দক্ষিণ দিকে বিরাট যে গহ্বর রয়েছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। প্রচুর লোক আদালতে জমা হয়েছিল। সারাটা পথ তারা চিৎকার করতে করতে এসেছে মন্দিরের একজন কর্মকর্তাও সান্ত্রীদের নিয়ে উপস্থিত। সান্ত্রীদের চুল এবং দাড়ি রঙিন ফিতে বাঁধা পা থেকে কোমর পর্যন্ত অনাবৃত প্রত্যেকের হাতেই ষাঁড়ের চামড়ার দীর্ঘ চাবুক। চাবুক আস্ফালন করে তারা শান্তি রক্ষা করছে !

সান্ত্রীদের একজন মেয়েটিকে গহ্বরে দাঁড় করিয়ে রেখে এল উত্তেজিত জনতা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। গহ্বরের মধ্যে বড়ো বড়ো পাথর ; পাথরের গায়ে চাপ চাপ রক্তের দাগ আরো অনেককে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়েছে এখানে

সৈন্যাধ্যক্ষ চিৎকার করে উঠলেন, 'চুপ, চুপ

মুহূর্তে সব শান্ত।

ভৌতিক নিস্তব্ধতার মধ্যে নগরপালের এক সহকারী রায় পাঠ করে শোনাল। মৃত্যুদণ্ডের কারণ বর্ণনা করে বলল, মেয়েটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, তাকেই প্রথম পাথর ছুঁড়তে হবে

বুড়োকে গহ্বরে নিয়ে যাওয়া হল ব্যবস্থাটা তার মোটেই মনঃপূত হয়নি কেন, আমি কেন ওকে পাথর ছুড়তে যাব ? আমি কেন ? আমি তো ওকে দেখিনি পর্যন্ত !

সবাই তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এই হল আইন আইন কি অমান্য করা যায় ?

BanglaBook.org

বুড়ো অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে এল। তার হাতে একখণ্ড পাথর তুলে দিতেই সে সেটিকে ছুড়ে মারল। ছোড়া খণ্ডটি মেয়েটার কাছ দিয়েও গেল না। আবার তার হাতে পাথর দেয়া হল। তারপর আবার, আবার। প্রতিবারেই পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে লাগল। কী করে সে লক্ষ্যভেদ করবে ! লক্ষ্যবস্তুকে তো সে দেখতেই পাচ্ছে না বারাব্বাস পাশেই দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি মেয়েটির দিকে।

বুড়োকে সাহায্য করবার জন্যে আবার কে একজন এগিয়ে এসেছে। লোকটির চেহারা রুক্ষ, কঠিন। কপালের একধারে চামড়ার ছোট্ট খাপে আইনের নির্দেশ লটকানো লোকটি বোধ হয় কলমচি বুড়োর হাতের মধ্যে একখণ্ড পাথর তুলে দিয়ে হাতখানাকে সে সামনে এগিয়ে টিপ ঠিক করে দিল। কিন্তু এবারেও পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল, বিস্ফারিত চোখে। আশ্চর্য ! ভয় তো পাচ্ছেই না, বরং যেন মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে সে

লোকটি অধৈর্য হয়ে উঠল। বড়ো আর ধারালো একখণ্ড পাথর প্রাণপণ শক্তিতে ছুড়ে মারল এবারে পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। টলে উঠল মেয়েটি, তারপর পড়ে গেল। শীর্ণ দুর্বল হাত তার সামনের দিকে প্রসারিত—অসহায়ের মতো কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

জনতা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠল। চিৎকারে কান পাতা দায়। লোকটির দিকে তাকাল বারাব্বাস। লক্ষ্যভেদের আনন্দে তার সারামুখ উদ্ভাসিত। বারাব্বাস তার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর জামাটা একটু উপরে তুলে লম্বা ছুরি বসিয়ে দিল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ; ব্যাপারটা কেউ টের পর্যন্ত পেল না। তাছাড়া পাথর ছোড়ায় সকলে এত উন্মত্ত যে এদিকে কারো দৃষ্টিই নেই

গহ্বরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল বারাব্বাস। টলতে টলতে মেয়েটি এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল: এসেছেন ! তিনি এসেছেন ! আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি ! তাকে দেখতে পাচ্ছি !

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। মনে হল যেন কারুর অদৃশ্য বস্ত্রপ্রান্ত আঁকড়ে ধরেছে। অনুনয়কাতর কণ্ঠে সে বলল: প্রভু, কী করে আমি তোমার হয়ে সাক্ষ্য দেব, বল ? আমি অক্ষম। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা।...

পাথরে পাথরে রক্ত মাখামাখি। তারই উপরে মেয়েটি আছড়ে পড়ল। আর উঠল না।

হত্যা পর্ব সমাপ্ত হবার পরে অবাক হয়ে সবাই দেখল, জনতার মধ্যে আরো কে একজন মরে পড়ে আছে। একে কে মারল ? এ যে ছুরির কাজ। হায় হায় !

চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে কে একজন ছুটে বেরিয়ে গেল। অলিভ বনের শাখায় শাখায় অন্ধকার নেমে এসেছে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে যে কোথায়

BanglaBook.org

মিলিয়ে গেল, কেউ বুঝতে পারল না। দুজন সান্ত্রী পিছুও নিয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। ধরিত্রী যেন তাকে গিলে নিয়েছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এল বারাব্বাস। হাতড়ে হাতড়ে নিচে নামল। অন্ধকারে পথই ঠাহর করা যায় না ; খুব সাবধানে সামনে এগোতে হয়। একটু এগিয়েই সে মেয়েটিকে পেল। স্তূপীকৃত পাথরের নিচে তার মৃতদেহ পড়ে আছে। সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ। বোঝা যাচ্ছে, মৃত্যুর পরেও বহুক্ষণ ধরে তার উপর শিলা-বৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটিকে তুলে বারাব্বাস অন্ধকারে মিলিয়ে গেল

BanglaBook.org

দশ

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে হাঁটছে। মৃতদেহটিকে মাঝে মাঝে নামিয়ে রেখে একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর ফের পথ চলা। মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্রগুলো ঝকঝক করছে। এতক্ষণ চাঁদ ছিল না, এবারে চাঁদও উঠল মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল বারাব্বাস। এত পাথর ওরা ছুড়েছে, তবু মুখখানি অক্ষত আশ্চর্য ! মৃত্যুর পরেও সে মুখের কোনো বিকৃতি ঘটেনি। শুধু ঠোঁটের উপরকার সেই কাটা দাগটি আর চোখে পড়ছে না না পড়ুক, কিছুই আর তাতে যায় আসে না। সবকিছুই এখন অর্থহীন।

বারাব্বাস একদিন প্রেম নিবেদন করেছিল এই মেয়েকে। মেয়েটিকে যখন প্রথম ভালোবাসার কথা জানিয়েছিল, সারা মুখ তার পুলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কেউ কখনো তাকে প্রেম নিবেদন করেনি। বারাব্বাসের প্রেমও যে মিথ্যা, তাও বোধ হয় সে জানত। জানত ; তবু খুশি হয়েছিল।

নাকি জানত না ? যাই হোক, যা কিছু তার কাছে প্রার্থনা করেছে বারাব্বাস, পেয়েছে। তার কাছে যা অপরিহার্য, যা না হলে সে বাঁচতে পারত না, মেয়েটি তাকে দিয়েছে। রোজই দিয়েছে এতখানি সে হয়ত চায়ও নি মেয়েটির গলা ছিল কর্কশ; সেই কর্কশ গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলত সে। বারাব্বাসের বিরক্তি লাগত এক এক সময়। সে তাকে বলেছিল যে, সে যেন বেশি না বকবক করে। হাতের কাছে অন্য মেয়ে না থাকায় বারাব্বাসকে এই মেয়ে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। কারণ, তখন সে আহত। পা সারবার পরে মেয়েটির দিকে আর ফিরেও তাকায়নি সে। তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেছে। তাছাড়া কী-ই বা করতে পারত সে !

সামনেই মরুভূমি। বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় মরুভূমিকে ক্লান্ত, নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। যে দিকেই চাও— একই দৃশ্য, একই ক্লান্তি, একই শূন্যতা। বারাব্বাস আপন মনেই বলল, পরস্পরকে ভালোবাস !

BanglaBook.org

মাথা নিচু করে সে মেয়েটির দিকে তাকাল আরেকবার তারপর তাকে কাঁধে তুলে আবার হাঁটতে শুরু করল।

উট আর খচ্চরে হাঁটা পথ। জেরুজালেম থেকে জুডার মরুভূমি হয়ে এ পথ মোবাইটে গিয়ে মিশেছে পথ চলতি ভারবাহী পশুর পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া টুকিটাকি দু একটা জিনিস এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে এক আধটা ধবধবে সাদা কঙ্কালও মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। ক্ষুধার্ত শকুনের দল তার থেকে ঠুকরে ঠুকরে মাংস তুলে নিয়েছে।

এতক্ষণ চড়াই ভেঙে এসেছে ; সামনে উতরাই শুরু। ছোটোখাটো দু একটা গহ্বর পার হয়ে থামল বারাব্বাস। আর একটা মরুভূমি তার সামনে আগের চাইতেও এটি দুর্গম বন্ধুর। এটিও তাকে পার হতে হবে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বারাব্বাস নিজেকে বোঝাল সে, আর বেশি দেরি নেই এই বালুরাশি পার হলেই যাত্রা শেষ।

জায়গাটা সে খুঁজে নিতে পারবে তো ? নাকি বুড়োর কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে ? না, দরকার নেই যা করার সে একাই করবে। কী দরকার অন্যের কাছে গিয়ে ? বুড়ো এর অর্থই বুঝতে পারবে না।

সত্যিই তো, এত পথ ডিঙিয়ে মেয়েটিকে সে আনতে গেল কেন ? কেন আবার, তার আত্মা এখানে শান্তিলাভ করবে—এ জন্য ! এই ওর উপযুক্ত জায়গা।

গিলগলে কেউ ওকে শান্তি দিত ? দিত না। জেরুজালেমে পড়ে থাকলে এই মৃতদেহ কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হত। সে অসম্মান থেকে বাঁচাবার জন্যেই বারাব্বাস তাকে সরিয়ে এনেছে

বাঁচাবার জন্যে ? হাঁ হাঁ হাঁ। প্রাণ খুলে সে হেসে উঠল। মৃতকে কি কেউ বাঁচাতে পারে ? সম্মান-অসম্মান সবই তো মৃত্যুর কাছে মূল্যহীন। একদিন তাকেও এখানে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হয়েছে না ? একটি মাত্র সান্ত্বনা তার—ওর মেয়েটিকেও এখানেই কবর দেয়া হয়েছে

কিন্তু এরই বা মূল্য কী ? কিছুমাত্র মূল্য নেই। বারাব্বাস তা জানে। জেনেও সে অর্থহীন কাজই করে যাচ্ছে। যে বেঁচে নেই, তাকে তুষ্ট করা খুবই কঠিন।

জেরুজালেমে যাবার কী এমন দরকার পড়েছিল তোর ! জনাকয়েক উন্মাদ মিলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হয়েছে। এদের সঙ্গে না জুটলে কী তোর চলছিল না ? তার চেয়ে যদি বুড়োর কথা মেনে চলতি, এমন মৃত্যুবরণ করতে হত না। বুড়ো বলেছিল, এমন ভাবে অনেক দেখা আছে লোক ঠকানো ত্রাণকর্তা সে ম্যালা দেখেছে। সেসব না শুনে উন্মাদদের সঙ্গে গিয়ে কেন জুটেছিলি তুই ?

BanglaBook.org

ফলও হাতে হাতেই পেয়েছিস !

বারাব্বাস আবার তার দিকে তাকাল চূর্ণবিচূর্ণ, রক্তাক্ত মৃতদেহ ! তুই কিনা ত্রাণকর্তার জন্য সব তুচ্ছ করলি ! ত্রাণকর্তা ! পৃথিবীর ত্রাণকর্তা ? হুহ্ ! মানুষকে তিনি রক্ষা করবেন। তাই যদি হবে তো তোকে রক্ষা করলেন না কেন ? কেন তোকে এভাবে মরতে হল ইচ্ছে করলেই তো তিনি তোকে বাঁচাতে পারতেন সে ইচ্ছে তার হয়নি কারণ, যন্ত্রণাকেই তিনি ভালোবাসেন ভালোবাসেন, অন্যেরা তার হয়ে সাক্ষ্য দিক ; তার হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করুক।

না, ক্রুশবিদ্ধ লোকটিকে তার ভালো লাগেনি তিনিই তোকে হত্যা করেছেন তার জন্যে তুই মৃত্যুবরণ কর, এই তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর থেকে তিনি তোকে বাঁচাতে চাননি তিনি সেই বধ্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর কেউ না জানুক, বারাব্বাস তা জানে মেয়েটি তার দিকেই দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রাণপণ শক্তিতে তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরেছিল সাহায্য তিনি করেননি এই নির্মম পুরুষই কিনা ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ! মানুষের ত্রাণকর্তা ? ছো !

বারাব্বাসের যা করার সে করেছে। যে লোকটি পাথর ছুড়ে মেরেছিল, তাকে হত্যা করেছে এটুকু যে সে করতে পেরেছে তাতেই বারাব্বাস খুশি। অবশ্য কোনো লাভ হয়নি তাতে তার আগেই মেয়েটি ভয়ঙ্কর আহত হয়েছিল। ছুরি মেরে কোনো ফল হল না না হোক, তবু সে তার কর্তব্য করেছে।

হাতের উল্টা পিঠে মুখ মুছে আপন মনেই একবার হেসে উঠল বারাব্বাস। তারপর মৃতদেহটি নিয়ে ফের উঠে দাঁড়াল ক্লান্তিতে সে টলছে।

একটু এগিয়েই বুড়োর আস্তানা দেখেই বারাব্বাস চিনতে পারল। বুড়োই চিনিয়ে দিয়েছিল কোথায় শিশুটিকে কবর দেয়া হয়েছে। জায়গাটা ঠিক তার মনে নেই তবে এসেছে যখন, চিনে নিতে পারবে ডানদিকে আছে কুষ্ঠরোগীরা, তার সামনে উন্মাদদের আখড়া না, অত দূরে না। আর একটু এগিয়েই... বারাব্বাস চিনতে পারল... হ্যাঁ, এই সে জায়গা। চাঁদের আলোয় অবশ্য অন্যরকম দেখাচ্ছে। তা দেখাক, এইখানেই এসেছিল তারা বুড়োর কাছে শুনেছে, জঠরেই এর শিশুটি মারা গিয়েছিল। সে শিশু ছিল অনাহূত, অপবিত্র, অভিশপ্ত। ভূমিষ্ঠ হবার পরই বুড়ো তাকে কবর দিয়েছে। মা পরে মাঝে মাঝে এই কবরের পাশে এসে বসে থাকত। সারাক্ষণই বুড়ো এইসব বলে যাচ্ছিল।

একটু এগিয়েই বারাব্বাসের চোখে পড়ল সেই কবর।

পাথরের ঢাকনিটাকে তুলে মেয়েটিকে সে কবরে শুইয়ে দিল রক্তাক্ত হাত দুখানি সযত্নে গুছিয়ে রাখল। শেষবারের মতো তার দিকে তাকিয়ে পাথরটিকে ফের কবরের মুখে নামিয়ে দিল বারাব্বাসের এবার ছুটি। সামনেই ধু-ধু মরুভূমিতে চাঁদের আলো বিবর্ণ হলুদ ক্লান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেন মৃত্যুলোকের প্রতিচ্ছবি !

BanglaBook.org

মৃত্যুলোক ? হ্যাঁ, মৃত্যুলোকেই বারাব্বাস তাকে পৌঁছে দিয়েছে নিজের সন্তানের পাশেই সে জায়গা পেয়েছে ! কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? কিছুই না বারাব্বাসের যা কর্তব্য, সে করেছে। লালচে দাড়ির গুচ্ছে মৃদু টোকা মারতে মারতে আপন মনেই সে হেসে উঠল আবার ...পরস্পরকে ভালোবাস !

BanglaBook.org

এগারো

বারাব্বাস যখন ফিরে এল, তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমটায় তাকে কেউ চিনতেই পারল না। তার পরিবর্তনের খানিকটা আভাস তারা জেরুজালেমেই পেয়েছিল। তখন ভেবেছিল, বেচারা মরতে মরতে ছাড়া পেয়েছে বলেই ভাবান্তর। ভেবেছিল, দু একদিন বাদেই আবার সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠবে সে বহুদিন কেটে গেছে—কিন্তু সে স্বাভাবিকতা ফিরে পায়নি। বরং যে পরিবর্তনের তারা আভাস পেয়েছিল, সেটি আরো দৃঢ়মূল হয়েছে। তারা জানে না—এর কারণ কী। শুধু জানে, বারাব্বাস আর আগের মানুষ নয়।

সত্যি বলতে কী, চিরকালই ওর হাবভাব অদ্ভুত। অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেউ ওকে চিনে উঠতে পারেনি। সমস্ত পরিচয় ধুয়েমুছে অচেনা এক মূর্তি যেন বারবার বারাব্বাস হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লুটতরাজের আঁটঘাট নিয়ে যখন তারা কথা বলে, বারাব্বাস সে কথায় মনই দেয় না। পরামর্শ দূরে থাক, কেমন উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে সবকিছু সম্পর্কেই সে এখন নিস্পৃহ, নির্বিকার জর্ডন উপত্যকায় যখন তারা হানা দেয়, মরুযাত্রীদের উপর লুটপাট চালায়, বারাব্বাস অংশ গ্রহণ করে ঠিকই, তবে গা লাগায় না

তাই বলে যে সে বিপদে ভয় পায়, তাও নয় আসলে কোনো কিছুতেই ওর আর মন নেই। একদিন শুধু মনমরা ভাবটা কেটে গিয়েছিল জেরিকো থেকে কারা যেন নগর পুরোহিতের খাজনা নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল দুজন মন্দির রক্ষী। বারাব্বাস ক্ষেপে গিয়েছিল সেদিন। রক্ষী দুজনকে হত্যা করতে ওর সামান্য দ্বিধাও হয়নি। অথচ এর দরকার ছিল না। আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছিল তারা কিন্তু বারাব্বাস তাদের রেহাই দেয়নি। লোক দুজনকে টুকরো টুকরো করে কেটে তাদের খণ্ডবিখণ্ড দেহের উপর সে উন্মত্তের মতো থুথু ছুড়েছে সে এক পৈশাচিক উল্লাস বন্ধুদের সেটাকে বাড়াবাড়ি মনে

BanglaBook.org

হয়েছে প্রহরীদের তারা ঘৃণা করে, নগর পুরোহিত আর তা'র সাঙ্গোপাঙ্গদেরও কিন্তু তাই বলে মৃতদেহকে অসম্মান করতে রাজি নয় তারা মৃতেরা পড়ে মন্দিরের সীমানায় ; আর মন্দির হল ঈশ্বরের। মৃতকে অসম্মান করলে ঈশ্বরকেই অসম্মান করা হয়। বন্ধুরা সেদিন বারাব্বাসের নৃশংসতা দেখে ভয় পেয়েছে

কিন্তু ওই একদিনই একদিন ঝলসে উঠেই বারাব্বাস নিভে গেছে।

দলে থাকতে হলে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয় সেটাই নিয়ম। কিন্তু কোনো কাজেই বারাব্বাসের উৎসাহ নেই সে এখন সঙ্গে থেকে নিয়মরক্ষা করে মাত্র জর্ডন নদীর এক খেয়াঘাটে যেদিন রোমান পাহারাদারদের ওপর আক্রমণ চালানো হল, সেদিনও তার কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। অথচ এই রোমানরাই বারাব্বাসকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল দলের আর সবাই সেদিন শক্তিতে ছিল, তাই রক্ষে। একজনও পালাতে পারেনি প্রতিটি সৈন্যকে হত্যা করে তারা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অত্যাচারী এই রোমানদের বারাব্বাস যে ঘৃণা করে সে ব্যাপারে তাদের এতটুকু সন্দেহ নেই তা সত্ত্বেও সেদিন যে তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না, তাতে তারা অবাক হবারই কথা। সে রাতে যদি তারা সামান্য দুর্বল হত, বারাব্বাসের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকত ; অবস্থা তাহলে সঙিন হয়ে দাঁড়াত।

কেন যে বারাব্বাস এমন পালটে গেল, কেউ জানে না এ পরিবর্তন যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর দলে সেই সবচাইতে সাহসী। কোথায় কী করে লুট করা হবে, কার ওপরে আক্রমণ চালানো হবে, বারাব্বাসই তা ঠিক করত। এবং প্রতিবারই সে সফল হত। কোনো কিছুই তার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তার অদম্য সাহস আর চাতুর্যে সবাই মুগ্ধ হত। তারা প্রায় ধরেই নিয়েছিল, যা কিছুতেই সে হাত দিক, সাফল্য অবধারিত সাহস আর বুদ্ধি দিয়েই সে নেতা হয়েছিল অথচ আশ্চর্য যে, কেউই তাকে ঠিক পছন্দ করত না

চিরকালই লোকটা স্বল্পবাক। দলের আর পাঁচ জনের সঙ্গে ওর খাপখায় না কিন্তু তারা ওকে না বুঝলেও বিশ্বাস করত বারাব্বাসকে তারা ভালোবাসেনি—কিন্তু সম্ভ্রম করেছে ; ভয় করেছে এই সম্ভ্রম আর ভয়ের ভিতরেই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যা কিছুই সে করুক, তাতেই সে সাফল্য লাভ করবে। যে ছিল সঙ্গীমাত্র, এভাবেই ধীরে ধীরে সে নেতা হয়ে দাঁড়াল

সেই নেতা এখন উদ্দমহীন। নেতৃত্বে তার স্পৃহা নেই। চুপচাপ সে গুহামুখে বসে থাকে ; জর্ডন উপত্যকার ওপারের মর্মর সমুদ্রের দিকেই তার দৃষ্টি। সে দৃষ্টি অদ্ভুত ; সে দৃষ্টি অর্থহীন তার চোখে চোখ পড়লেও কেমন অস্বস্তি লাগে খুব একটা কথাও বলে না সে আজকাল। যদি বা বলে তো এতই অন্যমনস্কভাবে যে, অস্বস্তি আরো বেড়ে যায় মরতে মরতে লোকটা বেঁচে গেছে, তাই হয়ত এই পরিবর্তন কিন্তু সত্যিই কি ও বেঁচে গেছে ? মনে হয় না মনে

BanglaBook.org

হয়, মারা গিয়ে আবার প্রেত হয়ে ফিরে এসেছে এসে কেবল ভয়, দ্বিধা আর অস্বস্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

তার এই প্রত্যাবর্তনে কেউ খুশি নয় যতদিন সে নেতা ছিল, তার মূল্য ছিল। সে মূল্য তারা দিয়েছে। সেই নেতৃত্বেই এখন সে উদাসীন। সে এখন দলের বোঝা, গলগ্রহ।

দুদিন আগেও বারাব্বাস তাদের নেতা ছিল ; ছিল অসমসাহসী লুটতরাজের নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনে তার তুলনা পাওয়া যায়নি বিনাবাক্যে তারা তার নির্দেশ পালন করেছে। মৃত্যুকে সে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিরত এ সবই সত্যি। কিন্তু চিরকালই সে এত সাহসী ছিল না। ইলায়াহু যেদিন তার চোখের নিচে ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল, তার আগ পর্যন্তও ছিল না। তারপর থেকেই সে সাহসী আগে সে ছিল ভীরু কাপুরুষ। ভীরুতার খোলসের মধ্য থেকেই হঠাৎ একদিন তার পুরুষ সত্তার জাগরণ ঘটল। ইলায়াহু তাকে খুন করতেই চেয়েছিল সে চেষ্টা সফল হয়নি। সেদিনকার সেই মৃত্যুপণ সংগ্রামে বারাব্বাসই জয়ী হয়েছিল। ইলায়াহু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, প্রচণ্ড শক্তিশালী। কিন্তু তারুণ্যের ক্ষিপ্রতার কাছে সে পরাভূত হয়েছিল। যুদ্ধশেষে বারাব্বাস যখন তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচের দিকে ছুড়ে মারল, শিউরে উঠেছিল সবাই। ইলায়াহু কি জানত না যে এ যুদ্ধে তার নিজেরই মৃত্যু ঘটবে ! জানত যদি, তো লড়তে গিয়েছিল কেন ? তার কারণ অন্য কিছু না, বারাব্বাসকে সে ঘৃণা করত ; অসম্ভব ঘৃণা করত কিন্তু তারই বা কারণ কী ? অনেক ভেবেও কেউ এর কারণ খুঁজে পায়নি সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের কাছে রহস্য মনে হয়েছে।

সেদিনকার সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বারাব্বাসের উত্থান। সেদিন থেকেই সে তাদের নেতা তার আগের দিন পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। সে যেন ঘুমিয়ে ছিল ছুরিকাঘাতের তীব্রতাই যেন তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে আলোচনারও অন্ত ছিল না

আসল কথাটা কিন্তু তারা জানত না। কেউই জানত না যে বারাব্বাসের হাতে নিহত ইলায়াহুই হল বারাব্বাসের পিতা বারাব্বাসের মা ছিল এক মোয়াবাইট সুন্দরী। বহু আগে, জেরিকোর রাস্তার দস্যুরা তাকে অপহরণ করেছিল। সবাই মিলে তার দেহ সম্ভোগের পর জেরুজালেমেরই এক পতিতালয়ে তাকে বিক্রি করে দেয়া হয় দুদিন বাদেই বোঝা গেল, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা বুঝামাত্র বাড়িওয়ালি তাকে তাড়িয়ে দেয় সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় জেরুজালেমের রাস্তায় তার সন্তান হল জন্মদানের খানিক বাদেই তার মৃত্যু হয়েছিল বলে নবজাতকের পরিচয় কেউ জানতে পারেনি। তবে এটুকু সবাই বুঝতে পারল যে, ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মায়ের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে এর উপর ভাগ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণায় মা এর জন্ম দিয়েছে

BanglaBook.org

কিন্তু সেই গোপন রহস্য কেউ জানে না গুহার ভিতরে বসে যারা ফিসফাস কথাবার্তা কইছে তারা তো না-ই, বারাব্বাসও না। চুপচাপ সে বসে রয়েছে। মোয়াবের অগ্নিদগ্ধ পর্বতমালার ওপারে যে আদিগন্ত জলরাশি—লোকে যাকে বলে মর্মর সাগর, সেদিকেই তার উদাস দৃষ্টি ছড়ানো।

এইখানে এই পর্বতচূড়া থেকেই ইলায়হুকে সে একদিন নিচে ফেলে দিয়েছিল সেকথাও সে এখন ভাবছে না। সে ভাবছে সেই ত্রাণকর্তার মায়ের কথা ক্রুশবিদ্ধ সন্তানের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। মুখ দেখে তার দুঃখ বোঝা যায়নি যন্ত্রণাকে তিনি গোপন রেখেছিলেন। সব এখন তার মনে পড়ছে যাবার আগে ভর্ৎসনাভরা চোখে তিনি যে তার দিকে একবার তাকিয়েছিলেন, তাও কত লোকই তো ছিল, তাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি বারাব্বাসের দিকে তাকাতে গেলেন কেন ? তাকালেন যদি, ভর্ৎসনার চোখে কেন ?

প্রায়ই এখন তার গলগথার কথা মনে পড়ে। সেই হঠাৎ মুক্তির কথা, ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির কথা, তার মায়ের কথা।

দূরের পাহাড় চুড়োর দিকে তাকিয়ে আছে বারাব্বাস তার ওপারে মর্মর সাগর। মোয়াবাইট ভূমির ওপাড়ের সেই পাহাড় আর সমুদ্রের উপরে এখন অন্ধকার নেমে আসছে।...

***

সঙ্গীরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। বারাব্বাসের হাত থেকে মুক্তি পেলেই তারা যেন বাঁচে অকর্মণ্য এই গলগ্রহের কাছ থেকে তাদের আর উপকারের আশা নেই। সারাদিন একটা লোক মুখ ভার করে বসে আছে ; দেখলেও বিরক্তি লাগে ! সে বিদায় হলেই তারা নিষ্কৃতি পায়—পষ্টাপষ্টিই সেটা এখন জানিয়ে দেয়া দরকার কিন্তু যে যত আস্ফালন করুক, সামনা-সামনি বারাব্বাসকে তারা এখনো ভয় করে।

সুতরাং আধা-গোপনেই শলাপরামর্শ, বলাবলি, চলতে লাগল যে লুটতরাজেও আজকাল সুবিধে হচ্ছে না। দিন কয়েক আগেই দলের দুজন যে ধরা পড়ল, এর জন্যেও বারাব্বাসই দায়ী। এই অপয়া লোকটাকে যতদিন না তাড়ানো যাচ্ছে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তি নেই। চাপা আক্রোশে সবাই হিংস্র হয়ে উঠছে চোখে-মুখে তাদের আগুন।

বারাব্বাস এসবের কিছুই জানে না। আগের মতোই সে নির্বিকার দেখে মনে হয়, ধীরে ধীরে সে নিয়তির কাছেই আত্মসমর্পণ করছে।

* * *

BanglaBook.org

ঘুম থেকে উঠে একদিন সবাই দেখল যে, বারাব্বাস নেই !

কী আশ্চর্য ! কোথায় গেল সে ? প্রথমটায় ভেবেছিল, পাগল হয়ে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ; নয় কোনো অশুভ আত্মা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এইভাবে হয়ত ইলায়াহুর আত্মা প্রতিশোধ নিয়েছে।

কিন্তু, তাই বা কী করে হয় ! তাহলে অন্তত মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া যেত। পাহাড়ের প্রতিটি ফাটলে আর গহ্বরে খোঁজাখুঁজি করেও তার দেহের সন্ধান পাওয়া গেল না

বারাব্বাস নেই ; তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই !

যেখানেই যাক, বারাব্বাস তাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উপরে উঠে এল সবাই।

চতুর্দিক তখন রৌদ্রময়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বারো

বারাব্বাসের ভাগ্যে যে এরপর কী ঘটল তা কেউ জানে না সে গেলই বা কোথায় আর বাকি জীবনটা তার কীভাবেই বা কেটেছে, কারোরই সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। কেউ কেউ বলে, এখান থেকে সে জুডা অথবা সিনাইয়ের মরুভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই নিঃসঙ্গ, নির্জনতার মধ্যেই তার বাকি জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলে, বারাব্বাস গিয়ে সামারিটানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জেরুজালেমের ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে এই সামারিটানদের মনে অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না ; সেখানকার পুরোহিত সমাজকেও তারা ঘৃণা করত। যারা একথা বলে, তাদের দাবি: ইহুদিদের গৃহ গমন উৎসবের দিনে পাহাড়ের মেষ বলির অনুষ্ঠানে বারাব্বাসকে দেখা গিয়েছে গেরিজিমে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে সে সূর্যোদয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করছে

আরো একদল লোক বলে, এসব বাজে কথা ; বাকি জীবনটা তার লেবানন উপত্যকায় দস্যুদলের নেতৃত্ব করে কেটেছে। ইহুদি আর খ্রিষ্টান সবার উপরেই সে সমান অত্যাচার চালাত কেউই তার হাত থেকে রেহাই পায়নি

কোনটা যে এর মধ্যে সত্যি তা কেউ জানে না এটুকুই শুধু জানতে পারা গেছে যে, বয়স যখন তার পঞ্চাশোর্ধ, বারাব্বাসকে প্যাফোসের রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদে ক্রীতদাস হয়ে আসতে হয়েছিল। তার আগে বেশ কয়েক বছর তাম্রখনির মধ্যে অতিবাহিত হয় তার

তামার খনিতে কাজ করার মতো বীভৎস শাস্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই এ শাস্তি তাকে কেন দেয়া হয়েছিল, কেউ জানে না তাম্রখনির সেই নরককুণ্ড থেকে

BanglaBook.org

সে কীভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিল, সেটা আরো চমকপ্রদ চমকপ্রদ, তবে অকারণ নয়।

বুড়ো হয়েছে বারাব্বাস। শুভ্রকেশ, কুঞ্চিতললাট। স্বাস্থ্য সে তুলনায় ভালোই আছে জেরুজালেমে থাকতে তার শরীর ভেঙে পড়ছিল। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। তামার খনিতে কাজ করার সময় সে মৃত্যুর মুখে গিয়ে পৌঁছেছিল সেখান থেকে যখন মুক্তি পেল, তাকে প্রায় চেনাই যেত না। অস্থিসার শরীর, দুই চক্ষু কোটরগত বিবর্ণ সেই চোখ দুটিতে যখন একটু একটু করে ভাষা ফুটে উঠতে লাগল, তখন তাকে আরো বীভৎস দেখাত মনে হত সে ভয় পেয়েছে। শুধু ভয়ই নয়, মাঝে মাঝে সেখানে ঘৃণাও ফুটত। যে ঘৃণায় তার মা তাকে জন্মদান করেছিল, সেই ঘৃণা চোখের নিচের সেই কাটা দাগটি এখন মিলিয়ে এসেছে সারা মুখ শ্মশ্রু আবৃত। দাগটিকে এখন প্রায় দেখাই যায় না

বারাব্বাস যে মারা যায়নি, এত অত্যাচারের পরেও যে সে বেঁচে আছে, তার কারণ বারাব্বাসের শরীর শক্ত ধাতুতে গড়া। ইলায়াহু আর সেই মোয়াবাইট নারী—তার বাবা আর মা দুজনের স্বাস্থ্যই ছিল মজবুত। আশ্চর্য যে, তাদের কাছ থেকে শুধু স্বাস্থ্যটাই সে পেয়েছে, ভালোবাসা পায়নি জন্মের পর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে ঘৃণা, জন্মের আগে মার। তার মা-বাবার মধ্যে শুধু বিদ্বেষই ছিল, ভালোবাসা ছিল না। পরস্পরকেও তারা কখনো ভালোবাসেনি। তা সত্ত্বেও বারাব্বাস তাদের কাছে ঋণী কেন সে তা জানে না

যেখানে নিয়ে ঢোকানো হল বারাব্বাসকে, সেটি ক্রীতদাসদের আস্তানা। তার মধ্যে একজনের নাম শাহাক জাতে আর্মেনি রোগা ত্যাঙা এতই ত্যাঙা যে চলাফেরা করার সময় তাকে কুঁজো দেখায় চোখ দুটি বিস্ফারিত ছোটো করে ছাঁটা একমাথা পাকা চুল গায়ের রং হয়ত ফর্সাই ছিল এখন জ্বলে গেছে সব মিলিয়ে বুড়ো লাগে ; আসলে পঁয়তাল্লিশের বেশি না বয়স

শাহাকও তামার খানিতে ছিল বারাব্বাস আর সে সেখানে বছরের পর বছর একই কাজ করেছে ছাড়াও পেয়েছে এক সঙ্গে। একটাই শুধু তফাত—শাহাক এখনো সেই আগের মতোই অস্থিসার তার জরাজীর্ণ স্বাস্থ্য, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া চেহারা, জ্বলে যাওয়া মুখ, আর বিস্ফারিত চোখ দুটি দেখলে মনে হয়, এমন তীব্র যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে, বারাব্বাস যার আভাসও পায়নি।

তাম্রখনির ক্রীতদাসদের মধ্যে কেউ জীবন্ত মুক্তিলাভ করে না। অন্যদের চোখে এই জুটি তাই বিস্ময়কর ! কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। রহস্যটা জানতে তাদের খুবই আগ্রহ অথচ অতীত জীবনের সম্পর্কে এরা এতই চাপা যে কিছুই জানতে পারা যাচ্ছে না বারাব্বাস আর শাহাক যদিও নিজেদের মধ্যেও খুব কম কথা কয় এবং দুজনের চেহারায় পর্যন্ত মিল নেই তবু এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না মনে হয়, অলক্ষ্য বন্ধনে দুজন পরস্পরের

BanglaBook.org

সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে পাশাপাশি কাজ করে, পাশাপাশি খায় শোয়ও পাশাপাশি। কারণটা আর কিছুই নয়। তামার খনিতে কাজ করার সময়ে বারাব্বাস আর শাহাককে একই শিকলে জোড় বেঁধে রাখা হয়েছিল। বাইরের বাঁধনটা ছিড়ে গেলেও মনের বাঁধনটা ঠিকই জুড়ে আছে।

তামার খনিতে ক্রীতদাসদের দুজন দুজন জোড় বেঁধে রাখাই নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে হত তাদের, কেউ কখনো মুক্তি পেত না। ওঠা বসা খাওয়া শোওয়া সমস্ত ব্যাপারই তারা একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। দিনের পর দিন পাশাপাশি থাকতে থাকতে পরস্পরের নাড়িনক্ষত্র তাদের জানা হয়ে যেত। তাদের সেই অন্তরঙ্গতা মাঝে মাঝে তীব্র ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে। কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও, বরং বলা যায়, তাদেরকে যে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই—এক বীভৎস বিদ্বেষে একজন আরেকজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরেছে—এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত সাইপ্রাসের খনিতে।

বারাব্বাস আর শাহাকের মধ্যে মিল হয়ে গিয়েছিল। খনির বন্দি জীবন তাই দুঃসহ হয়ে ওঠেনি। কাজ করতে করতেই গল্প করত তারা। বারাব্বাস অবশ্য বেশি কথা বলত না ; শুধু শুনত। অতীত জীবন নিয়ে প্রথম দিকটায় কেউ কিছু বলেনি। বোঝা যেত যে, দুজনের জীবনেই বেশ খানিকটা রহস্য আছে পরস্পরের কাছে তা তারা বলতে চায় না। পরে সেই বাঁধন ধীরে ধীরে আলগা হয়ে এলো।

কথায় কথায় বারাব্বাস বলছিল যে সে ইহুদি। তার জন্ম জেরুজালেমে শুনে শাহাক চমকে উঠল। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করতে লাগল। নিজে সে কখনো জেরুজালেমে যায়নি কিন্তু তার প্রশ্নের ধরনে বোঝা গেল, জেরুজালেম সম্পর্কে সে অনেক খবর রাখে। নানান কথার ফাঁকে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, জেরুজালেমে যে এক মহা মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, বারাব্বাস কি তাকে চেনে ?

বারাব্বাস বুঝল, কার কথা সে জিজ্ঞেস করছে বলল, চেনে।

শাহাকের আগ্রহ আর চাপা রইল না। অথচ সরাসরি কিছু বলাও বারাব্বাসের স্বভাব নয়। প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল সে, চেনে বটে তবে ঘনিষ্ঠভাবে কখনো জানবার সুযোগ হয়নি।

বারাব্বাস, কখনো তাকে দেখেছো কি ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

দেখেছ ? শাহাকের বিশ্বাসই হতে চায় না। সত্যিই তাকে দেখেছ তো ?

অস্ফুট গলায় বারাব্বাস বলল, সত্যিই দেখেছি।

BanglaBook.org

শাহাকের মুখে কথাই সরল না গাঁইতিটাকে নামিয়ে রেখে চুপচাপ বসে রইল সে বারাব্বাসের ওই একটিমাত্র কথায় সমস্ত কিছুই যেন পাল্টে গেছে সমস্ত কিছু। তাম্রখনির এই বীভৎস নরককুণ্ডও যেন এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে আজ। যার সঙ্গে সে শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্বয়ং ঈশ্বরকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। এত বড়ো সৌভাগ্যের কথা ভাবাই যায় না !

কতক্ষণ শাহাক চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকত, বলা যায় না। তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তার চমক ভাঙল ক্রীতদাসদের সর্দার সেখান দিয়েই যাচ্ছিল। শাহাককে ওইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেই তার চাবুক চালিয়েছে যন্ত্রণায় অস্থির শাহাক আবার গাঁইতি তুলে নিল। তাতেও নিস্তার নেই সপাসপ চলতে লাগল চাবুক। সর্দার সেখান থেকে চলে যাবার পর দেখা গেল, শাহাকের সারা পিঠ রক্তে মাখামাখি সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না একটু সুস্থ হয়ে বারাব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, জেরুজালেমের সেই মহামানবের সঙ্গে তার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল ? মন্দিরে ? তিনি কি তখন তার রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলছিলেন ?

বারাব্বাস বিব্রত গলায় বলল, মন্দিরে নয় ; আমি তাকে গলগথায় দেখেছি।

গলগথা ? সে জায়গা আবার কোথায় ?

বারাব্বাস তাকে বুঝিয়ে বলল যে, অপরাধীদের সেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

চোখ নামিয়ে নিল শাহাক। খানিক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলল—ও, তখন !

ক্রুশবিদ্ধ লোকটি সম্পর্কে সেই তাদের প্রথম আলাপ। এরপর প্রায়ই এ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। শাহাকের কৌতূহলের সীমা নেই। ক্রুশবিদ্ধ লোকটির কথা সে আরো জানতে চায় আরো। কী কী উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন, কোন কোন অসাধ্য সাধন করেছেন, সেসব শুনতেই তার বেশি আগ্রহ।

তাকে যে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল, শাহাক জানে। সে কথা সে শুনতে চায় না। তার চাইতে বারাব্বাস অন্য কোনো কথা বলুক ; তার সম্পর্কেই অন্য কথা।

গলগথা গলগথা ! এ নাম শাহাক শোনেনি কখনো অথচ এই গলগথায় যা ঘটে গেছে তা সে জানে কীভাবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তার মৃত্যুর মুহূর্তে অলৌকিক কীসব কাণ্ড ঘটেছিল, বারাব্বাস নিশ্চয়ই সেগুলো দেখেছে ?

বারাব্বাস বলল, স্বচক্ষে আমি দেখেনি তবে হ্যাঁ, এরকমই একটা কিছু ঘটে থাকবে।

আর যাদের তিনি পুনর্জীবন দান করেছিলেন ? ত্রাণকর্তার ক্ষমতা আর মহিমার যারা সাক্ষ্য বহন করছে—তাদের কাউকে দেখেছ ?

বারাব্বাস বলল, দেখেছি

BanglaBook.org

আর তার মৃত্যুর সময় চতুর্দিক যে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তাও দেখেছ ?

তাও দেখেছি সেই নিবিড় অন্ধকারও প্রত্যক্ষ করেছি আমি

শুনে শাহাক খুশিতে আত্মহারা ! যদিও অমন বীভৎস জায়গায় কেন তাকে হত্যা করা হল, এ নিয়ে তার মনটা খচখচ করছে। কোথায় যে কাঁটা, তা সে বুঝতে পারছে না বিদীর্ণ সেই পাহাড়, সেই ক্রুশ, আর তার ওপরে ঈশ্বরপুত্রের মৃতদেহ—এ যেন সে স্পষ্ট দেখতে পায় আমাদের রক্ষা করার জন্যেই তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন আমাদের বাঁচাবার জন্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন—শাহাক জানে তবু যেন তার তৃপ্তি হয় না। ঈশ্বরপুত্রের এই মৃত্যুমলিন রূপটি নয়, তার পূর্ণ উদ্ভাসিত রূপটির কথাই সে ভাবতে ভালোবাসে বারাব্বাস যে তাকে বধ্যভূমিতে প্রত্যক্ষ করেছে, শাহাক তাতে খুশি হয়নি। আর সত্যিই তো, এত জায়গা থাকতে ওইখানেই বা বারাব্বাস তাকে দেখতে গিয়েছিল কেন ?

আর কোথাও কি তাকে দেখতে যেতে পারতে না তুমি ? ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তেই তাকে দেখতে গেলে কেন ? আশ্চর্য ! কী জন্যে গিয়েছিলে, বল তো ?

বারাব্বাস জবাব দিল না।

***

কথা প্রসঙ্গে আরেকদিন শাহাক তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, অন্য কোথাও কি বারাব্বাস তাকে দেখেনি ?

চুপ থেকে বারাব্বাস বলল, দেখেছি শাসনকর্তার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, সেখানে আমি তাকে দেখেছি।

তারপর যা যা ঘটেছিল, একে একে বর্ণনা করে গেল বারাব্বাস। তার চারপাশে যে অদ্ভুত আলোকচক্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেকথাও বাদ দিল না।

শাহাক খুব খুশি হল শুনে। আসলে সেই আলোকচক্রটা যে বাস্তব কিছু নয়, বারাব্বাসেরই দৃষ্টিভ্রম মাত্র, শাহাক দুঃখিত হয় ভেবে বারাব্বাস তা বলল না। কী দরকার কাউকে দুঃখ দিয়ে ?

মিথ্যেটাকেই যদি কেউ সত্যি জেনে সুখী হয়, হোক। তার তো কোনো ক্ষতি নেই !

সত্যিই শাহাক সুখী হয়েছে এতই সুখী হয়েছে যে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই আলোকচক্রটার কথাই বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। একবার শুনে ওর তৃপ্তি হয়নি বারবার সে সেই একই কথা শুনতে চায়। আনন্দে তার সারামুখ উদ্ভাসিত। বারাব্বাসের মনেও যেন তার ছোয়া লাগল। আনন্দটাকে যেন তারা ভাগাভাগি করে উপভোগ করছে।

কদিন আর অন্য কোনো কথা নেই অলৌকিক সেই আলোকচক্রের প্রসঙ্গেই তারা মগ্ন হয়ে রইল।

কয়েকদিন বাদে বারাব্বাস তাকে জানাল যে, প্রভুকে সে পুনর্জীবন লাভ করতেও দেখেছে না না, সমাধির মধ্যে থেকে যে হঠাৎ প্রাণ পেয়ে তিনি উঠে

BanglaBook.org

দাঁড়ালেন, এমন কিছু না। সে শুধু দেখেছে যে, আকাশ থেকে অগ্নিবসন এক দেবদূত নেমে এলেন। হাত দুটি তার সামনের দিকে প্রসারিত ; যেন দুটি বর্শাফলক। সেই বর্শাফলক এসে সমাধির উপরে বিদ্ধ হল তারপরেই দেখা গেল সমাধি গহ্বর উন্মুক্ত। মৃতদেহের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শাহাক শুনে যাচ্ছিল। চোখ তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত এও কি সম্ভব ? এও কি সম্ভব যে, এই হতভাগ্য ক্রীতদাস সেই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে ? তার সাক্ষ্য বহন করছে। কে ও ? ওর আসল পরিচয়টা কী ? এমন লোকের সঙ্গে যে সে একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ এ যে তার পরম সৌভাগ্য ! এবং তারও যে একটা গোপন কথা আছে, বারাব্বাসকে এবার তা জানানো দরকার কোনো কথাই সে আর গোপন রাখবে না। চারদিকে তাকিয়ে শাহাক একবার দেখে নিল কেউ আসছে কিনা তারপর ফিসফিস করে বলল, তাকে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবে

খনির মধ্যেই একপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছিল, বারাব্বাসকে সে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। তারপর সেই অনুজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে নিজের গলার চাকতিটা খুলে সে বারাব্বাসের হাতে তুলে দিল

সাধারণ চাকতি নতুনত্ব কিছু নেই। প্রত্যেক ক্রীতদাসকেই এইরকমের চাকতি পরতে হয় ; চাকতির উপরে মালিকের নাম খোদাই করা থাকে। শাহাকের চাকতির উপরে রোমান রাষ্ট্রের ছাপ মারা ; কারণ, রোমান রাষ্ট্রই তার মালিক। কিন্তু চাকতিটি ঘুরিয়ে ধরতেই দেখা গেল, উল্টোপিঠে অদ্ভুত কতগুলো দাগ কাটা। এ দাগের অর্থ তারা জানে না। শাহাক বলল, নিছক দাগ নয় এগুলো ; এ হল ক্রুশবিদ্ধ সেই মহামানবের নাম। ঈশ্বরপুত্রের নাম ! কিন্তু নামটা যে কী, তা সে জানে না। পড়তে জানে না শাহাক বারাব্বাসও না। তা সত্ত্বেও বিস্ময়াবিষ্টের মতো বারাব্বাস সেদিকে তাকিয়ে রইল। কী এক জাদুমন্ত্রে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে সে।

শাহাক বলল, নাম খোদাইয়ের তাৎপর্য অন্য কিছুই নয়। এর অর্থ হল, ঈশ্বরপুত্রই তার মালিক। বারাব্বাস সেই চাকতি হাতে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

কার যেন পায়ের শব্দ। সর্দার আসছে না তো ? না। কেউ না। নিশ্চিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল দুজনে। গায়ে গা ঠেকিয়ে চাকতির উপরকার অদ্ভুত আঁকিবুকির দিকে তাকিয়ে আছে তারা। চারপাশে একবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল শাহাক, এক গ্রিক ক্রীতদাস তার চাকতির উপরে এই নাম খোদাই করে দিয়েছে। সে ছিল খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। ত্রাণকর্তার কথা শাহাক আগে কিছুই জানত না ; এই গ্রিক ক্রীতদাসের কাছেই সে সব শুনেছে। সে-ই তাকে বলেছে যে, শিগ্‌গিরই এই পৃথিবীতে তিনি তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সে ই শাহাককে নতুন ধর্মে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে।

শাহাক আগে ধাতুপিণ্ড গলানোর চুল্লিতে কাজ করত, সেখানেই তাদের আলাপ চুল্লিতে কাজ করতে গিয়ে বছরখানেকের বেশি কেউ বাঁচে না অত

BanglaBook.org

গরমে বাঁচা সম্ভবও নয়। এক বছর পূর্ণ হবার আগেই মারা গেল লোকটা মৃত্যুর মুহূর্তে সে শুধু একটি কথাই বলতে পেরেছিল, 'প্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করো না।' শাহাকের তা মনে আছে। মৃত্যুর পরে সহজে শিকলটাকে খুলে নেয়ার জন্য পা দুখানা কেটে ফেলা হয়েছিল তার। তারপর মৃতদেহটাকে জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে এসব ক্ষেত্রে তাই-ই করা হয়। শাহাক ভেবেছিল সেও একদিন এভাবেই মারা যাবে। কিন্তু না, কিছুদিন বাদেই তামার খনিতে পাঠিয়ে দেয়া হল তাকে। এখানে হঠাৎ লোকের দরকার পড়েছিল।

কথা শেষ করে সে বারাব্বাসের দিকে তাকিয়ে রইল বারাব্বাস বুঝল, শাহাকও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। 'একমাত্র ঈশ্বরই তার মালিক' তো খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ বলে না

দিন কয়েক একেবারে চুপ রইল বারাব্বাস। তারপর একদিন বাধ-বাধ অস্ফুট গলায় শাহাককে সে জিজ্ঞেস করল, তার চাকতিতেও কি ওই নাম খোদাই করিয়ে নেয়া যায় ? লিখে দেবে শাহাক ?

শুনে শাহাক খুব খুশি। নিশ্চয়ই লিখে দেবে সে। সে অবশ্য হরফ চেনে না। কিন্তু তাতে কী ! নিজের চাকতি দেখে দেখে বারাব্বাসের চাকতিতেও সে একটা নকল তুলে দেবে।

সর্দার কাছে পিঠেই ঘোরাঘুরি করছিল। তাই কথাবার্তা আর বেশি হল না। সর্দার একটু দূরে সরে যেতেই ধারালো একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিল শাহাক। নিজের চাকতি দেখে দেখে বারাব্বাসের চাকতির উপরে দাগ কাটতে শুরু করল। কঠিন কাজ। একে তার হাত মোটেই দক্ষ নয়, তার উপরে ভয়, কেউ না দেখে ফেলে। আলোও কম তা সত্ত্বেও চেষ্টার ত্রুটি হল না।

পায়ের শব্দ শোনা গেলেই তারা চাকতি দুটো লুকিয়ে ফেলে। এইভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টায় দাগ কাটার কাজ শেষ হল। দেখা গেল, শাহাকের চাকতি আর বারাব্বাসের চাকতির দাগগুলোকে একইরকম লাগছে। নকলটা বেশ ভালোই হয়েছে। যে যার নিজের চাকতির আঁকিবুকি টানা দুর্বোধ্য হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। হরফগুলোকে তারা চেনে না কিন্তু জানে যে এগুলো শুধু হরফ নয়, একজনের নাম যার নাম, সেই মহামানব তাদের প্রভু। তিনি ত্রাণকর্তা ; নিপীড়িতের ঈশ্বর। আর একথা মনে হওয়ামাত্রই নতজানু হয়ে তারা প্রার্থনায় বসল।

দূর থেকে সর্দার যে তাদের লক্ষ করে চাবুক হাতে ছুটে এসেছে, তা তারা জানেও না। যখন জানল, দুজনের পিঠেই রক্তের স্রোত বইছে। যন্ত্রণায় শাহাক প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল ; আরো কয়েক ঘা চাবুক মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে রইল তারা সেই অবস্থাতেই ফের কাজ আরম্ভ করল।

বারাব্বাসের পরিবর্তে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন—ক্রুশবিদ্ধ, ক্ষীণ তনু লোমহীন বুকের সেই মানুষটির জন্যে এই প্রথম যন্ত্রণা ভোগ করল বারাব্বাস

BanglaBook.org

তেরো

দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর

কখন সূর্য ওঠে, কখন অস্ত যায়, তারা জানে না একটানা কাজ করার পর যখন শরীর আর চলে না সবাইকে যখন জানোয়ারের মতো দেখিয়ে ঘুমাতে নিয়ে যাওয়া হয়—তখন মনে হয় রাত্রি নেমেছে। খনি থেকে একমুহূর্তের জন্যেও তাদের বাইরে যেতে দেয়া হয় সেখানে সেই মৃত্যুহিম ভূগর্ভের অস্পষ্ট আলোয় প্রেতমূর্তির মতো তারা কাজ করে যায়। সমস্ত আলো, সমস্ত জীবন যেন মৃত্যুর আঁধারের মধ্যে নিমজ্জিত খনিমুখে শুধু অল্প একটু আলো এসে পড়ে, এক চিলতে আকাশ হঠাৎ দেখা যায়। বাইরের পৃথিবীর আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সব কিছু বিলুপ্ত।

নোংরা ঝুড়িতে যখন খাবার নামিয়ে দেয়া হয়, ঝুড়ির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই পশুর সঙ্গে এই মানুষগুলোর এখন পার্থক্য একটুই যে এরা দুপায়ে ভর করে হাঁটে।

দিন কয়েক হল, শাহাক বিষণ্ণ কারণ, বারাব্বাস আর তার সঙ্গে প্রার্থনা করতে বসে না। চাকতির উপর ত্রাণকর্তার নাম খোদাই করিয়ে নেবার পর এক আধবার সে প্রার্থনা করেছিল, তারপর আর করেনি এমনিতেই বারাব্বাস কম কথা বলে, আজকাল আরো গম্ভীর হয়েছে। তার সব কিছুই হেয়ালির মতো বুঝতে পারা যায় না। সে যেন অপার এক রহস্য—অনেক চেষ্টায়ও শাহাক যার কূল কিনারা পায় না সে নিজে আগের মতোই প্রার্থনা করে। বারাব্বাস সেদিকে তাকায়ও না। নিজে তো প্রার্থনা করেই না, দেখতেও যেন তার আপত্তি। তবে শাহাককে সে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন তার প্রার্থনায় ব্যাঘাত না ঘটে। মনে হয়, শাহাকের প্রার্থনায় সে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু নিজে একবারও প্রার্থনা করে না

এর কারণ শাহাক জানে না

BanglaBook.org

বারাব্বাসকে তার দুর্বোধ্য লাগে খনির পাশবিক নির্যাতনের মধ্যে, এই নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্যের ভিতর দিয়ে শাহাকের মনে হয়েছিল, বারাব্বাসকে সে চেনে। বিশেষ করে দু-একবার যখন তারা একত্র প্রার্থনায় বসেছে, শাহাকের মনে হয়েছিল, চেনার আর কিছু বাকি নেই আজ বুঝল, বারাব্বাসকে সে চেনে না। প্রতি মুহূর্তের এই সান্নিধ্য সত্ত্বেও সে তার কাছে অপরিচিতই রয়ে গেছে তার এই শিকল বাঁধা সঙ্গীর জীবন এমন এক অদ্ভুত রহস্য—যা তার কাছে উন্মোচিত হয়নি।

কী ওর পরিচয় ?

এখনো তারা কথাবার্তা বলে ; কিন্তু আগেকার সেই আন্তরিকতা ফুটে ওঠে না। কথা বলার সময় শাহাকের দিকে সে তাকায়ও না তার চোখ দুটি পর্যন্ত শাহাকের দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনো কি হয়েছিল ? মনে করে দেখার চেষ্টা করে শাহাক, কখনো কি হয়েছিল ?

এ কার সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে ?

অলৌকিক যেসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল বারাব্বাস, তা নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি। বারাব্বাস বলেনি। শাহাক কিন্তু তার সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চায়। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য, শুনবার উপায় নেই। সবই তার শূন্য মনে হতে লাগল বারাব্বাসের মুখে শোনা ঘটনাগুলোকে মাঝে মাঝে সে স্মরণ করার চেষ্টা করে। মানশ্চক্ষে সেই ঘটনাগুলো সে বারবার প্রত্যক্ষ করতে চায় কিন্তু তা করা অত সহজ নয়। চোখের সামনে যে অস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে, শোনা কথার সঙ্গে তার মিল থাকে না। কেমন করেই বা থাকবে ? ঈশ্বরকে সে তো আর স্বচক্ষে দেখেনি সেই ঐশ্বরিক আলোকচক্রের আভায় তো আর তার দুই চক্ষু উদ্ভাসিত হয়নি ! কেমন করে মিল থাকবে ?

যে আশ্চর্য দৃশ্য সে একদিন বারাব্বাসের চোখ দিয়ে দেখেছিল, তার স্মৃতিটুকুই তার সম্বল ; একমাত্র সান্ত্বনা।

নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্যে অগ্নিবসন এক দেবদূত নেমে আসছে—ইস্টার প্রভাতের এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যটির কথা ভাবতেই শাহাকের সবচাইতে ভালো লাগে আশ্চর্য সেই ছবি তার মানশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে। প্রভু যে মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়েছেন, পুনর্জীবন লাভ করেছেন, তা নিয়ে আর তার সন্দেহ নেই। আবারও তিনি আসবেন, তার প্রতিশ্রুতি মতো এই পৃথিবীতে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এ যে ঘটবেই শাহাক নিশ্চিত আর তারা, তাম্রখনির এই নারকীয় বীভৎসতার মধ্যে প্রতিনিয়ত যাদের মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, তারাও মুক্তি পাবে খনিমুখে এসে তিনি দাঁড়াবেন প্রত্যেকটি ক্রীতদাসকে বুকে টেনে নিয়ে শৃঙ্খল মোচন করবেন তারা প্রবেশ করবে প্রভুর রাজ্যে ; চির শান্তির দেশে !

শাহাকের সমস্ত হৃদয়ে সেই প্রত্যাশা তীব্রভাবে ছড়িয়ে যায়

BanglaBook.org

প্রতিদিন যখন তারা সার বেঁধে খেতে দাঁড়ায়, যখন সুড়ঙ্গপথে ঝুড়ি বোঝাই খাবার নেমে আসে, ব্যাকুলভাবে সে খনিমুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উপরে সেই অলৌকিক পরিবর্তন ঘটে গেছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করে।

কিন্তু না, বাইরের জগতের কোনো কিছুই এখান থেকে দেখা যায় না। পরিবর্তন যদি কিছু ঘটেও থাকে, তা বুঝার উপায় নেই কত কিছুই হয়ত ঘটে গেছে এর মধ্যে ; তারা জানে না।

কিন্তু তা ই বা কী করে হয় ? সত্যিই যদি তিনি তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, সত্যিই যদি তার পুনরাবির্ভাব হয়ে থাকে, তারাও তাহলে মুক্তি পেত। এই যে নরকযন্ত্রণা সহ্য করছে তারা, এ কি তিনি ভুলে থাকতে পারেন ? পারেন না।

***

একদিন শাহাক দৈনন্দিন প্রার্থনায় বসেছে, এমন সময় অদ্ভুত ঘটনা ঘটল

কয়েকদিন আগেই খনির সর্দার বদলি হয়েছে। নতুন সর্দার পিছন থেকে ধীরে ধীরে শাহাকের সামনে এসে দাঁড়াল। শাহাক তাকে দেখতে পায়নি, কিংবা পায়ের শব্দও শুনতে পায়নি। বারাব্বাস শাহাকের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। খনির আধো অন্ধকারে সর্দারকে দেখামাত্রই সে শাহাককে সাবধান করে দিল। উঠে দাঁড়াল শাহাক। যেন কিছুই হয়নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে ফের গাঁইতি চালাতে লাগল। তবে সে বুঝতে পেরেছে, কিছুই সর্দারের চোখ এড়ায়নি। প্রতিমুহূর্তেই আশংকা করছিল যে, এখুনি তার পিঠের উপর চাবুক পড়বে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সর্দার শুধু থেমে দাঁড়াল একবার। তারপর আশ্চর্য মমতাস্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি অমন হাঁটু মুড়ে বিড়বিড় করছিলে কেন ?

শাহাক লুকাল না। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম

ঈশ্বর ! কে তোমার ঈশ্বর ?

সব কথাই শাহাক তাকে খুলে বলল। শুনে সর্দার মাথা দোলাতে লাগল। যেন সে আগেই আঁচ করতে পেরেছে। ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তার সম্পর্কে দু একটা প্রশ্নও করল সে এর আগেও এই ত্রাণকর্তার কথা সে শুনেছে, তাকে নিয়ে চিন্তা করেছে। কিন্তু এ কি সত্যি যে তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ? কীভৎস নরক যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় ? এরপরেও সবাই তাকে কীভাবে ঈশ্বর মনে করে ? এরপরেও কোন যুক্তিতে তিনি দেবতার আসন পেয়েছেন ?—অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত ! আর, তাকে সবাই ত্রাণকর্তাই বা বলে কেন ? ত্রাণকর্তা মানে কী ? তিনি কি আমাদের ত্রাণ করবেন ? আমাদের আত্মাকে রক্ষা করবেন ? কেন, কেন তা করতে যাবেন তিনি ? আশ্চর্য !

শাহাক তাকে সাধ্য মতো বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল

BanglaBook.org

ধৈর্য ধরে সব শুনল সর্দার। কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা গেল, যে প্রশ্ন তার হৃদয়ে জেগেছে, মূর্খ ক্রীতদাসের অসংলগ্ন বিবরণে তা তৃপ্ত হয়নি। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে তার মাথা দুলিয়ে চলছে ; আর এতই আগ্রহভরে সব শুনে যাচ্ছে যে মনে হয়, উত্তরটা না জেনে তার তৃপ্তি নেই।

সব কথা শেষ হবার পর সে বলল, দেবতা তো মাত্র একজন নয়, দেবতা অনেক। কে যে কখন ক্রুদ্ধ হয়ে বসে, তার ঠিক নেই। দুটো একটা পশুবলি দিয়ে সবাইকে তুষ্ট রাখাই ভালো।

শাহাক বলল, তার যিনি দেবতা, তিনি কোনো পশু বলির প্রত্যাশী নন তিনি চান আত্মবলি !

আত্মবলি ! এ তুমি বলছ কী ? আত্মবলি কীভাবে সম্ভব ? সে তো জীবন বিরোধিতারই নামান্তর। অনন্ত নরক যন্ত্রণা !

হ্যাঁ, তাই। যন্ত্রণার যে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তিনি জ্বালিয়ে রেখেছেন, তিনি চান, তারই মধ্যে এসে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ুক। পরিশুদ্ধ হোক।

যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুদ্ধ হওয়া ? সর্দার তার মাথা নাড়িয়ে বলল, তুমি একজন সামান্য ক্রীতদাস। যা বললে, এ শুধু তোমার মুখেই সাজে। কী অদ্ভুত সব কথা ! যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড ! এ তুমি পেলে কোথায় ?

শাহাক বলল, এক গ্রিক ক্রীতদাসের কাছে। প্রায়ই সে এসব কথা বলত ! কিন্তু এর মানে যে ঠিক কী, আমি নিজেও জানি না।

সে তো বুঝতেই পারছি। শুধু তুমি নও, কেউই জানে না। আত্মবলি আত্মযন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড... যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া... কী সব অদ্ভুত কথা !

শেষের দিকের সর্দারের কথাগুলো এত অস্পষ্ট হয়ে এল যে আর বোঝা গেল না। বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল সে। প্রদীপের অল্প আলোটুকু পার হয়ে যেতেই তাকে আর দেখা গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে শাহাক আর বারাব্বাস দুজনেই বাকহীন। এমনটা যে হতে পারে তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কিছুই তাদের বোধগম্য হল না। এ লোক এখানে এল কী করে ! সত্যিই লোকটা সর্দার তো ? বিশ্বাস হতে চায় না। হলে কী আর ত্রাণকর্তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাত ! কিন্তু অবিশ্বাসই বা কী করে করে ! যাই হোক, যা হয়েছে হয়েছে ; ভোগান্তি না বাড়লেই হয়।

সর্দার লোকটা এরপর আরো ঘনঘন আসতে লাগল। যেতে আসতে দু চারটে কথা বলে শাহাকের সঙ্গে, তারপর চলে যায়।

বারাব্বাসের সঙ্গে সে কখনো কথা কয়নি শাহাককে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে শাহাকও সাধ্যমতো জানায় সব। প্রভুর কথা, পরস্পরকে ভালোবাসার কথা, কোনো কিছুই বাদ দেয় না সর্দার সব শুনে একদিন বলল, আমিও তাকে

BanglaBook.org

বিশ্বাস করার কথা ভাবছি কিন্তু কী করে আমি বিশ্বাস করি বল, এ কি বিশ্বাসযোগ্য ? তাছাড়া আমি ক্রীতদাসদের সর্দার। ক্রীতদাসের মতো যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সর্দার হয়ে কি আমি তার উপাসনা করতে পারি ?

শাহাক বলল, ক্রীতদাসের মতো তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটা সত্যি, কিন্তু তাতে তার মহিমা খর্ব হয়নি তিনিই ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। একবার যে তাকে বিশ্বাস করেছে, অন্য কাউকেই সে তার ঈশ্বর বলে মেনে নিতে পারে না।

ঈশ্বর ! ঈশ্বর কিনা ক্রীতদাসের মতো ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন ! এ কি সম্ভব ? এও সত্যি হতে পারে ?

শাহাক বলল, হ্যাঁ, এ-ই সত্যি।

লোকটা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

শাহাক আর বারাব্বাস অপলকে চেয়ে রইল তার দিকে।

***

সর্দার এই অপরিচিত ঈশ্বরের কথা ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু যতই সে তার কথা শুনছে, ততই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব চিন্তা-চেতনা। ততই রহস্যময় হয়ে উঠেছে সব কিছু। সত্যিই কি তিনি ঈশ্বর ? স্বর্গ এবং মর্ত্যের একমাত্র অধীশ্বর ? সর্বত্রই তার নির্দেশ প্রতিপালিত হবে ? ভূগর্ভের এই অন্ধকারেও ? তার নির্দেশবাণী এত অসাধারণ যে, তাৎপর্য বুঝার উপায় পর্যন্ত নেই ? পরস্পরকে ভালোবাস... পরস্পরকে ভালোবাস... নাহ্ ! কে এ কথার মানে বুঝবে ?

দুই প্রদীপের মধ্যবর্তী জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সর্দার থেমে দাঁড়াল। কথাটা একটু ভেবে দেখতে হবে। আর তক্ষুণি, সেই নির্জন অন্ধকারে, যেন অমোঘ কোনো নির্দেশে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। তাম্রখনির এই মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে শাহাককে মুক্ত করতে হবে। এখানে থাকলে ও বাঁচবে না। এখান থেকে ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে সে। এমন কোনো জায়গায়, যেখানে আর কিছু না হোক, সূর্যের মুখ ও অন্তত দেখতে পাবে। শাহাকের সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে সে জানে না, বোঝে না ; বোঝা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু তাতে কী ! শাহাককে সে মুক্তিদান করবে। এ তার আত্মার নির্দেশ !

***

তাম্রখনির কাছেই আর একদল ক্রীতদাসকে দিয়ে খামারের কাজ করানো হয়। সর্দার তাদের কর্তার সঙ্গে দেখা করল। লোকটা সাদাসিধে প্রকৃতির ; চেহারায় চাষীসুলভ সারল্য। সর্দার তাকে বলল, খনির একজন ক্রীতদাসকে সে খামারে পাঠিয়ে দিতে চায়। সে খামারেই কাজ করবে

BanglaBook.org

লোকটা প্রথমে রাজি হল না। বলল, খনির ক্রীতদাস দিয়ে মাঠের কাজ চলে না

অবশ্য তার লোকের খুবই দরকার। বিশেষত এখন লাঙল দেবার সময় মাঠে পানি ঢালতে হবে। তার জন্য বলদও দরকার। এদিকে তো বলদের খুব অভাব। তাই লোক দিয়েই সে কাজ চালাতে হবে। তাই বলে খনির লোক ? উঁহু, চলবে না। একে তো তারা হাড্ডিসার, তার উপর বাইরের সঙ্গে তাদের খাপখায় না।

আরো অনেক ওজর আপত্তি দেখিয়েছিল সে, কিন্তু লাভ হল না। সর্দারের কথাই শেষ পর্যন্ত তাকে মেনে নিতে হল। ঠিক হল, শাহাক এখন থেকে খামারে কাজ করবে।

কথাবার্তা ঠিক করে খনিতে ফিরে এল সর্দার।

পরদিন বহুক্ষণ ধরে শাহাকের সঙ্গে কথাবার্তা বলল সর্দার ক্রুশবিদ্ধ সেই ত্রাণকর্তা সম্পর্কে আগে তাদের মধ্যে এত দীর্ঘ আলোচনা হয়নি বিদায় নেবার মুহূর্তে সর্দার জানাল যে, তাম্র খনির এই বীভৎস যন্ত্রণা থেকে সে তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। এখন থেকে খামারে কাজ করবে শাহাক খনিমুখে যে প্রহরী মোতায়েন আছে, শাহাক তার কাছে গেলেই সে শৃঙ্খল খুলে দেবে। এরপর তাকে খামারেও পৌঁছে দেবে সে। সেখানেই কাজ করবে শাহাক।...

আনন্দে বিস্ময়ে শাহাক নির্বাক। বীভৎস এই যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে ? এত সৌভাগ্য যে বিশ্বাস হতে চায় না ! সত্যিই তাকে মুক্তি দেয়া হবে ?

সর্দার বলল, সত্যি। শাহাকের যিনি ঈশ্বর, তারই নির্দেশে সে তাকে মুক্তিদান করছে। তার ইচ্ছাই তিনি তাকে দিয়ে পূর্ণ করিয়ে নিলেন

শীর্ণ বুকের উপরে হাত দুখানিকে জড় করে একমুহূর্ত চুপ করে রইল শাহাক ; তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলল যে, বারাব্বাসের কাছ থেকে সে পৃথক হতে চায় না। তাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তবুও না। বারাব্বাসকে ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ, সে আর বারাব্বাস দুজনে একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী

সর্দার বিস্মিত কণ্ঠে বলল, একই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ! কই, ও তো তোমার মতো প্রার্থনা করে না ?

শাহাক বলল তা অবশ্য করে না। কিন্তু তাতে কি ! প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমি যাকে সর্বক্ষণ কাছে পেতে চাইছি, প্রার্থনা না করেই ও তাকে পেয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, ও তার পাশেই ছিল তার মাথার উপরকার অলৌকিক আলোকচক্রটিকেও ও প্রত্যক্ষ করেছে স্বর্গ থেকে দেবদূত নেমে এসে তাকে যে পুনর্জীবন দিলেন, তাও দেখেছে ও। তিনি যে কত বড়ো, কত মহান এ আমি ওর কাছেই জেনেছি।

BanglaBook.org

সর্দার বিব্রত বোধ করতে লাগল অতশত সে জানত না ব ব্বাসের হাবভাব তার কখনো ভালো লাগেনি বীভৎস এই ক্রীতদাস কিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে ! শাহাক আর ওর ঈশ্বর কি এক ? অভিন্ন ? না, এ বি সযোগ্য নয়।

বারাব্বাসকে তার মুক্তি দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শাহাকের সেই ।ক কথা ওকে ছেড়ে আমি মুক্তি চাই না

আপন মনেই সর্দার খানিকক্ষণ বিড়বিড় করতে লাগল না, এ লো ক মুক্তি দেবার ইচ্ছে তার নেই কিন্তু তাতে কি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাহাকের অনুরে ই মেনে নিতে হল তাকে। দুজনকেই মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে

* * *

খনিমুখে যে প্রহরী মোতায়েন ছিল, শাহাক আর বারাব্বাস কাছে দাঁড়াতেই সে তাদের শৃঙ্খল খুলে দিল ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এল তারা। বাইরের পৃথিবী সূর্যালোকে উদ্ভাসিত' মার্টল আর ল্যাভেন্ডারের প্রসন্ন সৌরভে চারদিক ভরে উঠেছে পাহাড়ের নিচে সবিস্তীর্ণ শস্যভূমি অলৌকিক কোনো শিল্পী যেন তার উপর বিছিয়ে দিয়েছে গাঢ় সবুজ চাদর একটু দূরেই বিস্তৃর্ণ নীল সমুদ্র

শাহাক আনন্দে চিৎকার করে উঠল, তিনি এসেছেন ! তিনি এসেছেন ! এই তো তার রাজ্য !

যে প্রহরীটি তাদের এগিয়ে নিতে এসেছিল, তার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না পা দিয়ে শাহাকের গায়ে চাট মেরে বলল, খুব হয়েছে, এবারে সামনে এগোও

BanglaBook.org

চৌদ্দো

দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাঁধা থাকতে থাকতে শাহাক আর বারাব্বাসের মধ্যে জোড় বেঁধে গিয়েছিল। কাজও করত তারা এক সঙ্গে। খামারেও তাদের একই লাঙলে জুতে দেয়া হল। দুজনেরই চেহারা দুর্বল, দুজনেই অস্থিসার অন্যেরা তাদের দেখে হেসেই অস্থির। কোত্থেকে এদের নিয়ে আসা হয়েছে, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। বারাব্বাস অবশ্য দুদিনেই চাঙা হয়ে উঠল। ভালোই কাজ চালিয়ে যেতে লাগল তারা খামারের কর্তাও তা দেখে খুশি। খনি থেকে আসা মজুরের কাছে এরচেয়ে বেশি আশা করেনি সে।

তাম্রখনির অন্তহীন অন্ধকার থেকে যে তারা মুক্তি লাভ করেছে, শাহাক আর বারাব্বাসের তার জন্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এখানেও তাদের খাটতে হচ্ছে। কিন্তু তা আগের থেকে অনেক কম । এখন তারা উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়াতে পারছে, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারছে। যদিও কাজ করতে করতে হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, তবু তাদের দুঃখ নেই সূর্যালোকে যে আনন্দ, যে জীবনের উদ্ভাষণ—তার সঙ্গে শুধু স্বর্গেরই তুলনা চলে !

এমনিতে কিন্তু অবস্থার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। কাজে যদি একবার ছেদ পড়ে তো রক্ষে নেই চাবুক আছড়ে পড়ে তা নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই দুজনের। তারা যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, ভূগর্ভের অন্ধকারের থেকে এই আলো উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপরে উঠে আসতে পেরেছে, এতেই তারা সুখী ! সকালের পর সন্ধ্যা, দিনের পর রাত্রি—পৃথিবীর এই পটপরিবর্তনকে তারা যে দুচোখ ভরে দেখতে পারছে, এর থেকে বড়ো পুরস্কার, বড়ো আনন্দ তারা আশা করে না। তবে একটা সত্য তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছে ঈশ্বরের রাজ্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি !

খামারের অন্যান্য ক্রীতদাসরা আগে তাদের দিকে কৌতূহলে তাকিয়ে থাকত ; এমন একটা ভাব দেখাত যেন তারা মানুষ নয় জন্তু-জানোয়ার আবার চুল

BanglaBook.org

গজাল তাদের মাথায় ; স্বাস্থ্যও সেরে উঠল। অন্যান্যদের সঙ্গে তেমন পার্থক্য রইল না। তারা যে খনির মধ্যে বন্দি ছিল, তাতে কেউ বিস্মিত নয় ; বিস্মিত যে, সেখান থেকে তারা মুক্তিলাভ করেছে কীভাবে ? নবাগত লোক দুটি সম্পর্কে তাদের কৌতূহল শুধু এ কারণেই সেই কৌতূহল একটু শ্রদ্ধা মিশ্রিতও। সবাই জানতে চায়, কী করে তারা মুক্তিলাভ করল ?

চেষ্টা তারা কম করেনি কিন্তু মুশকিল যে লোক দুটি স্বল্পবাক। কীভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছে তা নিয়ে কথাই বলতে চায় না। ব্যাপারটা যে রহস্যময় তাতে অবশ্য কারুরই সন্দেহ নেই !

শাহাক আর বারাব্বাস আর শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। একসঙ্গে খেতে বসা বা পাশাপাশি শোবারও দরকার নেই তাদের। এমনকি, ইচ্ছে করলে আর পাঁচ জনের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বও সম্ভব। কিন্তু, দেহের শিকলটা খসে পড়লে কী হবে, মনের শিকলটা খসেনি। অথচ দুজনের মিলের চেয়ে অমিলটাই যে বেশি তাও তারা জানে কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, কথা কইতেও সঙ্কোচ। তবুও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না।

কাজ করার সময় তাদের একত্র না থেকে উপায় নেই। কিন্তু তারপর তো দুজনে আলাদা হয়ে যেতে পারে ! কিন্তু তেমন ইচ্ছে তাদের হয় না। একসঙ্গে বাঁধা থাকতে থাকতে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। সে অভ্যাস এত দৃঢ়মূল যে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে যখন তারা দেখে যে পরস্পরের সঙ্গে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, আতঙ্কে তাদের মন অবসন্ন হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে যখন বুঝতে পারে যে, পাশাপাশিই তারা শুয়ে আছে, ভয়ের বোঝাটা বুকের উপর থেকে নেমে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

বারাব্বাস কি কখনো ভাবতে পেরেছিল যে এভাবে অষ্টপ্রহরের জন্য তাকে আর একজনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হবে ? এ তার জীবনে অস্বাভাবিক অবস্থা। কারোর সঙ্গেই তার কখনো খাপখায়নি। খাওয়া সম্ভবও নয়। সেই বারাব্বাস কিনা বাঁধা পড়ে গেল ! ছিঁড়তে গিয়েও যা সে ছিঁড়তে পারছে না

শাহাকের কথা আলাদা বন্ধনেই তার সুখ বারাব্বাসের সঙ্গে তার যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তা এখন নেই বলেই সে মুষড়ে পড়েছে।

খনিগর্ভের সেই নরক যন্ত্রণা থেকে যেভাবে তারা মুক্তিলাভ করেছে, তা প্রায় অলৌকিক। কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলে না তারা। প্রথম প্রথম দু একবার বলেছিল, তারপরে আর না। শাহাক বলত ঈশ্বরপুত্রই তাদের মুক্তি দিয়েছেন। তিনিই ত্রাণকর্তা। বারাব্বাস যুক্তি দিত ত্রাণকর্তা... সত্যিই কি তাই ? শাহাককে তিনি মুক্তি দিয়েছেন, বারাব্বাসকে নয়। বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়েছে শাহাক। তাই না ?

বলা শক্ত

BanglaBook.org

যাই হোক, শাহাককে সে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ঈশ্বরকে জানিয়েছে কি ? হ্যাঁ, তাও জানিয়েছে ! নাকি জানায়নি ? কে জানে !

বারাব্বাসকে শাহাক ভালোবাসে। সে ভালোবাসা নিবিড়। কিন্তু তার দুঃখ বারাব্বাস সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানে না খনির সেই অন্ধকার যন্ত্রণার মধ্যেও তারা একত্রে প্রার্থনায় বসত। আজকাল বারাব্বাস প্রার্থনাও করে না। মাঝে মাঝে শাহাকের ইচ্ছে হয়, আবার তারা একত্রে প্রার্থনায় বসবে। কিন্তু তা আর হবার নয়। ভাবতেও ভারি দুঃখ লাগে তার তবু এ নিয়ে সে বারাব্বাসকে কিছু বলেনি তার দুর্বোধ্য আচরণে সে কষ্ট পেয়েছে ; কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলে বারাব্বাসকে কষ্ট দিতে চায়নি।

বারাব্বাসকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। না পারুক, তবু সে তাকে ভালোবাসে। ত্রাণকর্তাকে যে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে, সে তো এই বারাব্বাস। যে তাকে পুনর্জীবন লাভ করতেও দেখেছে—সেও এই। দুঃখ যে, এ নিয়ে আর তাদের আলোচনা হয় না।

খুবই কষ্ট হয় শাহাকের। কিন্তু সে কষ্ট তার নিজের জন্যে নয়। চাবুকে চাবুকে সারা দেহ তার ক্ষতবিক্ষত। তা নিয়ে সে কখনো দুঃখ বোধ করেনি। সে সুখী। প্রভু তাকে মুক্তি এনে দিয়েছেন, অন্ধকারের থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। তার দুঃখ কিসের !

মুক্তি তিনি শুধু তাকেই দেননি, বারাব্বাসকেও দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তি পেয়েও বারাব্বাসের সুখ নেই। কী এক অস্বস্তি, কী এক সন্দেহ সারাক্ষণ তাকে পীড়ন করে। কী এক চিন্তায় সে মুহ্যমান। তা যে কী, কেউ জানে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পনেরো

লাঙল টানার কাজ শেষ হতেই পানি তোলার চাকায় জুতে দেয়া হল তাদের। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কল চালু করতে হবে, নয় তো ক্ষেতখামার শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা। খুবই পরিশ্রমের কাজ।

ফসলকাটা শেষ হলে দুজনকে আবার গম কলে পাঠিয়ে দেয়া হল। গম কলের একটু দূরেই রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদ। প্রাসাদ, গম কল, গোটাকতক বাড়ি আর ঘিঞ্জি একটা বস্তি নিয়ে শহরটা গড়ে উঠেছে। পাশে বন্দর। সমুদ্রের তীরও খুব কাছাকাছি।

এই গম কলের মধ্যে আর একজনের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। লোকটা বামুনাকৃতি ; এক চোখ কানা

সেও একজন ক্রীতদাস। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা, ফ্যাকাশে মুখ, বলিরেখা সারা মুখে চোখমাত্র একটা ; সেই এক চোখই বড়ো চঞ্চল ময়দা চুরি করেছিল বলে অন্য চোখটা উপড়ে ফেলা হয়েছে। অপরাধের শাস্তি হিসেবে তার গলার চারদিকে বিরাট কাঠের চাকতি আটকানো। ময়দা বোঝাই থলেগুলোকে গুদামঘরে পৌঁছে দিয়ে আসাই হল লোকটার কাজ। সত্যি বলতে কী, তার কাজের আর চেহারার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্য অন্যত্র—তার উপস্থিতিটাই যেন অশুভ। লোকটা যদি কারোর ধারে এসে দাঁড়ায়, ফিরে না তাকিয়েও তার সান্নিধ্য টের পাওয়া যায়। কেউ কখনো তার মুখোমুখি হতে চায় না। এক অশুভ আত্মা যেন সে !

গম কলে যে নতুন লোক এসেছে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। যেন চোখেই পড়েনি। চোখে ঠিকই পড়েছে শাহাক আর বারাব্বাসকে। যে সবচাইতে ভারি যাঁতাটার সঙ্গে জুতে দেয়া হয়েছে, তাও তার চোখ এড়ায়নি। দুজনকে দেখে তার ঠোঁটের উপরে অদ্ভুত শয়তানি হাসি ফুটে উঠেছিল ; তবে কেউ তা দেখতে পায়নি।

সবশুদ্ধ এখানে চারটে যাঁতা। যাঁতা পিছু দুজন ক্রীতদাস। আগে গাধা দিয়ে যাঁতা ঘোরানো হত গাধা কমে যাওয়ায় মানুষ দিয়েই এখন ঘোরানো হচ্ছে।

BanglaBook.org

খরচও এতে কম। শাহাক আর বারাব্বাস তাতেই তুষ্ট কারণ আগের চাইতে তারা বেশি খেতে পাচ্ছে। কষ্টও কম। এখানেও যথেষ্ট খাটতে হয় কিন্তু তাতে কী ! সর্দার খুব অত্যাচারী না। দীর্ঘ চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ; চাবুক আস্ফালনও করে ; কিন্তু তেমন মারে না মাত্র একজনের উপরেই তার চাবুক চলে লোকটা বুড়ো ; এক চোখ অন্ধ

ময়দার গুঁড়ায় গম কলের ভিতরটা প্রায় সাদা মেঝে, দেয়াল, ছাদ—সব সাদা। বাতাসেও ময়দার গুঁড়ো মাকড়সার জালেও ময়দা জড়িয়ে ঝুলে থাকে নিশ্বাস টানতেও কষ্ট হয় তারই মধ্যে সারাক্ষণ ঘর্ঘর ঘর্ঘর আওয়াজ ক্রীতদাসরা যাঁতাকলে উলঙ্গ হয়ে কাজ করে। একমাত্র সেই কানার কোমরে লেঙটি জড়ানো। তাই পরে সে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ায়। এত আস্তে যে ইঁদুরও অত নিশব্দে চলে না। সবাই বলে, গলায় ফ্রেম আটকে দিলে কী হয়, এখনো নাকি ও গুদামঘরের ময়দা চুরি করে খায়। যদি ধরা পড়ে তো ব্যাস—আর রক্ষা নেই ; বাকি চোখটিকেও উপড়ে যাঁতায় জুতে দেয়া হবে। ও কি সেকথা জানে না ? জানে, তবু ময়দা খায়

নতুন দুজন লোককে সে শুধু চোরা চাউনিতে লক্ষ করে যাচ্ছে। লক্ষ রাখছে, কী ঘটে। এদের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। তবে তামার খনি থেকে এসেছে যখন, নিশ্চয়ই অপরাধ কিছু আছে। তবে দুজনের একজনকে কিন্তু ভালোমানুষ মনে হয়। অন্যজনের চেহারা ভয়াবহ। কিন্তু তার নৃশংস ভাবটাকে সবসময় সে গোপন রাখে। লোকটা যে পাকা বদমাশ তাতে একচোখার কোনো সন্দেহ নেই। অন্যজন একটু বোকা কিন্তু খনি থেকে এরা মুক্তি পেল কী করে ? কী করে বেরিয়ে এল ? এ এক আশ্চর্য রহস্য বটে ! তবে দিনরাত্রি কেউ কিছুর পিছনে লেগে থাকলে একটা না একটা সুত্র পাওয়াই যায় একচোখা লোকটাও তার চোখ কান খোলা রাখল।

দিনকয়েক বাদেই তার নজরে পড়ল, নবাগত লোক দুজনের মধ্যে যে একটু রোগা—অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে প্রার্থনায় বসে। কিন্তু কেন ? কার উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা ? এমন প্রার্থনা তো সে আগে দেখেনি ! কে সেই দেবতা, যাকে এমন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে হয় ?

অনেক দেবতার কথাই কানা লোকটা জানে। তাদের কারো কাছেই সে নিজে কখনো প্রার্থনা জানায়নি। জানালেও এভাবে জানাত না। সবাই যেমন মন্দিরে যায়, সেও তেমনি দেবমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাত। রহস্যময় এই ক্রীতদাসের মন্দিরে যাবারও দরকার হয় না অন্ধকারে বসেই সে প্রার্থনা জানায় আর সেই প্রার্থনার মন্ত্রকেও সে এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন দেবতা তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গেই সে কথা কইছে আশ্চর্য ! কার সঙ্গে ও অমন কথা বলে ? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না ! সব কিছুই এর জটিল ; রহস্যময় !

BanglaBook.org

অবাস্তব কোনো কিছুর সম্পর্কেই কারোর খুব বেশিদিন আগ্রহ থাকার কথা না। কিন্তু কানা লোকটি অন্য ধাতুতে গড়া। প্রার্থনার ব্যাপারটা দেখার পর থেকে শাহাকের সঙ্গে মাখামাখি শুরু করে দিল সে কথাবার্তার মধ্য দিয়েই সে রহস্য ভেদ করতে চায় শুনতে চায় তার দেবতার কথা

প্রভুর কথা জানাতে শাহাকেরও আপত্তি নেই। যথাসাধ্য সে তাকে বুঝিয়ে বলল বলল যে তার ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান এমনকি, অন্ধকারেও সব জায়গাতেই তাকে ডাকা যেতে পারে ; তার উপস্থিতি অনুভব করা যেতে পারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যেও তার আসন পাতা আছে

শুনে কানা লোকটা বলল, তা যদি হয় তো তোমার ঈশ্বরকে খুবই শক্তিশালী বলতে হবে

শক্তির তার অভাব নেই আমার প্রভু শক্তিতে অতুলনীয়

কানা লোকটা একমুহূর্ত ভেবে জিজ্ঞাসা করল, এই ঈশ্বরই কি তাম্রখনি থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে ?

হ্যাঁ, তিনিই আমাদের মুক্তিদান করেছেন

লোকটা আরো জানতে চায়। শাহাকও জানাতেই আগ্রহী বলল, নিপীড়িত মানুষের ত্রাণকর্তা তিনি। পৃথিবীর সমস্ত ক্রীতদাসকেই তিনি শৃঙ্খলমুক্ত করবেন।

খর্বকায় লোকটা, একটা চক্ষু যার উপড়ে ফেলা হয়েছে, কেউ যাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি—কে জানত, পাঁচজনের মুক্তির জন্য এত আগ্রহী তার আগ্রহের মধ্যে শাহাক ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই অনুভব করল। তার মনে হল, সব কথাই একে খুলে বলা উচিত

এরপর, প্রায়ই তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল।

বারাব্বাসের এসব ভালো লাগে না তার অবচেতন মন অচেনা লোকটাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

শাহাকের মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় যখন তারা যাঁতাকলের পাশে বসে বিশ্রাম করছে, খর্বকায় লোকটার হাতে ঈশ্বরের নাম খোদাই করা চাকতিখানা তুলে দিতেও শাহাকের দ্বিধা হল না। লোকটা জানতে চেয়েছিল, ঈশ্বরের নাম কী অমনি শাহাক সেই চাকতিখানাকে তার হাতে তুলে দিল। বলল, এক গ্রিক ক্রীতদাসকে দিয়ে আমি চাকতির উপরে আমার প্রভুর নাম খোদাই করে নিয়েছি। হরফগুলো আমি অবশ্য চিনি না।

লোকটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই দুর্বোধ্য আঁকিবুকির দিকে তাকিয়ে রইল।

চাকতি ফিরিয়ে নিয়ে শাহাক সেটিকে বুকের উপরে চেপে ধরল। তারপর আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, আমি এই ঈশ্বরেরই ক্রীতদাস এই ঈশ্বরই আমার প্রভু

BanglaBook.org

তাই নাকি ? কানা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, ওই যে তোমার সঙ্গী, ওর চাকতিতেও কি ঈশ্বরের নাম খোদাই করা আছে ?

শাহাক বলল, নিশ্চয়ই।

শুনে লোকটা বলল, আগেই আমি তা অনুমান করতে পেরেছিলাম বলল বটে, কিন্তু আসলে সে তা কল্পনাই করতে পারেনি। বীভৎস দর্শন ওই লোকটা, চোখের নিচে যার অত বড়ো একটা ক্ষত, এতদিনের মধ্যে যাকে একবারও প্রার্থনায় বসতে দেখা গেল না তারও কিনা একই ঈশ্বর ? না এ সে ভাবতেই পারেনি।

বিস্ময়টা চেপে রেখে সে আগের মতোই যাওয়া আসা করতে লাগল

বারাব্বাস ভাবল, যাক—শাহাক তাহলে ভালোই করেছে ঈশ্বরই তার মুখ দিয়ে সব বলিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও, কানা লোকটাকে তার ভালো লাগল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষোলো

কিছুদিন পর সকালবেলা সবাই কাজ করছিল। এমন সময় সর্দার এসে জানাল, শাহাক আর বারাব্বাসকে রোমান শাসনকর্তার প্রাসাদে তলব করা হয়েছে। আজই গিয়ে তাদের দেখা করতে হবে।

গম কলে হুলস্থুল পড়ে গেল !

এর আগে এমন কাণ্ড কখনো ঘটেনি। সর্দারও খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। কী যে এখন করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। এ কী রহস্য ! সামান্য দুজন ক্রীতদাস, তাদের কিনা খোদ শাসনকর্তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে ? সর্দারকেও তাদের সঙ্গে যেতে হবে। এর আগে প্রাসাদে যাবার সৌভাগ্য হয়নি তার। সে তাই ঘাবড়ে গেছে। তবে তার কী ! দাস দুটোকে সেখানে পৌঁছে দিয়েই সে চলে আসবে।

নির্দিষ্ট সময়ে গম কল থেকে তারা রওনা হল। শঙ্কা নিয়ে সবাই তাকিয়ে আছে তাদের গমন পথের দিকে। খর্বকায় সেই কানা লোকটাও। মুখখানা তার এতই কুশ্রী যে হাসছে কিনা, সেটাই শুধু বোঝা গেল না।

অলিগলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে তারা—শাহাক, বারাব্বাস আর সর্দার। এখানকার রাস্তাঘাট সব অচেনা। সর্দার সঙ্গে না এলে তারা পথই হারিয়ে ফেলত। গা ঘেঁসাঘেঁসি করে সর্দারের ঠিক পিছনে পিছনেই তারা হাঁটছে। দেখে মনে হয়, আগের মতোই তাদের দুজনকে আবার পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

প্রাসাদ তোরণের সামনে জমকালো এক প্রহরী অপেক্ষায় ছিল। সে তাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। একটার পর একটা দরজা পার হয়ে ভিতরের চত্বরে গিয়ে পৌঁছল তারা সেখানে আর একজন প্রহরী অপেক্ষা করছিল। আগের

BanglaBook.org

প্রহরীর আর আগ বাড়বার ক্ষমতা নেই ! তারা পৌঁছতেই নতুন প্রহরী তাদের নিয়ে সামনে চলল। কিছুক্ষণ বাদে তারা মাঝারি আকারের একটি সুসজ্জিত ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জমকালো দরজা খোলাই আছে। সসংকোচে ভিতরে ঢুকে তারা চমকে গেল। স্বয়ং শাসনকর্তা বসে রয়েছেন সেখানে।

আগে থাকতেই সর্দার তালিম দিয়ে রেখেছিল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে অভিবাদন জানাল দুজনে যদিও শাহাক আর বারাব্বাসের এতে সায় ছিল না। শাসনকর্তা হলেও তিনি একজন মানুষ। যত শক্তিশালীই হোন ; দেবতা তো নন। এভাবে তার সামনে নত হয়ে অভিবাদন জানাতে হবে— ভাবতেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যাই হোক, সর্দারের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পায়নি তারা

মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই ছিল দুজনে। শাসনকর্তা দাঁড়াতে বললে তারা সোজা হল। তাকাল সামনের দিকে। ঘরের এককোণে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন তিনি। সাদা কুর্তা আর বেগুনি টিউনিকে অপূর্ব লাগছে তাকে। আদেশ পেয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। শাসনকর্তার বয়স প্রায় ষাট কিন্তু এখনো মুখখানা ভরাট। ঋজু শরীরে একটুও মেদ নেই। চওড়া চিবুকে স্পষ্ট কর্তৃত্বের ভাব। চাউনিটা তীক্ষ্ণ ; তবে ক্রুদ্ধ নয়। না, লোকটার চেহারার মধ্যে ভয়ের কিছু আছে বলে মনে হল না বারাব্বাসের।

সর্দারের কাছে শাহাক আর বারাব্বাস সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গভর্নর। এরা ঠিকমতো কাজকর্ম করছে তো ? নাকি সর্দারের কোনো অভিযোগ আছে এদের ওপর ?

আমতা আমতা করে সর্দার জবাব দিল, না, আমার কোনো অভিযোগ নেই। সবসময়েই আমি ক্রীতদাসদের কড়া শাসনে রাখি।

তিনি খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে বাঁ হাতখানিকে সামনে আন্দোলন করলেন ইঙ্গিতটা পরিষ্কার সর্দার এখন যেতে পারে। লোকটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে তো পালাতে পারলেই বাঁচে !

* * *

শাহাক আর বারাব্বাসকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন শাসনকর্তা কোত্থেকে তারা এসেছে, তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল কেন, খনি থেকে মুক্তি পেল কী করে, কে তাদের মুক্তিদান করল—এই সব।

কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র ক্রোধ নেই ; বরং বেশ খানিকটা মমতা লেগে আছে যেন। এক সময়ে তিনি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হেঁটে এসে শাহাকের চাকতিখানাকে হাতে তুলে নিলেন। এই যে এর ওপর একটি ছাপ মারা রয়েছে, তুমি কি এর অর্থ জান ?

শাহাক বলল, জানি। এ ছাপ রোমান রাষ্ট্রের

BanglaBook.org

তিনি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক বলেছ। এ ছাপের অর্থ হল রাষ্ট্রই তোমার মালিক

কথা শেষ করে চাকতিখানাকে তিনি উল্টে ধরলেন সেখানে দুর্বোধ্য সেই অক্ষরগুলো খোদাই করা রয়েছে। কৌতূহলভরে সেই লেখার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন ; তারপর ধীরে ধীরে নিচু গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ক্রিস্টোস্ য়েসাস'।

অক্ষরগুলোর তিনি অর্থোদ্ধার করতে পেরেছেন দেখে শাহাক আর বারাব্বাস বিস্মিত !

এ নাম কার ? তিনি প্রশ্ন করলেন।

এ আমার ঈশ্বরের নাম ' বলতে গিয়ে শাহাকের গলা কেঁপে গেল

ঈশ্বরের নাম ! কই, আগে তো এ নাম শুনিনি ? অবশ্য... দেবতা তো আর একজন নন। সবার নাম জেনে রাখাও সম্ভব নয়। তা শুধু তোমাদের দেশেই বুঝি এর অর্চনা হয় ?

শুধু আমার দেশেই নয়, সবদেশেই হয়। সকলেরই তিনি ঈশ্বর।

সকলের ঈশ্বর ? এ তুমি কী বলছ ? সকলের ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত আমি জানি না ? কিছু মনে করো না, তোমার দেবতা বুঝি গোপন থাকতে ভালোবাসেন ?

হ্যাঁ, তাই।

তা না হয় মানলাম। কিন্তু সবারই যিনি দেবতা—তার তো খানিক ক্ষমতাও আছে ; তাই না ? সে ক্ষমতা আসে কোত্থেকে ?

ভালোবাসা থেকে।

ভালোবাসা থেকে ?... ভীষণ অবাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, একটি কথার শুধু জবাব চাই আমি, চাকতির উপরে তুমি তার নাম খোদাই করে রেখেছ কেন ?

কারণ, তিনিই আমার প্রভু। আবার শাহাকের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল

তিনিই তোমার প্রভু ? কেন, তুমি রাষ্ট্রের ক্রীতদাস নও ? রাষ্ট্র তোমার মালিক নয় ?

শাহাক কোনো উত্তর দিল না। নিচের দিকে তাকিয়ে নীরব রইল

শাসনকর্তা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর কণ্ঠস্বরে মমতা মাখিয়ে বললেন, যা জানতে চাইছি—তার উত্তর দাও। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভালো। বল, রাষ্ট্র কি তোমার মালিক নয় ?

মাথা না তুলেই জবাব দিল শাহাক, আমার ঈশ্বরই আমার প্রভু ; আমার প্রভুই আমার মালিক।

স্থির দৃষ্টিতে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। বাঁ হাতে চিবুক তুলে ধরে শাহাকের জ্বলে যাওয়া মুখখানি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

BanglaBook.org

এরপর বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এসে। তার চাকতিখানাও উল্টে ধরে প্রশ্ন করলেন, তুমিও বুঝি এই একই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?

বারাব্বাস জবাব দিল না।

বল, তুমিও কর ?

মাথা নাড়ল বারাব্বাস

কর না ? তবে তোমার চাকতিতে তুমি তার নাম খোদাই করে রেখেছ কেন ?

আগের মতোই বারাব্বাস চুপ করে রইল।

যার নাম খোদাই করে রেখেছ, তিনি কি তোমার ঈশ্বর ?

বিষণ্ণ গলায় বারাব্বাস বলল, আমার কোনো ঈশ্বর নেই

বারাব্বাস যে একথা বলবে, শাহাক কল্পনাও করতে পারেনি। বেদনায় তার দুচোখ নীল হয়ে গেল। শাহাকের দিকে না তাকিয়েও বারাব্বাস তার ক্ষোভ অনুভব করতে পারল।

শুধু শাহাকই নয়, শাসনকর্তাও বিস্ময়বোধ করলেন। বললেন, কথাটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তোমার যদি ঈশ্বর না থাকবে তো এই চাকতির ওপরে তার নাম খোদাই করে রেখেছ কেন ?

কারণ, আমি বিশ্বাস করতে চাই। মাথা না তুলেই জবাব দিল বারাব্বাস।

অবাক বিস্ময়ে শাসনকর্তা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বয়স্ক এই ক্রীতদাসের চেহারা কঠোর ; চোখের নিচে গভীর ক্ষতচিহ্ন। যুবা বয়সে লোকটা যে অসাধারণ বলশালী ছিল, এখনো তা স্পষ্ট বোঝা যায়। চাউনিটা স্থূল ভাষাহীন। শাহাকের মুখখানাকে ভালোভাবে দেখার জন্য শাসনকর্তা তার চিবুক তুলে ধরেছিলেন বারাব্বাসের বেলায় সে ইচ্ছেও তার হল না। কেন ? তিনি নিজেও জানেন না।

শাহাকের দিকেই আবার তিনি ফিরে দাঁড়ালেন একটু আগে তুমি যা বলেছ, তার ফলাফল কত দূর গড়াতে পারে, জান তুমি ? তোমার এই চাকতির ওপর মহামান্য সিজারের ছাপ মারা রয়েছে তা সত্ত্বেও যদি তুমি অন্য কাউকে তোমার প্রভু বলে ঘোষণা কর, সেটা সিজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমান। সিজার দেবতাতুল্য। তাকে অস্বীকার করে অন্য দেবতাকে তুমি প্রভু বলে গ্রহণ করেছ ; তোমার চাকতির উপরে তার নাম খোদাই করে রেখেছ। এর মানে তুমি বলতে চাও যে, সিজার তোমার প্রভু নন। তাই তো ?

হ্যাঁ, তাই। বলতে গিয়ে শাহাকের গলাটা এবার আর কাঁপল না।

এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ

এর পরিণাম কী দাঁড়াবে, তা তুমি জান ?

জানি।

BanglaBook.org

শাসনকর্তা চুপ করে সরলহৃদয় ক্রীতদাসের কথা ভাবলেন সত্যি বলতে কী, এর ঈশ্বরের পরিচয় তিনি জানেন সম্প্রতি তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন তিনি। জেরুজালেমের সেই উন্মাদকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাও তিনি জানেন। 'তিনিই সকলের শৃঙ্খলমোচন করবেন' এই যার বাণী—না ; তাকে উপেক্ষা করা চলে না। এই ক্রীতদাসকে যদিও এখন অসহায় দেখাচ্ছে, কিন্তু না ; এদের দয়া দেখালে রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়বে সেটা উচিত কাজও না

তোমার বিশ্বাসকে যদি তুমি বর্জন কর, এক্ষুণি তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাতে কি তুমি রাজি ? কোমল কণ্ঠে শেষ সুযোগ দিতে চাইলেন গভর্নর

না, তা আমি পারব না।

কেন ?

আমার ঈশ্বরকেই তাহলে বর্জন করা হয়

আশ্চর্য ! তুমি কি জান না যে এর জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ? যে বিশ্বাসকে তুমি আঁকড়ে থাকতে চাইছ, তার জন্যে তুমি মৃত্যুকে বরণ করবে ? এত বলিষ্ঠ তোমার ধর্ম ?

প্রভুই তার বিচার করবেন।

কথাটা খুব সাহসীর মতো শোনাল না। ঠিক করে বল তো, নিজের জীবনের দাম নেই তোমার কাছে ?

অবশ্যই আছে আমিও জীবনকে ভালোবাসি।

কিন্তু তোমার ওই ঈশ্বরকে যদি না ছাড়, কেউই আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে তোমাকে।

ছাড়ব। কিন্তু আমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পারব না।

তাহলে, আমার আর কিছু করার নেই

তিনি তার টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন। হাতির দাঁতের একটা হাতুড়ি তুলে টেবিলে আঘাত করলেন। তারপর আপন মনেই বললেন—তোমার ঈশ্বরও উন্মাদ ; তুমিও উন্মাদ !

শাসনকর্তা আবার এসে বারাব্বাসের কাছে দাঁড়ালেন। তার চর্কিত উল্টে ছুরি দিয়ে 'ক্রিস্টোস য়েসাস্' কথাটাকে আড়াআড়িভাবে কেটে দিয়ে বললেন, তুমি যাকে বিশ্বাস কর না, তার নামটা কেটে দিলাম।

শাহাক চুপ করে বারাব্বাসের দিকে তাকাল তীব্র অগ্নিশিখার মতো তার দৃষ্টি যেন বারাব্বাসের আত্মা পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রহরী বের করে নিয়ে গেল শাহাককে বারাব্বাস একা দাঁড়িয়ে আছে শাসনকর্তা বললেন, তোমার বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় পেয়ে আমি সন্তুষ্ট

BanglaBook.org

বারাব্বাসকে তিনি পুরস্কৃত করতে চান এখন থেকে সে এই প্রাসাদেই কাজ করবে। আগের মতো তাকে আর পশুর বোঝা টানতে হবে না।

বারাব্বাস তার দিকে তাকাল একবার দুচোখে তার তীব্র ঘৃণা। সে ঘৃণা তিরের মতো কাঁপছে। কিন্তু সে তির নয়নতূণেই আটকে রইল, নিক্ষিপ্ত হল না।

আদেশ অনুযায়ী, প্রাসাদের অভ্যন্তরে কাজ করতে গেল বারাব্বাস।

BanglaBook.org

সতেরো

শাহাককে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, অল্প দূরে কাঁটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বারাব্বাস

সে চায়নি, তার বন্ধু তাকে দেখে ফেলুক। কিন্তু ইতিমধ্যেই শাহাকের উপর দিয়ে যে অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে তাতে তার দেখার অবস্থা ছিল না। আত্মগোপন যদি নাও করত বারব্বাস, শাহাক তাকে চিনত কি না সন্দেহ।

শাসনকর্তা শুধু ক্রুশবিদ্ধ করারই আদেশ দিয়েছিলেন কোনো অত্যাচার চালাতে বলেননি কিন্তু প্রহরীরা ধরেই নিয়েছে যে তিনি বলতে ভুলে গেছেন। ক্রুশবিদ্ধ করার আগে সকলের উপরেই কয়েক দফা অত্যাচার চালানো হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কী জন্যে যে একে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, প্রহরীরা কেউ জানে না জানতে তাদের কৌতূহলও হয়নি। এরকম হত্যা তারা হামেশাই দেখে আসছে। দেখে দেখে তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

শাহাকের মাথার অর্ধেকটা আগের মতোই কামিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি অর্ধেকটা রক্তে মাখামাখি। সামান্য শক্তি অবশিষ্ট থাকলেও সে তার নীরব দৃষ্টিতে কী কথা ফুটিয়ে তুলত, বারাব্বাস জানে দুচোখে যন্ত্রণা নিয়ে সে শাহাকের দিকে তাকিয়ে রইল। শীর্ণ দুর্বল শরীর তার যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমনিতেই শাহাক দুর্বল। এখন তাকে আরো কাহিল দেখাচ্ছে। এত দুর্বল লোক কি কোনো অপরাধ করতে পারে ? তার হাড়পাঁজরা বের করা বুকের উপর বিরাট করে রোমান রাষ্ট্রের ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ— শাহাক রাষ্ট্রদ্রোহী। তার গলার চাকতিটাও খুলে নেয়া হয়েছে ; যে চাকতিটার উল্টাপিঠে সেই ক্রুশবিদ্ধ লোকটার নাম লেখা ছিল !

শহরের বাইরে ছোটো একটা টিলার উপরে বধ্যভূমি। টিলার নিচটা ছোটো ছোটো গাছপালা আর কাঁটাঝোপে ঘেরা তারই একটির আড়ালে বারাব্বাস

BanglaBook.org

আত্মগোপন করে দেখছে। উপরে জনকয়েক প্রহরী ছাড়া কেউ নেই। মারাত্মক অপরাধের জন্যে যখন কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় আজ কেউ আসেনি। কারণ, একে তো শাহাককে কেউ চেনে না, তার উপরে এমন কোনো বড়ো অপরাধও সে করেনি যে তাকে দেখার জন্যে নগরবাসীর কৌতূহল হবে

এখন বসন্তকাল গত বসন্তকালেই তাম্রখনি থেকে মুক্তি পেয়েছিল তারা অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অভিভূত শাহাক মাটিতে বসে চিৎকার করে উঠেছিল, 'তিনি এসেছেন ! তিনি এসেছেন ! এই তো তার রাজ্য !' সব কথাই মনে পড়ছে বারাব্বাসের কী আশ্চর্য, আজকেও পৃথিবীর বুকে কে যেন গাঢ় সবুজ চাদর বিছিয়ে রেখেছে ; বধ্যভূমিতে ফুটেছে ফুল ! একটু দূরেই সমুদ্র ! তার সুনীল জলরাশির উপরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, আর সবুজ প্রান্তরে সূর্যালোক চিকচিক করছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল বারাব্বাস !

এখন মধ্যাহ্ন। চারদিক মাছি ভনভন করছে। শাহাকের গায়েও মাছি ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু হাত নেড়ে সে যে তাদের তাড়িয়ে দেবে, এমন শক্তিও শাহাকের নেই। এ মৃত্যু বীভৎস ; এ মৃত্যু কুৎসিত !

আজকের এই মৃত্যু বারাব্বাসের হৃদয়কেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে বিস্ফারিত চোখে সে শাহাকের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করছে। এ যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্তকে সে যেন মনে গেঁথে রাখতে চায়।

কপালের উপরে আর বাহুমূলে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে শাহাকের। দুর্বল বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। হাত নড়াবার শক্তিও আর নেই মাথাটা বুকের উপরে বারবার ঝুলে পড়ছে। যন্ত্রণায় আরো জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে সে। এখান থেকেই সেই শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুনতে শুনতে বারাব্বাসেরও কষ্ট হতে লাগল। বারাব্বাসের সর্বাঙ্গেও যেন যন্ত্রণা শুরু হয়েছে ; গলা শুকিয়ে কাঠ এ তৃষ্ণা তার, না শাহাকের ? শাহাকের ওই অসহ্য যন্ত্রণাই কি বারাব্বাসের শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে ? আশ্চর্য ! এখনো কি অদৃশ্য শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে ?

শাহাকের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। পানি চাইছে নাকি ? কিছুই শোনা যায় না এখান থেকে কিন্তু তাতে কি ! দৌড়ে সে তার বন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কী চাইছে জিজ্ঞাসা করতে পারে। আর কিছু না হোক, বুকের উপরকার ওই রক্তখেকো মাছিগুলোকে অন্তত তাড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু কোনো কিছুই করল না বারাব্বাস। ঝাঁটাঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু তার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে লাগল। একই যন্ত্রণা অনুভব করছে বারাব্বাস ! দুচোখে তারও তীব্র জ্বালা।

BanglaBook.org

আর দেরি নেই। নিশ্বাস টানার শব্দ মিলিয়ে আসছে। একটু আগেও বুকটা ওঠানামা করছিল। ধীরে ধীরে থেমে গেল সেই ছন্দ। শাহাক মারা গেল !

আজ এখানে অন্ধকার নেমে আসেনি। অলৌকিক কোনো দৃশ্যের অবতারণাও হয়নি শান্ত এবং সন্দেহাতীত এ মৃত্যু। আজকেও প্রহরীরাও সেদিনকার মতো পাশা খেলায় মত্ত সেদিনের মতো ভয়াবহ অন্ধকার আজ কাউকে ভয় পাইয়ে দিল না। শাহাক যে মারা গেছে, প্রহরীরা তা বুঝতেও পারেনি। একমাত্র বারাব্বাসই তার সাক্ষী প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে হঠাৎ মাটির উপরে বসে পড়ল। বেঁচে থাকলে, বারাব্বাসের এই প্রণতি দেখে শাহাক খুবই খুশি হত কিন্তু সে নেই !

কার কাছে প্রার্থনা জানাবে বারাব্বাস ? কে তার প্রার্থনা গ্রহণ করবে ? তার তো কোনো ঈশ্বর নেই। প্রার্থনার ভঙ্গিতেই শুধু বসে রইল সে ; প্রার্থনা জানাল না। হঠাৎ কী এক আবেগে সে তার ক্ষতবিক্ষত মুখখানাকে দুহাতে গোপন করে ফেলল। মনে হল নীরবে কাঁদছে সে।

ক্রুশবিদ্ধ লোকটি যে মারা গেছে তা নজরে পড়ায় প্রহরীদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। শাহাকের মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনল তারা। এবার তাদের ছুটি।

লুকিয়ে সমস্ত কিছুই লক্ষ করছে বারাব্বাস। সমস্ত কিছুই তার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

আঠারো

কিছুকাল বাদেই শাসনকর্তা অবসর গ্রহণ করলেন। বাকি জীবনটা তিনি রোমে কাটাবেন।

প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছেন তিনি। এর আগে কোনো শাসনকর্তা তার মতো এত বিপুল ধন সম্পত্তি নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। শুধু নিজের জন্যেই সঞ্চয় করেছেন তিনি, একথা বললে ভুল হবে। এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি এখানকার খনি এবং জমিজমার ফসল তদারকি করেছেন যে তার ফলাফল শুভ হতে বাধ্য।

কৃতিত্ব অবশ্য তার একার নয়, ক্রীতদাসের সর্দাররাও অংশ দাবি করতে পারে। প্রতিটি কাজেই তারা আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে। দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তা না হলে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে এত ভালোভাবে কাজে লাগানো যেত কিনা সন্দেহ। স্থানীয় অধিবাসী আর ক্রীতদাসের গায়ের রক্তকেও এত মোক্ষম উপায়ে শোষণ করা যেত না।

কিন্তু শাসনকর্তার শাসনটাই শুধু কঠোর, নিজে তিনি কঠোর নন। কেউ যদি তাকে অত্যাচারী বলে—তো বলতে হবে, আসল মানুষটাকেই সে চেনে না। অধিকাংশ লোকের কাছেই তিনি অপরিচিত ; কল্পনার রহস্যময় চরিত্র

তিনি এবার বিদায় নেবেন। খনির অন্ধকারে আর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে যাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, শুনে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পরবর্তী শাসনকর্তা হয়ত এতটা নিষ্ঠুর হবেন না, এই আশাতেই তাদের মন খানিকটা প্রসন্ন।

কিন্তু শাসনকর্তা ভারি বিষণ্ন বোধ করছেন। দ্বীপটিকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। এখানে তিনি সুখে ছিলেন শান্তিতে কাটিয়েছেন। তার বিষণ্নতার আর একটি কারণ, কর্মজীবনের অবসান। এখন থেকে শুধু অবসর আর অবসর। অথচ কাজ করার স্পৃহা তার এখনো অটুট। এখনো তিনি বলিষ্ঠ ; সক্ষম। কাজ ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না সারা মনে তাই বিষাদ ছড়িয়ে গেছে

BanglaBook.org

কিন্তু আনন্দও যে নেই, তা নয়। কারণ, শুধু শাসনকর্মেই নয়—সংস্কৃতি চর্চাতেও তার সমান উৎসাহ। রোমে ফেরার পর সে চর্চার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে পাঁচজন জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে চমৎকার সময় কাটাবে। ....পাটাতনের উপরে আরাম কেদারায় বসে চুপচাপ তিনি এই চিন্তাই করছিলেন। একটু আগের বিষন্নভাব কেটে হৃদয় তার প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরকে লাগছে স্নিগ্ধ ও কোমল।

নিজের জন্যে কয়েকটি ক্রীতদাস সঙ্গে নিয়ে চলছেন তিনি। বৃদ্ধ বারাব্বাসও আছে তার মধ্যে। তাকে দিয়ে এখন আর বিশেষ কোনো কাজ হয় না। শাসনকর্তার খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। তাছাড়া বারাব্বাস সেদিন যে বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে, শাসনকর্তা তার সেই বুদ্ধির পুরস্কার হিসেবেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এতখানি দয়া, এতখানি সহৃদয়তা, কোনো রোমান অভিজাতের কাছে কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

অনুকূল বাতাস পাওয়া যায়নি বলে তীরে পৌঁছুতে কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। একটানা কয়েক সপ্তাহ দাঁড় টানার পর যখন তারা অস্টিয়া বন্দরে নোঙর ফেলল, মাঝিমাল্লাদের হাত-পা থেকে রক্ত ঝরছে। শাসনকর্তা পরের দিনই রোমে গিয়ে পৌঁছালেন মালপত্র আর সঙ্গের লোকজনের আসতে আরো দু চারদিন দেরি হল।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে আগেই প্রাসাদ কিনে রেখেছেন তিনি। বাড়িটা বেশ উঁচু। দেয়ালে দেয়ালে নানান রঙের পাথর। নিখুঁত আসবাবপত্র। দেখলেই বোঝা যায়, মনের মতো সবকিছু সাজাবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

* * *

ক্রীতদাসরা থাকে একতলায়। বারাব্বাসও তাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। অন্যান্য তলাগুলো এখনো দেখা হয়নি তার। তার কাছে অবশ্য দেখার কোনো মূল্যও নেই। তবে না দেখলেও সে কল্পনা করে নিতে পারে। তাকে এটা-ওটা কাজ করতে হয়। কোনোটাই পরিশ্রমের কাজ নয়। হেড বাবুর্চি যখন রোজ সকালে বাজারে যায়, বারাব্বাস এবং আরো কয়েকজন ক্রীতদাসও সঙ্গে যায়। লোকটা রুক্ষ প্রকৃতির। হোক—তাতে বারাব্বাসের কী !

ইতিমধ্যে রোমের অনেক জায়গা তার দেখা হয়েছে। দেখা হয়েছে বললে ভুল হবে ; বাজারে যাবার পথে চোখে পড়েছে। রাস্তাগুলো সরু সরু, সবসময়ে ভিড় লেগে থাকে। হাটে-বাজারে এত গোলমাল যে কোনো পাতা দায়। সব জায়গাতেই লোক গিজগিজ করে। সমস্ত ব্যাপারটাই বারাব্বাসের অবাস্তব মনে হয়। মনে হয় একটা স্বপ্ন—একটু পরই মুছে যাবে।

কোলাহলে ঠাসা এই বিরাট রোমকে সে সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারছে না রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উন্মনা হয়ে যায় সে। কোনো দিকেই খেয়াল থাকে না।

BanglaBook.org

প্রতি দেশ থেকে অসংখ্য নরনারী এসে এই নগরীতে মিশে গেছে। এত ঐশ্বর্য, এত সমারোহ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। যে কোনো লোকেরই রোম দেখে মুগ্ধ হবার কথা।

কিন্তু বারাব্বাসের ভাবান্তর ঘটল না।

এত যে অট্টালিকা আর এত মন্দির—অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও বিলাসিতা ছেড়ে প্রায়ই যেখানে সমবেত হয়, কিছুই তার মনে দাগ কাটতে পারল না। অন্য কেউ হলে, এদ্দিনে চোখ ঝলসে যেত। বারাব্বাসের দৃষ্টি মৌন নির্বাক। কোটরগত চক্ষুতে বোধহয় বাইরের কোনো কিছুরই ছায়া পড়ে না। সে শুধু দেখে যায় ; দেখেই যায়। কোনো কিছুতেই মুগ্ধ হয় না। কোনো কিছুই তোয়াক্কা করে না। পৃথিবীর এই রাজধানীতেও বারব্বাস নিরাসক্ত।

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয় ? নিরাসক্তই যদি হবে তো রোমের প্রতি তার এত বিদ্বেষ কেন ? রোমকে সে ঘৃণা করে কেন ?

মাঝে মাঝে যখন দেবতার মিছিল বেরোয়, বারাব্বাসের কাছে অদ্ভুত লাগে। লাগাটা বিচিত্র নয়, কারণ নিজে সে কখনো প্রার্থনা জানায় না। তার ঈশ্বর নেই। রাস্তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে ; দুচোখ তার বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কোথায় যায় এরা ?

একদিন সে পিছু নিল। নানা পথ ঘুরে ঘুরে মিছিলটা শেষ পর্যন্ত মন্দিরে গিয়ে উঠল। এর আগে বারাব্বাস কখনো রোমের মন্দিরে যায়নি। ঢুকেই তার চোখে পড়ল শিশু কোলে এক মাতৃমূর্তি। বারব্বাস জিজ্ঞাসা করে, মূর্তিটা কার ? পাশের লোকটি বলল, কেন ? দেবী আইসিসের ; কোলের ছেলেটি হোরাস ! বলেই তার সন্দেহ হল। কে এই লোক, যে দেবী আইসিসকে চেনে না ?

আমতা আমতা করে কী বলতে যাচ্ছিল বারাব্বাস, তার আর অবকাশ হল না। প্রহরীরা তাকে পিটিয়ে বের করে দিল বারাব্বাস বুঝতে পারল, সবাই তাকে ত্যাজ্য করতে চাইছে। তার মা যে ঘৃণাভরে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল, জন্মকাল থেকেই সে যে অভিশপ্ত, সবাই যেন তা বুঝতে পেরেছে !

রাগেদুঃখে চোখের নিচের গভীর ক্ষতচিহ্ন তিরের মতো কাঁপতে লাগল তার। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল বারাব্বাস। সারাদিন বাড়ি ফিরল না। সব কিছুই তার ওলটপালট হয়ে গেছে। দূর হ নাস্তিক ! দূর হ ! !

উদ্‌ভ্রান্ত বারাব্বাস কোথায় চলছে, কী করছে, নিজেই জানে না।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরল সে। আর কেউ হলে দেরির জন্যে কঠিন শাস্তি পেতে হত। বারাব্বাস বলল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কারো কাছেই তা অবিশ্বাস্য মনে হল না। চুপচাপ শুয়ে পড়ল সে। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তার মনে হতে লাগল, 'ক্রিস্টোস য়েসাস' লেখা সেই চাকতির তাপে তার বুকের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।...

BanglaBook.org

ঘুমের ঘোরে বারাব্বাস অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল দেখল, অচেনা এক ক্রীতদাসের সঙ্গে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ; সেই ক্রীতদাস তার পাশে প্রার্থনায় বসেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিসের জন্যে তুমি প্রার্থনা করছ ? বারাব্বাস প্রশ্ন করল, এ প্রার্থনায় লাভ কী ?

তোমার জন্যেই প্রার্থনা করছি আমি অন্ধকারের মধ্য থেকে উত্তর ভেসে এল।

বারাব্বাসের মনে হল, গলাটা চেনা-চেনা

চুপচাপ বসে রইল বারাব্বাস, যেন তার প্রার্থনার ব্যাঘাত না ঘটে। দুচোখ তার ভিজে উঠল

ঘুম ভেঙে গেল তার কই, কেউ তো নেই ! কারো সঙ্গেই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়নি। কোনো বন্ধন নেই তারা কারোর সঙ্গেই না।

কিছুদিন বাদেই বারাব্বাসের চোখে পড়ল অদ্ভুত ব্যাপার। প্রাসাদের একতলার কোণে কে যেন মাছের একটা চিহ্ন এঁকে রেখেছে। বারাব্বাস জানে, এ চিহ্ন খ্রিষ্টানদের। এবং ক্রীতদাসদের মধ্যেই কেউ একজন যে এ কাজ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কে এমন দুঃসাহসী ?

দিনের পর দিন, বারাব্বাস সবাইকে লক্ষ করে যেতে লাগল কিন্তু সামনাসামনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করলে হয়ত সহজ কোনো উত্তর পাওয়া যেত কিন্তু সে পথে গেল না বারাব্বাস। কারণ, অন্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে তার তেমন মেলামেশা নেই। কারো সঙ্গে বড়ো একটা কথাও বলে না সে। অন্যরাও তাকে এড়িয়ে চলে।

বারাব্বাস জানে, এ শহরে খ্রিষ্টানের অভাব নেই। কিন্তু তাদের খুঁজে বের করতে সে উৎসাহ বোধ করেনি। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ? একদিন হয়ত একজনের সাথে একটা বন্ধন ছিল ; আজ আর নেই খ্রিষ্টানদের ঈশ্বরের নামই একদিন তার চাকতির উপরে খোদাই করিয়ে নিয়েছিল সে। ছুরির আঁচড়ে সে নাম বাতিল হয়ে গেছে।

রোমের খ্রিষ্টানরা আজকাল প্রকাশ্যে কোথাও মিলিত হয় না। যে কোনো মুহূর্তেই তাদের উপরে অত্যাচার আরম্ভ হয়ে যেতে পারে প্রার্থনানুষ্ঠান গোপনে সম্পন্ন হচ্ছে। হাটে বাজারে এ নিয়ে খুব কানাঘুষা। বারাব্বাসেরও তা কানে যায়। সবাই খ্রিষ্টানদের ঘৃণা করে অবিশ্বাস করে। বহুদিন আগে জেরুজালেম না কোথায় যেন তাদের ঈশ্বরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তাই নিয়ে সবাই কানাকানি করে কেউই এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

BanglaBook.org

উনিশ

একদিন সন্ধ্যাবেলা বারাব্বাসের চোখে পড়ল, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজন ক্রীতদাস নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। বারাব্বাসকে তারা দেখতে পায়নি। বারাব্বাস শুধু ফিসফাস শুনতে পাচ্ছে। লোক দুজনকে সে চেনে।

অ্যাপিয়ান সড়কের ধারে যে আঙুর বাগান, পরদিন সেখানে সভা হবে। তাই নিয়ে এরা আলোচনা করছে। উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছে বারাব্বাস। দু-একটা কথা শুনবার পরই বুঝল যে, আঙুর বাগানে নয়, বাগানের ওদিকে ইহুদিদের যে কবরখানাটা রয়েছে, সেখানে সবাই মিলিত হবে।

প্রার্থনা করার আর জায়গা পেল না এরা ? শেষকালে কিনা গোরস্তানের মধ্যে ? আশ্চর্য ! কী করে এমন প্রবৃত্তি হয় এদের ?

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্রীতদাসদের ঘরে চাবি পড়ার আগেই গা ঢাকা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল বারাব্বাস। ধরা পড়লে আর বাঁচতে হত না। যখন সে অ্যাপিয়ান সড়কে গিয়ে পৌঁছুল, চারদিক অন্ধকার।

নির্জন রাস্তা। একজন মেষপালক শুধু বাড়ি ফিরছে। বারাব্বাস তার কাছ থেকে আঙুর বাগানের দিকটা জেনে নিল।

কবরখানাটা খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না তার। রাস্তার উপর থেকে থাকে থাকে সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে ; তারপরেই সার সার কবর। দু দিককার কবরের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। উপরে সামান্য আলো ছিল, এখানে তাও নেই। যেদিকে তাকায়—অন্ধকার। সেই অন্ধ গলিপথের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে লাগল সে। প্রথম দিককার সারির মধ্যেই নাকি মস্তবড় গহ্বর আছে—যেখানে খ্রিষ্টানরা মিলিত হবে। ক্রীতদাস দুজন তা ই বলছিল। সামনে এগোতে এগোতে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শে শরীর শিউরে উঠল তার

কিন্তু কোথায় সেই গহ্বর ? কোথাও তো কিছু নেই।

BanglaBook.org

বারাব্বাস হাঁটতেই লাগল। খানিকটা এগিয়ে আবার একটা রাস্তা বেরিয়েছে। কোন দিকে যাবে সে ? বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে সব কিছুই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়ল, বেশ দূরে কবরের গলিপথের উপরে একটা আলো ! আশ্চর্য, দু পা এগোতে না এগোতেই আলোটা হঠাৎ মুছে গেল। থেমে দাঁড়াল বারাব্বাস। সে কি তবে ভূতুড়ে কোনো রাস্তায় ঢুকে পড়েছে ? দু পা পিছিয়ে এল সে। কিন্তু আলোটা আর দেখা গেল না।

স্তম্ভিত বারাব্বাস দাঁড়িয়ে রইল। যাদের আজ এখানে আসার কথা, কোথায় তারা ? নাকি তারা আসেনি ?

না, আর এগিয়ে লাভ নেই। যে পথে এসেছে, সে পথেই সে বেরিয়ে যাবে।

কয়েক ধাপ উপরে উঠেই থমকে দাঁড়াল সে। ছোট্ট একটা বাঁকের মাথায় আবার সেই আলো জ্বলে উঠেছে। সেই একই আলো ; কোনো ভুল নেই

রুদ্ধশ্বাসে বারাব্বাস সে দিকে এগোতে লাগল। আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বারাব্বাস যখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, দপ করে নিভে গেল আলোটা।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল বারাব্বাস। চতুর্দিকেই অন্তহীন অন্ধকার। অসংখ্য কবর ! সেই অন্ধকারের মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে। যাঁদের আসার কথা, তারা কেউ আসেনি। কোথাও জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। যেন একা সে এসে পৌঁছেছে মৃত্যুপুরীতে।

মৃত্যুপুরী ! তা নয়ত কী ? চারিদিকে শুধু কবর আর কবর। প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাঁকে সারি সারি কবর। মৃত্যুপুরীর অধিবাসীরাই চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রয়েছে। কোন পথে এগোলে মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, বারাব্বাস জানে না।

মৃত্যুপরী ! ! মৃত্যুপরীতে প্রবেশ করেই সে তার পথ হারিয়ে ফেলেছে এখান থেকে তার মুক্তিলাভের উপায় নেই ?...

বারাব্বাস আর ভাবতে পারল না। তার সর্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হয়ে এল। আতঙ্কের সাঁড়াশি দিয়ে কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল সে। সিঁড়িতে হোঁচট খেতে খেতে একটার পর একটা গলি পেরিয়ে যেতে লাগল কোন দিকে সে ছুটছে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন করেই হোক, তাকে মুক্তি পেতে হবে। দেয়ালে দেয়ালে কপাল ঠুকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল বারাব্বাসের, তবু ছোটার বিরাম নেই। তাড়া খাওয়া ভয়ার্ত জন্তুর মতো অন্ধকার গোলক ধাঁধার মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল সে। পথ তাকে পেতেই হবে

BanglaBook.org

কতক্ষণ পরে সে জানে না, হঠাৎ গায়ে এক ঝলক বাতাস এসে লাগল। অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় মাঠের উপরে শুয়ে পড়ল সে শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। আকাশে তারা ওঠেনি। চারদিকেই অন্ধকার। মর্ত্যে অমর্ত্যে সর্বত্র।

***

বাড়ি ফেরার পথে বারাব্বাসের নিজেকে খুব একা লাগল। একা তো সে চিরদিনই কিন্তু আজকের মতো গভীর একাকীত্ব আগে উপলব্ধি করেনি বুঝতে পারেনি যে মৃত্যুর পরেও তার নিঃসঙ্গতার অবসান হবে না।

অন্ধকারের মধ্যে বারাব্বাস হাঁটছে। চোখের নিচে ইলায়াহুর দেয়া আঘাতের গভীর ক্ষতচিহ্ন লাফাচ্ছে ; সে আজো জানে না, ইলায়াহু তার বাবা—যে বাবাকে সে খুন করেছে। তার বুকের উপরে দাসত্ব ও না পড়া এক নামের চাকতি দুলছে ; একদিন যার উপর ঈশ্বরের নাম খোদাই করে দিয়েছিল শাহাক সেই নামটাও কেটে দিয়েছে গভর্নর স্বর্গ, মর্ত্য, সব জায়গাতেই সে একা।

নিজের হাতেই সে তার মৃত্যুপুরীর ইট গেঁথে তুলেছে। কী করে সে মুক্তি আশা করে ? যদিও একবার—মাত্র একবার তার নিঃসঙ্গতার অবসান হয়েছিল। আর একজনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল সে। কিন্তু সে বাঁধন তো ছিল শিকলের। শিকল ছাড়া তাকে কখনো কেউ বেঁধে রাখেনি।

রাস্তাঘাট নির্জন। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছে সে। শব্দটা তার পায়ের, না হৃৎপিণ্ডের ? কোথাও জীবনের কোনো চিহ্ন নেই। মৃত্যু আর অন্ধকার সবই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আলো নেই কোনখানে। তারাহীন রাত্রির হৃদয়ও যেন শূন্যতায় ভরা !

জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল বারাব্বাস। বাতাসটা গরম নাকি তার জ্বর এসেছে ? নাকি, যে মৃত্যুকে সে শরীরে বহন করেছে, তারই দোলাচল শুরু হয়েছে ? মৃত্যু থেকে কি মানুষের নিস্কৃতি নেই ? যতক্ষণ বেঁচে আছে, মৃত্যু কি এভাবেই জীবনকে তাড়াতে থাকবে ? মৃত্যুই কি তাকে টেনে ফিরছে চিন্তার অন্ধকারেও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে ? দুঃশ্চিতায় তার মাথা ঝুলে পড়ল। না, বুড়ো বারাব্বাসের আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। অথচ কত কিছুই সে চেয়েছিল ও কতকিছুই সে পায়নি !...

না ; তবুও সে মরবে না ! কেন মরবে ? নিজের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল বারাব্বাস... তা সত্ত্বেও আতঙ্কের হাত থেকে সে মুক্তি পেল না।

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে যারা আজ ওই মৃত্যুপুরীর মধ্যে গিয়েছে, কই তাদের তো কোনো ভয় নেই। মৃত্যুকে তারা ভয় করে না, না কি মৃত্যুকে তারা জয় করেছে ? তাদের বন্ধন কি তবে মৃত্যুরই সঙ্গে ? পরস্পরকে

BanglaBook.org

ভালোবাস... পরস্পরকে ভালোবাস... এটা কি তবে মৃত্যুর প্রতিধ্বনি ? কারা তারা—যারা মৃত্যুকে এতটা ভালোবাসে ?

বারাব্বাস তাদের সন্ধান পায়নি। অন্ধকারের মধ্যে, চিন্তার কানাগলির মধ্যেই সে সারাক্ষণ ঘুরে মরছে। তার জরাগ্রস্ত মেধায় একই প্রশ্ন—কোথায় তারা ? পরস্পরকে যারা ভালোবাসে, তারা কোথায় ?

***

শহরের সীমানার মধ্যে এসে বারাব্বাসের আরো অসুস্থ লাগছে। এত গরম কেন ? চারদিক এত গরম হয়ে উঠছে কেন ? ভয়ে কি তার দমবন্ধ হয়ে আসছে ?

একটু এগিয়ে মোড় ফিরতেই পোড়া গন্ধ নাকে এল তার। থমকে দাঁড়াল বারাব্বাস সামনেই একটা বাড়ি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই।

নির্জন রাস্তা হঠাৎ কোলাহলে ভরে উঠল—আগুন ! আগুন !

চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। পাগলের মতো চিৎকার করছে: আগুন ! আগুন !

এগিয়ে গেল বারাব্বাস। মোড় ফিরে দেখল আরো একটা বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠেছে। দাউ দাউ জ্বলছে সব। বারাব্বাস হতভম্ব হয়ে গেল ; কোনো কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। দূর থেকে হঠাৎ ভেসে এল, খ্রিষ্টানরা আগুন লাগিয়েছে ! খ্রিষ্টানরা রোমকে ধ্বংস করছে। খ্রিষ্টানরা...

চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল খ্রিষ্টানরাই আগুন লাগিয়েছে ! খ্রিষ্টানরাই !

বিমূঢ় বারাব্বাস। কোনো কিছুই সে বুঝতে পারছে না। এ কাজ খ্রিষ্টানদের ? কেন—কেন ?

আর হঠাৎ, যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ, খ্রিষ্টানরাই রোমে আগুন দিয়েছে। রোমকেই শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীকেই তারা ভস্মীভূত করবে।

এতক্ষণে বারাব্বাস বুঝতে পারল। বুঝতে পারল যে, এ জন্যেই খ্রিষ্টানরা আজকের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সববেত হয়নি। এই পাপ রোমকে, পাপ পৃথিবীকে তারা পুড়িয়ে ফেলতে চায় সেই শুভমুহূর্ত আজ সমাগত—যেদিন তাদের ত্রাণকর্তা পুনরাবির্ভূত হবেন ! আজ সেই দিন ; আজ সেই শুভলগ্ন !

গলাগথায় যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি ফিরে এসেছেন। অত্যাচারিত মানুষকে রক্ষা করার জন্যেই এই বিচারহীন পৃথিবীকে তিনি ধ্বংস করবেন। তার

BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। এই বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে দিয়েই তিনি পুনরাবির্ভূত। হ্যাঁ, বারাব্বাস, নাস্তিক বারাব্বাসই আজ তাকে সাহায্য করবে। আজ আর তার ভুল হবে না। না না, আজ তার কোনো ভুল হবে না।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে দৌড়ে গিয়ে জ্বলন্ত একখণ্ড কাঠ কুড়িয়ে পাশের বাড়িতে ছুড়ে মারল সে। তারপর পরের বাড়িতে ! তারপর তার পরের বাড়িতে ! চতুর্দিকে সে সেই আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল। না... আজ আর বারাব্বাসের ভুল হবে না।

দাউ দাউ আগুনের লেলিহান জিহ্বা একটার পর একটা বাড়িকে গ্রাস করছে। সেই বহ্ন্যুৎসবের মধ্যে বারাব্বাস পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। বুকে তার ঈশ্বরের নাম খোদাই করা চাকতি। নামটা ওরা কেটে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কী, আজ আর তার ভুল হয়নি। ধ্বংসের তাণ্ডবের মধ্যেই সে তার ডাক শুনতে পেয়েছে। সমস্ত কিছুকে তিনি ধ্বংস করবেন। সেই শুভমুহূর্তই সমাগত আজ।... ছড়িয়ে পড়ছে, চতুর্দিকেই তার ক্রোধের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু রোমে নয়, সারা পৃথিবীতে তিনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। বিরাট অগ্নিসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুচোখ তার অশ্রুতে ভিজে উঠল।... এই তার রাজ্য ! দেখ, এই তো তার রাজ্য !

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বিশ

আধো অন্ধকার কারাকক্ষ।

অগ্নি সংযোগের অভিযোগে শত শত খ্রিষ্টানদের আটকে রাখা হয়েছে ভূগর্ভে। তাদের মধ্যে বারাব্বাসও আছে। হাতেনাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ; জেরা শেষ হবার পর এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেও এখন খ্রিষ্টানদের একজন।

পাথর কেটে তৈরি করা কারাগার। দেয়াল, মেঝে—সব স্যাঁতসেঁতে। বাইরে থেকে অল্প একটু আলো আসে। সে আলোতে স্পষ্ট কারো মুখও দেখা যায় না।

বারাব্বাস অবশ্য তাতেই খুশি। কেউ তাকে দেখতে পেলে বরং বিপদ ঘটত। এককোণে ছেঁড়া একটা মাদুরের উপর বসে থাকে সে। মনে হয়, অন্যদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

সেদিনকার অগ্নিকাণ্ড নিয়ে প্রায়ই এখানে কথাবার্তা হয়। কী শাস্তি তাদের দেয়া হবে—তা নিয়েও। বারাব্বাস বুঝতে পেরেছে, এদের কেউ আগুন লাগায়নি। সবটাই সাজানো ব্যাপার। ক্রিশ্চানদের উপরে অত্যাচার চালাবার অছিলা খোঁজা হচ্ছিল ; মিথ্যে এদের উপরে দোষ চাপিয়ে সেই অছিলা জোটানো হয়েছে। এবং এরই সুযোগে সব গ্রেপ্তার করিয়েছেন নীরো।

খ্রিষ্টানরা যে আগুন লাগায়নি, বিচারকও তা জানতেন। ঘটনাস্থলের কাছে সেদিন একজন খ্রিষ্টানও ছিল না। থাকবেই বা কেন ! তাদের উপরে অত্যাচার শুরু করার সুযোগ খোঁজা হচ্ছে—আগেই তারা তা জানত। তাদের গোপন প্রার্থনানুষ্ঠানের কথা যে ফাঁস হয়ে গেছে তাও। আগুন লাগাবার জন্য খ্রিষ্টানদের বিন্দুমাত্র দোষও নেই। অথচ সেই নিরপরাধ মানুষগুলোকেই হত্যার আয়োজন করা হয়েছে ! কারণ, সবাই তাদের উপরে চটা। তাদের শাস্তি হলেই তারা খুশি। ভাড়াটে জনাকয়েক লোককে দিয়ে চিৎকার করে বলানো হয়েছিল যে—খ্রিষ্টনরাই আগুন লাগিয়েছে। কেউ তা অবিশ্বাস করেনি।

কিন্তু কে এদের ভাড়া করে জুটিয়ে আনল ? অন্ধকারের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করল কেউ একজন। সে প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ।

আগুন লাগাবার মতো জঘন্য কাজ কখনো খ্রিষ্টানরা করতে পারে ? রোমকে তারা ভস্মীভূত করে ফেলতে চেয়েছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারে কেউ ?

প্রভু বলেছেন, পরস্পরকে ভালোবাস। তিনি শহরে আগুন জ্বালান না ; হৃদয়ে জ্বালান। তিনি ঈশ্বর, তিনি প্রেমময় ; তিনি কেন মানুষের অনিষ্ট করবেন ?

পৃথিবীর গ্লানিমোচন করবেন তিনি, এখানেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করবেন। তার কথামতো এতদিন তারা শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করে এসেছে এখনো করছে। তিনিই প্রেম, তিনিই আলো !...

সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইল তারা। সে গানের কথা আর সুরের মধ্যে শান্ত করুণ মাধুর্য। বারাব্বাস অভিভূত হয়ে যায়। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে শোনে। মনে তার অদ্ভুত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় !

***

বন্দিদের খেতে দেয়া হবে। দরজা খুলে কারারক্ষী প্রবেশ করল। আলো আসার জন্যে দরজাটাকে কিছুক্ষণ খুলে রাখা হল। লোকটা বাচাল মুখেচোখে রক্তিম আমেজ লেগে রয়েছে। অশ্লীল গালিগালাজ করতে করতে সে এক একটা থালা ছুড়ে দিতে লাগল বন্দিদের সামনে। দরজা খুলে রাখায় বারাব্বাসের গায়েও আলো পড়েছে। তাকে দেখেই হেসে উঠল লোকটা।

এই যে, উজবুকটাও এসে জুটে গেছে দেখছি। ওই হতচ্ছাড়াই তো রোমে আগুন লাগিয়েছে ! তবু তোরা বলছিস, খ্রিষ্টানদের এতে হাত নেই ? তোরা সব ডাহা মিথ্যুক। ওকে তো সেদিন আমি হাতেনাতে ধরেছি। সত্যি-মিথ্যে জিজ্ঞেস করে দেখ। কিরে, চুপ করে আছিস কেন ?

মাথা নিচু করে বসে আছে বারাব্বাস। তার দৃষ্টি কঠিন। মুখে সে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। চোখের নিচের সেই ক্ষতটা শুধু দপদপ করতে লাগল

সবাই স্তম্ভিত ! কেউই বারাব্বাসকে চেনে না। তাকে সাধারণ কয়েদি ভেবেছিল তারা। কিন্তু এ কী শুনছে ? এ ও কি খ্রিষ্টান ?

না না, এ সম্ভব নয়। অস্ফুট স্বরে কানাকানি করতে লাগল সবাই।

কী সম্ভব নয় ? কারারক্ষী জিজ্ঞেস করল।

কিছুতেই ও খ্রিষ্টান নয় ! হতে পারে না। খ্রিষ্টান কারুর অনিষ্ট করতে চায় না

চায় না ? হেসে উঠল কারারক্ষী। কিন্তু ও নিজেই এ কথা বলেছে। বিশ্বাস না হয় তো ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ওর কাছ থেকেই আমি শুনেছি। জেরার সময় নিজেই এ কথা কবুল করেছে ও।

BanglaBook.org

তা কী করে সম্ভব... আমতা আমতা করতে লাগল সবাই। কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি। খ্রিষ্টান হলে ওকে আমরা নিশ্চয়ই চিনতাম। এর আগে ওকে আমরা দেখিনি কখনো।

তার মানে তোরা বলতে চাস যে ও খ্রিষ্টান নয়, এই তো ? দাঁড়া, প্রমাণ দিচ্ছি !

বারাব্বাসের বুকের সেই চাকতি উল্টে ধরে বলল— নে, দেখ এসে। কী লেখা রয়েছে এখানে, দেখে যা। এ কি তোদের ঈশ্বরের নাম নয় ? চুপ করে রইলি কেন ? বল—এ তোদের সেই প্রভুর নাম নয় ?

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে বারাব্বাসকে। বিস্ফারিত বিস্ময়ে তারা চাকতির দিকে তাকিয়ে রইল। অধিকাংশই লিখতে পড়তে জানে না যারা জানে, তাদের কণ্ঠস্বরে একটা চাপা ভয় ফুটে উঠল। ক্রিস্টোস য়েসাস ! ক্রিস্টোস য়েসাস ! ! হ্যাঁ, এ যে তাঁরই নাম... হাঁ ঈশ্বর, এ কে ?

চাকতিখানাকে ছুড়ে দিয়ে রক্ষী ঘুরে দাঁড়াল। ব্যঙ্গভরা গলায় বলল, বিশ্বাস হল তো এবার ? আদালতে এই চাকতি দেখিয়ে ও বলেছে যে, সম্রাট ওর মালিক নন ; যার কাছে তোরা প্রার্থনা করিস, সেই ঈশ্বরই ওর মালিক। আমি হলফ করে বলতে পারি, এ ব্যাটাকে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেয়া হবে। শুধু ওকে নয়, তোদেরকেও। তোরা অবশ্য এই উজবুকটার চেয়ে ঢের সেয়ানা—সহজে তাই অপরাধ কবুল করতে চাচ্ছিস না। তাতে কি তোরা রক্ষা পাবি ভেবেছিস ? তোদের এই বন্ধুর কথাতেই সব ফাঁস হয়ে গেছে।

একগাল হেসে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজায় কুলুপ পড়তেই সারা ঘর আবার অন্ধকার।

***

চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই সবাই বারাব্বাসকে ঘিরে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে একটার পর একটা প্রশ্ন করল তারা: কে তুমি ? কে ? সত্যি তুমি খ্রিষ্টান ? কোথাকার খ্রিষ্টান ? সত্যি তুমি আগুন লাগিয়েছিলে ? কেন ? কার নির্দেশে ?

নীরবে বসে রইল বারাব্বাস। কোনো কথারই জবাব দিল না সে। সারামুখ তার ছাইয়ের মতো সাদা। কোটরগত চোখ দুটি যেন ক্ষোভে দুঃখে আত্মগোপন করতে চাইছে।

ও আবার খ্রিষ্টান ? চাকতির উপরে ঈশ্বরের নামটা যে ও কেটে দিয়েছে, তা বুঝি তোরা দেখিসনি ? কে একজন দূর থেকে গলায় তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে বলল।

কেটে দিয়েছে ! ঈশ্বরের নাম কেটে দিয়েছে ? চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

হ্যাঁ, তাই।

দু একজন অবশ্য দেখেছে, কিন্তু তাৎপর্যটা বুঝতে পারেনি সত্যিই তো, খ্রিষ্টানই যদি হবে তো প্রভুর নাম কেটে দিয়েছে কেন ?

BanglaBook.org

চাকতিখানাকে একজন ছিনিয়ে নিল। সবাই তার উপরে ঝুঁকে পড়ল। সেই আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল যে, ছুরির ফলা দিয়ে আড়াআড়িভাবে চাকতির অক্ষরগুলোকে কেটে দেয়া হয়েছে।

এ নাম তুমি কেটে দিয়েছ কেন ? বারাব্বাসের উপরে তাদের প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। এর অর্থ কী ? উত্তর দাও ; উত্তর দাও—। চুপ করে আছো কেন ? বল বল !

বারাব্বাস তবু জবাব দিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল সে। যা খুশি ওরা করুক যা খুশি ওরা বলুক ; সে কিছু বলবে না। কোনো কথারই সে জবাব দেবে না।

সবাই ততক্ষণে অস্থির। কে এই লোক... খ্রিষ্টান বলে মিথ্যা পরিচয় দেয় ? কে এ ? কী পরিচয় এর ? খ্রিষ্টান ? অসম্ভব। বারাব্বাসের হাবভাবে তারা উদভ্রান্ত।

কারাকক্ষের আর এক কোণে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। কোনো ব্যাপারেই তিনি কথা বলেননি কয়েকজন তার কাছে গিয়ে খুলে বলল সব শুনে তিনি ধীর পায়ে বারাব্বাসের কাছে এগিয়ে এলেন।

বয়সের ভারে ন্যুজ দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষ। শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্রকেশ বলিষ্ঠ, তবু শান্ত। সবচাইতে আশ্চর্য তার চোখ দুটি। শৈশবের বিহ্বলতা আর বার্ধক্যের শান্তি এসে যেন সেখানে আশ্রয় পেয়েছে। নীলাভ চক্ষু সরোবরে অপূর্ব প্রশান্তি !

বারাব্বাসের দিকে, তার বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন। বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। মনে হল, সুদূর অতীতে হারিয়ে যাওয়া কোনো ঘটনা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

অনেক দিন, অনেক বছর আগে...। ভালো করে আজ তার তা আমার মনেও নেই... !

বারাব্বাসের সামনে আসন পেতে বসে কী যেন স্মরণ করে আপনমনে মাথা নাড়লেন তিনি।

বাকি সবাই বিস্মিত। তাহলে এই অদ্ভুত লোকটাকে উনি চেনেন ?

চেনেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা শুরু করেছেন কোথায় ছিল সে এতদিন ? কীভাবে ছিল ?

বারাব্বাস সব খুলে বলল তাকে। না, সব নয়। কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে। যতটুকু না বললেই নয়, সেইটুকু জানাল।

তিনিও তা বুঝলেন। বুঝলেন যে কিছু কিছু কথা সে গোপন করে গেল। কিন্তু, তাতে কী ! যতখানি বলেছে, তাই কি যথেষ্ট নয় ? এর আগে বারাব্বাস কখনো কাউকে বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করে কাউকে কিছু বলেনি। এই প্রথম সে বিশ্বাস স্থাপন করল। তার প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুট শান্ত গলায় সে বলে গেল তার জীবন কাহিনী

BanglaBook.org

কথাবার্তার মাঝে বারাব্বাস তার শান্ত করুণ মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার নিজের মুখেও বলিরেখা আঁকা। কিন্তু ওর মুখের ওই উৎকীর্ণ বলিরেখার মধ্যে যে প্রগাঢ় শান্তি বারাব্বাসের মুখে তা নেই ! ওর ললাট চিন্তা কুঞ্চিত ; তবু সুন্দর। দাঁত পড়ে গিয়ে দুগালে দুটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও অসাধারণ দেখাচ্ছে ওকে। কথাবার্তার মধ্যে পরিচিত সেই ভাঙা ভাঙা টানগুলোও রয়ে গেছে। কিছুই পরিবর্তন হয়নি।

কেন বারাব্বাসের চাকতির উপরে লেখা ঈশ্বরের নাম কেটে দেয়া হয়েছে, আর কেনই বা সে আগুন ধরতে সাহায্য করেছিল—সব সে খুলে বলল। বলল, এই পাপ পৃথিবীকে ভস্মীভূত করার জন্যেই সে সেদিন সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে তিনি মাথা নাড়তে লাগলেন। তার মুখে অদ্ভুত বেদনা ফুটে উঠল। ছি ছি, বারাব্বাস কি বুঝতে পারেনি যে, সমস্ত ব্যাপারটাই সিজারের কারসাজি ? খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ করার একটা অজুহাত ? ভাড়াটে জনাকয়েক লোক দিয়ে তাইজেলিনাস শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে খ্রিষ্টানদের ওপরে দোষ চাপিয়েছে ! বারাব্বাস সাহায্য করতে চেয়েছিল খ্রিষ্টানদের ; অথচ না জেনে সে সিজারকেই সাহায্য করেছে।

তোমার চাকতির উপরে রাষ্ট্রের ছাপ মারা রয়েছে। সিজারই তোমার প্রভু। তোমার মর্ত্যের প্রভুকেই তুমি সাহায্য করেছ। যার নাম ওখানে কেটে দেয়া হয়েছে—তাকে নয়।

একটু থেমে আবার বললেন তিনি, প্রভু কারোর অনিষ্ট করেন না। তিনি পরম করুণাময়। বলে, আলতো হাতে বারাব্বাসের চাকতিখানা হাতে তুলে নিলেন। কেটে দেয়া অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুচোখে তার বেদনা ছড়িয়ে পড়ল। নীরবে দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন তিনি। এ চাকতি বারাব্বাসের ; যতদিন বেঁচে আছে, এ চাকতি ওকে বহন করতে হবে। তা তিনি জানেন। কোনোভাবেই ওকে সাহায্য করার উপায় নেই। বারাব্বাসের দুচোখে যে ভীরু নিঃসঙ্গ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, বারাব্বাসও তা জানে।

***

কে ও ? কে ?

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘিরে ধরল সবাই !

ওর পরিচয় কী ?

জবাব না দিয়ে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন তিনি। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না কৌতূহলে সবাই অস্থির শেষ পর্যন্ত তাকে বলতেই হল

BanglaBook.org

এই সেই বারাব্বাস ! আমাদের প্রভুর জীবনের বিনিময়ে একে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ?

তিনি অন্ধকারে মাথা ঝাঁকালেন।

বারাব্বাস ! এই সেই বারাব্বাস ! ! অন্ধকারের মধ্যে ক্রোধের আগুনে সবার চোখ জ্বলতে লাগল।

বৃদ্ধ তাদের শান্ত করলেন বললেন, এ ক্রোধ অর্থহীন। লোকটা অসুখী, অশান্তির আগুনে ও এখন নিজেই পুড়ছে। তাছাড়া, ওকে নিন্দা করার অধিকার কি আমাদের আছে ? নেই ! আমরাই কি নিরপরাধ ? না। অপরাধী আমরাও। ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদেরও আছে। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর যে আমাদের ক্ষমা করেছেন, আমাদের এই কলঙ্কিত জীবনের উপরেও যে তার করুণা বর্ষিত হয়েছে, সে কৃতিত্ব আমাদের নয়, তার। ওর ঈশ্বর নেই বলেই আমরা ওকে ঘৃণা করতে পারি না।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। যে হতভাগ্যের ঈশ্বর নেই, বিশ্বাসের শিখায় যার পাপই ভস্মীভূত হয়নি, তার দিকে যেন তাকাবারও সাহস নেই কারো। ধীরে ধীরে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। বৃদ্ধও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন।

বারাব্বাস বসে রইল এ পাশে ; একা।

BanglaBook.org

একুশ

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। বারাব্বাস জানে না কারাগারের অন্ধকার প্রান্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে সারাদিন, সারারাত্রি বসে থাকে।

ওদিকে ওরা গান গায়, সারা ঘরে তার ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে। সে গান প্রত্যয়ের, সে গান ভালোবাসার। সেই প্রত্যয় আর ভালোবাসার মধ্যেই ওর সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পায়। জীবন-মরণের সীমা ছাড়ানো জীবনের বেলাভূমি যে অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, তা ওরা জানে। জানে বলেই ওরা নির্ভয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তাতে কী ! অনন্ত জীবন ওদের সামনে। তাই নিয়ে ওরা মগ্ন ! মৃত্যুকে ভয় করে না ওরা। বরং তাকে গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব !

ওদের গান, ওদের আলোচনা—সমস্ত কিছুই বারাব্বাস শুনতে পায়। সেও ভাবে, কী হবে তার ? কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় পাবে ? মাউন্ট অব অলিভের সেই লোকটি, প্রভু যাকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন, তার কথা আবার মনে পড়ে তার সেই একত্র আহারের কথাও মনে পড়ল। পুনর্জীবন লাভের পর আবার তার মৃত্যু হয়েছে। অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। অনন্ত জীবনে মিলিয়ে গেছে সে।

অনন্ত জীবন কী ? যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে বারাব্বাস, তাই ? কি তার অর্থ ? অর্থহীন, না কি কোনো অর্থ আছে এর ? জানে না বারাব্বাস। সে কী করে জানবে ? কোনো কিছু জানার সুযোগই যে তার হয়নি !

শুভ্রশ্মশ্রু বৃদ্ধ ওদিকে বসে পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। উচ্চারণের মধ্যে গ্যালিলির সেই ভাঙা ভাঙা টানটা এখনো বুঝতে পারা যায়। তেমন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, কথা কইতে কইতেই হঠাৎ হঠাৎ তিনি নীরব হয়ে যান। কী যেন ভাবেন জন্মভূমির স্মৃতি, গেনেসারেটের সমুদ্রতীরই হয়ত ওকে উন্মনা করে তোলে। সেখানে মরতে পারলেই হয়ত শান্তি পেতেন। কিন্তু না, তা

BanglaBook.org

আর হয় না। পথের প্রান্তে প্রভুর সঙ্গে যেদিন তার দেখা হয়—তিনি বলেছিলেন, আমাকে অনুসরণ কর। সেই যে তিনি ঘরের বাইরে এলেন, আর ফেরা হয়নি পথে পথে আজো তাকে তিনি খুঁজে ফিরছেন। নীরবে তিনি বসে থাকেন কৌতূহলী চোখ তাকে এখনো খোঁজে। তার বলিরেখাময় কপালে কখনো জিজ্ঞাসা, কখনো প্রশান্তি ফুটে ওঠে অন্ধকার কোনা থেকে নিরবে তাকিয়ে দেখে বারাব্বাস।

তারপর একদিন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হল সবাইকে। বন্দিরা সব জোড়ে জোড়ে শৃঙ্খলিত। কিন্তু সব মিলিয়ে সংখ্যাটা বেজোড়। বারাব্বাসকে তাই শৃঙ্খলিত করা হয়নি। ঘটনাচক্রে, মৃত্যুর মুহূর্তেও সে একা। সবশেষে তাকে নিয়ে আসা হল। যে ক্রুশটিতে তাকে বিদ্ধ করা হল, সেটিও বেশ দূরে একেবারে প্রান্তে।

চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। শহরসুদ্ধ লোক আজ 'অপরাধীদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে এসেছে। আশ্চর্য, মৃত্যুর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যেও লোকগুলোর বিশ্বাসে চিড় খায়নি। পরম আশ্বাসে পরস্পরের সঙ্গে তারা কথা বলছে ; আনন্দ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে পরস্পরের মধ্যে।

বারাব্বাসের সঙ্গেই শুধু কেউ কথা বলল না।

সন্ধ্যার আগেই দর্শকরা যে যার বাড়ি চলে গেল। বন্দিদের বেশির ভাগই ততক্ষণে মারা গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

একমাত্র বারাব্বাসই জীবিত। স্তব্ধ বিষণ্ন নির্জনতার মধ্যে সে যখন বুঝতে পারল, যে মৃত্যুকে সে সর্বক্ষণ ভয় করে এসেছে, সেই মৃত্যুই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—অন্ধকারের মধ্যে সে তখন বলল, তোমার হাতেই আমি আমার আত্মাকে সমর্পণ করলাম।

মনে হল, নিবিড় অন্ধকারের সাথেই সে কথা বলছিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org